ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট

২০০৯

সারসংক্ষেপ

অসমতা অতিক্রমণ ঃ কেন প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ

সবার জন্য শিক্ষা

UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

অনুবাদ
সালমা আখতার
অধ্যাপক এবং পরিচালক
আই.ই.আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
কাজী আফরোজ জাহানআরা
অধ্যাপক, আই.ই.আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়
ডঃ কামরুন্নেসা বেগম
প্রাক্তন পরিচালক
আই.ই.আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনেস্কো, ঢাকা
বাড়ী নং ৬৮ (তৃতীয় তলা)
সড়ক ১, ব্লক আই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
বাংলাদেশ
ফোন : (৮৮০-২) ৯৮৬ ২০৭৩
(৮৮০-২) ৯৮৭ ৩২১০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯৮৭ ১১৫০
ই-মেইল : dhaka@unesco.org

যোগাযোগ
আব্দুর রফিক
ই-মেইল : a.rafique@unesco.org

খান ওয়ালী ইমাম
ই-মেইল : kw.imam@unesco.org

ফেব্রুয়ারী ২০০৯

অনুবাদ এবং পূর্ণ মুদ্রণে: **ইউনেস্কো, ঢাকা**

মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
তারকালোক কমপ্লেক্স, ২৫/৩ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন : (৮৮০-২) ৮৬১ ২৮১৯

অসমতা অতিক্রমণ ঃ
কেন প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ

সারসংক্ষেপ

ইউনেস্কো প্রকাশনা

Summary
Overcoming inequality:
Why governance matters
EFA Global Monitoring Report 2009

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইউনেস্কো কর্তৃক সম্পাদিত এটি একটি স্বাধীন প্রকাশনা। এই রিপোর্টটি একদল প্রতিবেদক, বহু ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সরকারসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল।

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত পদবী, বিবরণ কোনভাবেই ইউনেস্কোর মতামত প্রকাশ করে না, বিশেষ করে কোন দেশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকা, এর কর্তৃপক্ষ অথবা সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও সীমারেখায় সীমা সংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে।

এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে যে সব পছন্দ, বিষয়াদি এবং মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তার সার্বিক দায়িত্ব ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট টীমের এবং যা নাকি কোন ভাবেই ইউনেস্কোর মতামত নয় এবং এই সংস্থা কোন মতেই তার জন্য দায়ী নয়।

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনির্টরিং টীম

পরিচালক

কেভিন ওয়ার্টকিনস

সামের আল সামাররাই, নিকোল বেল্লা, এ্যারন বেনাভোট, ফিলিপ মার্ক বুয়া লিবনিজ, ম্যারিয়েলা বুনোমো, ফাদিলা কেইলয়েড, এলিসন ক্লেসন, সিনথিয়া গাটম্যান, এ্যানা হাস, জুলিয়া হিস, কীথ হিঙ্কলিফ, ডেডারিক ডি জং, লেইলা লোপিস, ইসাবেলা মারকোভিক, প্যাট্রিক মন্টজোরাইডেস, ক্লডিন মুকিজোয়া, উলরিকা পেপলার ব্যারী, পলা রাজকুইন, পলিন রোজ, সুহাদ ভ্যারিন

প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে হলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

পরিচালক

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটারিং রিপোর্ট টীম

প্রযত্নে: ইউনেস্কো

৭ প্লেস ডি ফনটেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স

ই-মেল : efareport@unesco.org

টেলিফোন : + ৩৩ ১ ৪৫ ৬৮ ১০ ৩৬

ফ্যাক্স : + ৩৩ ১ ৪৫ ৬৮ ৫৬ ৪১

www.efareport.unesco.org

পূর্ববর্তী সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টসমূহ

২০০৮, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা- আমরা কি সক্ষম হব?
২০০৭ সুদৃঢ় ভিত্তি ঃ প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা
২০০৬ জীবনের জন্য সাক্ষরতা
২০০৫ সবার জন্য শিক্ষা-গুনগতমান অত্যাবশ্যক
২০০৩/০৪ জেন্ডার এবং সবার জন্য শিক্ষা-সমতার দিকে ধাবমান
২০০২ সবার জন্য শিক্ষা-বিশ্ব কি সঠিক পথে

ইউনেস্কো কর্তৃক ২০০৮ সনে প্রকাশিত
৭, প্লেস ডি ফনটেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স
গ্রাফিক ডিজাইন: সিলভেইন বেয়েনস
লে আউট সিলভেইন বেয়েনস
ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশনা ২০০৮
© ইউনেস্কো ২০০৮
বেলিজিয়ামে মুদ্রিত
ইডি-২০০৮/WS/৫১

মুখবন্ধ

নতুন শতাব্দীতে মোড় নেয়ার প্রাক্কালে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ) অর্জনের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। দেশগুলি এই আত্মবিশ্বাসে তা করেছিল যে সময়ের পরীক্ষায় সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যগুলি ঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা অর্জন করা যাবে।

দেশগুলিতে পরিবর্তন এসেছে, এসেছে সাফল্য। বিশ্বের দরিদ্রতম অনেক দেশই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও জেন্ডার-প্যারিটির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু আমাদের এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। অনেক দেশেই অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর এবং অসম। এখন এটা পরিষ্কার যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জিত হবে না এবং এটা বিপদজনক। বিপদমুক্ত হওয়া অপরিহার্য এই কারনে যে শিক্ষা কেবল মৌলিক মানবাধিকারই নয়, তা কিন্তু শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, ব্যক্তিগত আয়, টেকসই পরিবেশ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে অর্জনের পথে ধাবিত করার জন্যেও শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট এর সপ্তম সংস্করণ বিভিন্ন দেশের সরকার, দাতাসংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এক সতর্ক বার্তা প্রেরণ করছে। বর্তমান ধারায় ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হবে না। বহু শিশু এতই নিম্নমানের শিক্ষা পাচ্ছে যে, মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনার দক্ষতা অর্জন ছাড়াই তারা বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সবশেষে সম্পদ, জেন্ডার, স্থান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং অসুবিধার অন্যান্য নির্দেশক ভিত্তিক তীব্র বৈষম্য শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। যদি পৃথিবীর নানা দেশের সরকার সবার জন্য শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে থাকে তাহলে অসমতাকে মোকাবেলা ও চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হতে হবে।

এই প্রতিবেদন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্তি তুলে ধরেছে যে ক্রমবর্দ্ধমান অসমতা দূরীকরণের জন্য ন্যায্যতা (equily) সবার জন্য শিক্ষার এজেন্ডার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকা উচিত। অর্থায়ন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি মৌলিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট খরচ করছে না এবং দাতাগণ তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহায্য দিচ্ছে না। সাহায্যের স্থবিরতা বহু নিম্নআয়ের দেশের শিক্ষার সম্ভাবনার জন্য একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। ইএফএ অর্জন করতে হলে এটা সুস্পষ্টভাবে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু ন্যায্যতা ব্যতীত বেশি অর্থায়ন করলেও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুবিধাবঞ্চিত দলের কোন উপকার হবে না। বিশ্বের বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের এবং ৭৭৬ মিলিয়ন বয়স্কদের জন্য অর্থপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা নীতিতে দরিদ্র-বান্ধব (Pro-Poor) এ্যাপ্রোস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

এই রিপোর্ট কতকগুলি জননীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার উপস্থাপন করছে যা অসুবিধার চক্র ভাঙ্গতে পারে এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশে উন্নতি, শিক্ষায় মান এবং অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে পারে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের উপর ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদারগণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দের অঙ্গীকার করেন। যদি শিক্ষাকে বিশ্বের সকল শিশুর জন্য বাস্তব ও সম্ভবপর করে তুলতে হয় তাহলে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সরকার ও দাতাগণ যেন তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করেন।

এই প্রতিবেদন যা সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতিকে প্রতিবছর নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখে, তা আজকের বিশ্বের শিক্ষা পরিস্থিতির ওপর একটি সমন্বিত পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছে। সকল শিশু, যুবা ও বয়স্কদের শিখনের সমান সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনে ইস্যুগুলির বিশ্লেষন, অভিজ্ঞতালব্ধ শিখন এবং সুপারিশমালা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা এখন ২০১৫ সালে পোঁছানোর ক্ষেত্রে অর্ধেক এরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছি। পরিষ্কারভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অতি জরুরি চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকর কৌশলও রয়েছে। এই ধরনের নির্ভরযোগ্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার জন্য জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা হিসাবে ইউনেস্কো দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। ২০১৫ সালের দিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সবাইকে অবহিতকরণ এবং নীতি প্রভাবান্বিত করাও ইউনেস্কোর একটি প্রধান লক্ষ্য।

কোইচিরো মাতসূরা

সবার জন্য শিক্ষার প্রতিবেদন ২০০৯ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

শীর্ষ বার্তাসমূহ

- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ২০০০ সালে ডাকারে যে অঙ্গীকার করেছিল তারপর থেকে সবার জন্য শিক্ষার কিছু কিছু লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের কিছু দরিদ্রতম দেশ দেখিয়ে দিয়েছে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বাস্তবসম্মত নীতিমালা পার্থক্য আনতে সক্ষম। তবে প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী ডাকার এর লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব পিছিয়ে থাকবে। বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ও তার পরবর্তী পর্যায়ে শিশুদের আনতে হলে এখনও অনেক কিছু করতে হবে। এবং মানসম্মত শিক্ষা ও শিখন অর্জনে অনেক বেশি দৃষ্টি দিতে হবে।
- আয়, জেন্ডার, স্থান, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, ভাষা, প্রতিবন্ধীতা এবং অন্যান্য অসুবিধাগ্রস্তদের ব্যাপারে অনড়ভাবে অবস্থানকারী অসমতা EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতি অনেকাংশে ব্যাহত করেছে। অসমতা প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার জন্য কার্যকর নীতি সংস্কারের মাধ্যমে সরকারগুলো বৈষম্য কমাতে না পারলে EFA এর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে।
- সুশাসন জবাবদিহিতা বাড়াতে, অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং শিক্ষায় অসমতা ভাঙ্গতে পারে। তথাপি বর্তমান প্রশাসন সংস্কারের নানা পদ্ধতি নায্যতাকে পর্যাপ্ত মূল্য দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

EFA এর ছয়টি লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি

লক্ষ্য ১: প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা

- শিশু অপুষ্টি বিশ্বব্যাপী এক সংক্রামক ব্যাধি স্বরূপ। পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি ৩ জনের মাঝে ১ জন শিশু এই ব্যধিতে আক্রান্ত হয় এবং যা তাদের শিখনের সামর্থ্যকে সীমিত করে ফেলে। শিশুদের অপুষ্টি ও দুর্বল স্বাস্থ্য প্রতিরোধে ধীরগতি বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়াতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের অগ্রগতিকে মন্থর করে দিচ্ছে।
- প্রাক-প্রাথমিক বছরগুলিতে শিশুদের কল্যাণ সম্পর্কিত অগ্রগতি বেশ আশংকাজনক। যদি বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে শিশু মৃত্যু হার ও পুষ্টি সম্পর্কিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের যে উন্নয়ন টার্গেট স্থির করা হয়েছিল তা অর্জন হবে না।
- সুযোগ-সুবিধাদিতে ব্যাপক মাত্রার বৈশ্বিক অসমতা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও দরিদ্রতম শিশুদের মধ্যে বৈষম্য রেখে যাবে। ২০০৬ সালে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ভর্তির হার উন্নত দেশগুলিতে গড়ে ৭৯%, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৩৬% এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ১৪% পাওয়া গেছে।
- বৈশ্বিক অসমতার প্রতিফলন দেশগুলোর ভেতরেও বিশেষ করে, সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অনেক দেশেই দরিদ্রতম ২০% পরিবারের শিশুদের চেয়ে সবচেয়ে ধনী ২০% শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহনের প্রবণতা ৫ গুন বেশি।

লক্ষ্য ২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

- ডাকার সম্মেলনের পর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট ভর্তির গড় অনুপাত বেড়ে চলেছে। সাব-সাহারান আফ্রিকা ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে মোট ভর্তির গড় অনুপাত ৫৪% থেকে ৭০% এ বৃদ্ধি পায়, যা ডাকার এর আগের দশকগুলোর চেয়ে বার্ষিক ৬ গুণ বেশি। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায়ও ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে ৭৫% থেকে ৮৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০০৬ সালে ৭৫ মিলিয়ন শিশু, যাদের মাঝে ৫৫% মেয়ে শিশু, বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। এদের অর্ধেকাংশই সাব-সাহারান অফ্রিকার। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ২০১৫ সালে, যা সর্বজনীন প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়, লক্ষ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাবে। একশত চৌত্রিশটি দেশের অভিক্ষেপনে (২০০৬ সালের দুই-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুদের নিয়ে করা হয়েছিল) দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে শুধু এসব দেশেই প্রায় ২৯ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে।

- দরিদ্র পরিবারে, গ্রামাঞ্চলে, বস্তি এবং অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত দল থেকে আগত শিশুরা ভাল মানের শিক্ষায় অংশগ্রহণে নানা প্রাতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। প্রায় সব দেশেই যখন সবচেয়ে সম্পদশালী ২০% পরিবারের শিশুরা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে সেখানে দরিদ্রতম ২০% পরিবারের শিশুদের এই পর্যায়ে আসতে অনেক সময় লাগবে।

- প্রাথমিক শিক্ষার গতিধারা জননীতির দ্বারা সহজেই প্রভাবান্বিত। তানজ্ঞানিয়া প্রজাতন্ত্র ও ইথিওপিয়ার ভর্তির হার বৃদ্ধি ও দরিদ্রদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। স্কুল বেতন মওকুফ করা, পিছিয়ে পড়া অবহেলিত এলাকাগুলোতে স্কুল নির্মাণসহ বর্ধিত হারে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য এসব সম্ভব হয়েছে। নাইজেরিয়া ও পাকিস্তানে নিম্ন মানের শিক্ষা প্রশাসন অগ্রগতিকে পিছিয়ে দেয় এবং লক্ষ লক্ষ শিশুকে বিদ্যালয়ের বাইরে রেখে দিচ্ছে।

- দুই হাজার ছয় সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী বা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ৫৮% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যা নাকি ১৯৯৯ সাল থেকে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন বেশি। অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের তরুন জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সীমিত রয়ে গেছে। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের ৭৫% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।

লক্ষ্য ৩: তরুন ও বয়স্কদের জীবনব্যাপী শিখন চাহিদা মেটানো

- সরকারগণ তাদের শিক্ষা নীতিমালায় তরুন ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর শিখন চাহিদার উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে না। এদের জীবনব্যাপী শিখন চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও পর্যাপ্ত সরকারি অর্থায়ন। এর জন্য আরো প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ধারণা এবং কার্যকর মনিটরিং এর জন্য ভাল উপাত্ত ও কৌশল।

লক্ষ্য ৪: বয়স্ক সাক্ষরতা

- এক হিসাব মতে ৭৭৬ মিলিয়ন বয়স্ক ব্যক্তি অর্থাৎ সারা বিশ্বের ১৬% বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতা নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিকাংশ দেশেই এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। যদি বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০১৫ সালে ৭০০ মিলিয়ন বয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষরতার দক্ষতাবিহীন অবস্থায় থাকবে।

- বৈশ্বিক বয়স্ক সাক্ষরতার হার ১৯৮৫-১৯৯৪ এবং ২০০০-২০০৬ সালের মধ্যে ৭৬% থেকে বেড়ে ৮৪% এ উন্নীত হয়েছে। তবে ৪৫টি দেশের বয়স্ক সাক্ষরতার হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় ৭৯% এর নিচে ছিল। এর বেশির ভাগ দেশই সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে অবস্থিত। বেশির ভাগ দেশই ২০১৫ সালে বয়স্ক সাক্ষরতার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হবে। এই সব দেশের ১৯টিতে সাক্ষরতার হার ৫৫% এর নিচে।

- দেশের অভ্যন্তরেই সাক্ষরতার নানা পর্যায়ে বিরাট বৈষম্য প্রায়শই দারিদ্র্য ও অন্যান্য অসুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত। সাব-সাহারান আফ্রিকার যে ৭টি দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার সর্বনিম্ন হার রয়েছে তাতে দরিদ্রতম এবং সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী পরিবারগুলোতে সাক্ষরতার হারের ব্যবধানের মাত্রা ৪০ শতাংশেরও বেশি।

লক্ষ্য ৫: জেন্ডার

- দুই হাজার ছয় সালে ১৭৬টি দেশের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৫৯টি দেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উভয়ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে, ২০টি দেশ ১৯৯৯ সালের চেয়ে বেশি করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশগুলোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সমতা অর্জন করেছে। তথাপিও সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর অর্ধেকেরও বেশি দেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। বিশ্বজুড়ে মাত্র ৩৭% দেশ মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে।

- বিশ্বব্যাপী উচ্চ শিক্ষাস্তরে বিশেষ করে, অধিক উন্নত দেশ এবং ক্যারিবিয়ান ও প্যাসিফিক অঞ্চলে ছেলেদের তুলনায় বেশি সংখ্যক মেয়েদের ভর্তির প্রবণতা দেখা যায়।

- দারিদ্র্য এবং নানা সামাজিক অসুবিধা জেন্ডার বৈষম্যকে প্রকট করে তুলে। উদাহরণস্বরূপ, মালিতে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা ধনী পরিবারের মেয়েদের অপেক্ষা ৪ ভাগ কম যা মাধ্যমিক পর্যায়ে আরো কমে ৮ ভাগে নেমে যায়।

- শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি, জেন্ডার পক্ষপাতিত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রম যা নেতিবাচক জেন্ডার গতানুগতিকতাকে জোরদার করে থাকে তার ফলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও, তাদের অগ্রগতি প্রায়ই ব্যাহত হয়ে থাকে। বিদ্যালয় ভিত্তিক উপাদানগুলো বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার অর্জনকে জেন্ডার ধারায় প্রভাবান্বিত করে থাকে।

লক্ষ্য ৬: গুণগতমান

- আন্তর্জাতিক পরিমাপ ও মূল্যায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক শিখন অর্জনের পার্থক্য তুলে ধরে। দেশের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন অঞ্চল, সম্প্রদায়, বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষেই অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতার বিরাট প্রভাব ও ফলাফল কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই নয় বরং সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলোর ব্যাপক বন্টনের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে থাকে।

- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিম্নমানের শিখন অর্জনের মাত্রা অধিক। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত কনসরটিয়াম ফর মনিটরিং এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যাসেসমেন্ট (SACMECII) এ দেখা যায় যে ৪টি দেশে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৫% এর কম শিক্ষার্থী এবং অন্য ৬ টি দেশে মাত্র ১০% শিক্ষার্থী কাঙ্খিত মাত্রার পঠন দক্ষতা অর্জন করেছে।

- শিক্ষার্থীদের পটভূমি, শিক্ষাব্যবস্থার সাংগঠনিক বিন্যাস এবং বিদ্যালয় পরিবেশ প্রতিটি দেশের ভেতরের বিরাজমান বৈষম্যকে তুলে ধরে। যেসব প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সুবিধাদি, যার মধ্যে মৌলিক অবকাঠামো যেমন বিদ্যুৎ, আসনব্যবস্থা, পাঠ্যবই ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোতে নিশ্চিত হিসাবে ধরে নেয়া হয় তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুস্প্রাপ্য থেকে যায়।

- সারা বিশ্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২৭ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষক কাজ করে থাকেন, যাদের ৮০% উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্টাফ ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ৫% বেড়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৫ সালে অর্জন করতে হলে কেবলমাত্র সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ১.৬ মিলিয়ন নতুন শিক্ষকের পদ তৈরি করে শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে। এ সংখ্যা বেড়ে ৩.৮ মিলিয়ন হবে যদি শিক্ষকদের অবসরগ্রহণ, চাকুরীতে ইস্তফা প্রদান এবং অন্যান্য ক্ষতি (যেমন এইচআইভি/এইডস) বিবেচনায় আনা হয়।

- সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতে যেমন বিরাট ব্যবধান রয়েছে তেমনই ব্যাপক শিক্ষক ঘাটতিও রয়েছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন অঞ্চলে অসমভাবে শিক্ষক বন্টনের ফলে ব্যাপক বৈষম্য ও অসমতা বিরাজমান।

শিক্ষায় অর্থায়ন

জাতীয় অর্থায়ন

- ডাকার সম্মেলনের পর যেসব দেশ থেকে তথ্য পাওয়া গেছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষায় জাতীয় ব্যয় বেড়েছে। কোন কোন দেশে ব্যয়ের সঙ্গে EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ভাল অগ্রগতি হয়েছে। তথাপি ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে উপাত্ত রয়েছে এমন ১০৫টি দেশের ৪০টিতেই শিক্ষাখাতে জাতীয় ব্যয় কমে যায়।

- অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষাখাতে নিম্ন আয়ের দেশগুলো এখন পর্যন্ত খুব কমই ব্যয় করে থাকে। সাব-সাহারান আফ্রিকা ২১টি নিম্ন আয়ের দেশের মধ্যে ১১টি দেশই মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪% এর কম ব্যয় করে থাকে। দক্ষিণ এশিয়াতে কিছু উচ্চ জনসংখ্যার দেশ শিক্ষাখাতে জাতীয় উৎপাদনের ৩% এর সামান্য বেশি কিংবা ৩% এরও কিছু কম ব্যয় করে। এতে শিক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের গুরুত্ব যে খুবই কম তা পরিস্ফুটন হয়ে থাকে।

- বিশ্বব্যাপী সম্পদের অসমতা শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অসমতারই প্রতিফলন। শুধু উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে ২০০৪ সালে শিক্ষাখাতে সারা বিশ্বের ৫৫% ব্যয় হয়। এই ব্যয় করা হয় শুধু ৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মাত্র ১০ ভাগ এর জন্য। সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৫ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের জন্য ১৫% ব্যয় হয় তবে তা বৈশ্বিক ব্যয়ের মাত্র ২ ভাগ। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় বিশ্বের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি জনসংখ্যা এবং শিক্ষাখাতে খরচ মাত্র ৭ ভাগ।

আন্তর্জাতিক সাহায্য

- মৌলিক শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকার স্থবিরাবস্থায় রয়েছে। ২০০৬ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর পরিমাণ ছিল ৫.১ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার যা ২০০৪ সালের চেয়ে সামান্য কম। মৌলিক শিক্ষার অর্ধেক প্রতিশ্রুতি এসেছিল হাতে গোনা কয়েকটি দাতাসংস্থার কাছ থেকে।
- নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মৌলিক শিক্ষার জন্য ২০০৬ সালে মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩.৮ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে প্রতি বছর সীমিত আকারে মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হয় আন্দাজ ১১ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারের। এই ১১ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারে পৌঁছাতে বর্তমান সাহায্যকে (৩.৮ বিলিয়ন) তিনগুণ বাড়াতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট পথে দ্রুত চলার উদ্যোগ (FTI) ইএফএ এর জন্য দ্বিপক্ষীয় দাতাদের অতিরিক্ত সহযোগিতা প্রদানে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তহবিলে (Catalytic fund) বর্তমানের প্রতিশ্রুতি পাইপলাইনে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অনুরোধের দাবী মেটাতে পারছে না। ২০১০ সাল নাগাদ FTI যেসব দেশের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, সেসব দেশে ২.২ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার এর ঘাটতি হতে পারে।
- সাহায্য পরিচালনার জন্য উচ্চাভিলাষী নতুন একটি এজেন্ডার মাধ্যমে সাহায্যকে আরো বেশি দক্ষ ও কার্যকর করার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বর্তমান অগ্রগতি অনেকটা মিশ্র : যদিও কিছু দাতাগোষ্ঠী সাহায্যের ওপর জাতীয় মালিকানায় আগ্রহী, জাতীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ এবং অন্যান্য দাতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, অন্যরা এ ব্যাপারে অনেক বেশি সংযমী / নিশ্চুপ।

সর্বোচ্চ নীতিবিষয়ক অর্জন

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য সমূহ অর্জন

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষা

- ক্যাশ ট্রান্সফার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে, স্বাস্থ্য সুবিধাদি টার্গেট করে এবং স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়কে সমতার মধ্যে রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাঝে যোগসূত্র তথা **সম্পর্ক জোরদারকরণ**।
- সকল শিশুর জন্য পরিকল্পনা করে বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিতদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে **প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা ও যত্নকে অগ্রাধিকার দেয়া**।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে উদ্ভাবনীমূলক সামাজিক কল্যাণকর কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু অপুষ্টি দূরীকরণ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করে **ব্যাপক আকারে দারিদ্র্য বিরোধী অঙ্গীকারকে জোরদার করা**।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

- বাস্তবমুখী পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদী থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজেট বরাদ্দ করে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণ এবং সমাপ্তকরণে অগ্রগতি নিশ্চিত করে **উচ্চাকাঙ্খী দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা**।
- মেয়ে, সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী এবং অবহেলিত অঞ্চলের জন্য, বৈষম্য দূর করার জন্য সুস্পষ্ট টার্গেট স্থির করে, বাস্তবমুখী কৌশলের সাহায্যে সমতা ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের জন্য জন্য **নায্যতা সমর্থন করা**।
- স্কুল প্রক্রিয়ার সাথে সাবলীল গতিতে গুণগতমানের শিখন অর্জন, উন্নতমানের বর্ধিত সংখ্যায় পাঠ্যবই সরবরাহ, শিক্ষণ প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং শিখন উপযোগী ক্লাশ-সাইজ নিশ্চিত করে **প্রবেশাধিকার বাড়ানোর সাথে শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধি করা**।

শিক্ষার মান

- গুণগত মানের শিক্ষার প্রতি **নীতিবিষক অঙ্গীকার জোরদারকরণ**। সকল শিশুদের জন্য কার্যকর শিখন পরিবেশ তৈরি যাতে থাকবে পর্যাপ্ত ভৌত সুযোগ সুবিধা, ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাসঙ্গিক কারিকুলাম এবং সুনির্ধারিত শিখনফল। এই অঙ্গীকারের কেন্দ্রে থাকবে শিক্ষক এবং শিখন।
- নিশ্চিত করতে হবে যে সকল শিশু ন্যূনতম ৪ থেকে ৫ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করে এবং **মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনার দক্ষতা অর্জন** করে যা তাদের সম্ভাবনা বিকাশের জন্য প্রয়োজন।
- নিম্নের বিষয় সমূহে **যা নাকি শিখন পরিস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করে শিক্ষার গুণগতমান পরিমাপ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের** জন্য ক্ষমতা (capacity) উন্নয়ন করা: শিখন পরিবেশ (ভৌত সুবিধাদি, পাঠ্যবই, ক্লাশ সাইজ), প্রক্রিয়া সমূহ (ভাষা, শিখন-শেখানোর জন্য প্রদত্ত সময়) এবং ফলাফল।

- প্রচলিত নীতিমালা ও নিয়মকানুন সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করা যাতে শিশুদের জন্য **পর্যাপ্ত শিখন-সময় থাকে** এবং সব বিদ্যালয়ের প্রত্যাশিত এবং প্রকৃত শিখন-শেখানো সময়ের ব্যবধান কমানো যায়।
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তুলনামূলক শিখন পরিমাপ মূল্যায়নে অংশগ্রহণ এবং এ থেকে অর্জিত শিক্ষা তথা অভিজ্ঞতা জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন ঘটানো, এবং প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট চাহিদা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জাতীয় **পরিমাপ পদ্ধতি** তৈরি করা।

অসমতা অতিক্রমণ: জাতীয় প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শিক্ষা

- সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিসত্ত্বা, জেন্ডার এবং অন্যান্য অসুবিধাজনিত সূচকের ভিত্তিতে যে **অসমতা** রয়েছে তা **দূরীকরণের জন্য অঙ্গীকার**। অসমতা কমানোর জন্য সরকারগুলোর সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা অর্জনের অগ্রগতি মনিটর করা উচিত।
- শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য **টেকসই রাজনৈতিক নেতৃত্ব,** সুস্পষ্ট নীতিবিষয়ক উদ্দেশ্যের মাধ্যমে অসমতা মোকাবেলা, সুশীল সমাজ, ব্যক্তিগত খাত এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে উন্নতমানের সমন্বয় সাধন।
- সবার জন্য শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ ব্যাপক সামাজিক অসমতা এবং **দারিদ্র্য কমানোর নীতি জোরদার করা**। সরকারের উচিত ব্যাপক ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলের সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা।
- শিক্ষা এবং কাজের **গুণগত মান বাড়ানো** যাতে বিভিন্ন অঞ্চল, সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন ফলাফল অর্জনের তারতম্য কমে যায়।
- **শিক্ষায় জাতীয় ব্যয় বাড়ানো,** বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে শিক্ষায় ক্রমাগতভাবে কম বিনিয়োগ হয়ে থাকে।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নাগালের মধ্যে আনা, অসমতা দূর করার জন্য ব্যয়ের আরো সঠিক হিসাব, এবং সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য আগ্রহ (Incentives) তৈরি করার লক্ষ্যে অর্থায়নের কৌশলগুলির **কেন্দ্রবিন্দুতে সমতা/নায্যতা রাখা**।
- অর্থায়নের ফর্মূলার মাধ্যমে **বিকেন্দ্রীকরণের নিশ্চয়তা বিধান** যাতে ন্যায্যতা অন্তর্নিহিত থাকে যা সম্পদকে দারিদ্র্যের স্তরের এবং শিক্ষায় বঞ্চনার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে।
- **স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পছন্দ,** সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা **তা বুঝতে হবে**। যদি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভালভাবে কাজ না করে তাহলে জরুরিভিত্তিতে তা ঠিক করতে হবে।
- সব অঞ্চল ও বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং কম শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে এমন কমিউনিটিগুলোতে **শিক্ষক নিয়োগ, প্রসারন (deployment) এবং প্রেষণা জোরদারকরণ**।

দাতা সংস্থাসমূহ-অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহায্য প্রদান

- **মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য বৃদ্ধিকরণ** বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সবার জন্য শিক্ষার অগ্রগণ্য ক্ষেত্রগুলোতে অর্থায়নে বর্তমানের ঘাটতি দূর করার জন্য ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য প্রদান।
- ই.এফ.এ এর লক্ষ্যসমূহ টেকসই করার এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য দানের জন্য **দাতা দেশের সংখ্যা বাড়ানো**।
- নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মৌলিক শিক্ষায় বেশি পরিমাণে অর্থ দেয়ার লক্ষ্যে **শিক্ষায় সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা**। ফ্রান্স ও জার্মানিসহ কয়েকটি দাতা দেশের জরুরি ভিত্তিতে তাদের বর্তমান সাহায্য বরাদ্দ পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
- **দ্রুতলয়ে চলার উদ্যোগের (FTI) সঙ্গে সংহতি** রেখে এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা রয়েছে এমন দেশগুলোর জন্য অর্থের ঘাটতি যা ২০১০ এর জন্য ২.২ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার হবে তা কমিয়ে আনা।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাহায্যের অধিক মিলকরণ, উন্নত মাত্রায় সমন্বয় সাধন, জাতীয় অর্থনেতিক পরিচালনা ব্যবস্থার অধিক ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে সাহায্য পাওয়ার নিশ্চিয়তা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে **সাহায্যের ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিকরণ** এবং চুক্তি সম্পাদনের খরচ কমানো যা প্যারিস ঘোষণায় নির্ধারিত হয়েছিল।

অধ্যায় ১

সবার জন্য শিক্ষা : মানবাধিকার ও উন্নয়নের অনুঘটক (Catalyst)

দুই হাজার সালে বিশ্বের নেতারা প্রধান ২ সেট উন্নয়ন অঙ্গীকারনামা তৈরি করেছিলেন। প্রথমটি ডাকার ফ্রেম ওয়ার্ক ফর এ্যাকশন, যেখানে ১৬৪টি দেশের সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু, তরুন এবং বয়স্কদের জন্য শিক্ষার ৬টি উচ্চাকাঙ্খী টার্গেট/লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়টি ২০১৫ সালের জন্য ছিল, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে (MGDS): আটটি বহু বিস্তৃত অঙ্গীকারনামা যাতে শিক্ষা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি, রোগব্যাধি এবং দারিদ্র্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (বক্স-১) একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। কেবলমাত্র অধিকারই নয়, শিক্ষা দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসকরণে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নতকরণে এবং গণতন্ত্র জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিপরীত দিকে শিক্ষার অগ্রগতি দারিদ্র্য ও অসুবিধা হ্রাসকরণ এবং জেন্ডার সমতা বৃদ্ধিকরণের ওপর নির্ভর করে।

তবে ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর প্রমাণ অনুযায়ী বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ঐসব বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির অনেকগুলোই ২০১৫ সালের মধ্যে মেটানো সম্ভব হবে না। যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে তবে ডাকার অঙ্গীকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে তা ধীরগতির এবং অসম। সহস্রাব্দ উন্নয়নের অনেক লক্ষ্য (যেমন শিশু মৃত্যুহার এবং অপুষ্টি) অর্জনে একই ঘটনা ঘটছে। শিক্ষার অগ্রগতি এম.ডি.জি-এর অগ্রগতির পথ খুলে দিতে পারে, কিন্তু এ জন্যে প্রয়োজন ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার।

উন্নয়নশীল দেশগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে অসমতা দূরীকরণে যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকে যা সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অর্জন পিছিয়ে দেয়- ২০০৯ এর প্রতিবেদনে তা তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষানীতির মুখ্য ইস্যু/সমস্যা, সংস্কার, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা এসব অসমতা অতিক্রমকরণে কী ভূমিকা পালন করতে পারে ২০০৯ সালে প্রতিবেদনে তা নিরীক্ষা করা হয়েছে।

শিক্ষার সুযোগ : উচ্চমাত্রায় মেরুকরণ বা বিপরীতভাবে রয়েছে

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান অনেক ব্যাপক-তা কেবল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির মধ্যেই নয় শিশুরা সত্যিকারভাবে কী শিখছে তার মধ্যেও বিস্তৃত। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থাভূক্ত ওইসিডি দেশগুলো এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার ভর্তির পর্যায়গুলো তুলনা করলেই এ চিত্র ফুটে উঠে। ওইসিডি দেশগুলোতে ৭ বছর হলেই প্রায় সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অন্যদিকে সাব-সাহারান আফ্রিকাতে মাত্র ৪০% শিশুরা ভর্তি হয়। ওইসিডি দেশগুলোতে ২০ বছর বয়সীদের ৩০%

শিক্ষা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অসমতা হ্রাসকরণে শিশু এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নতকরণে এবং গণতন্ত্র উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

চিত্র ১: ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় ১০-১৯ বছর বয়সীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে উত্তরণ ২০০০-২০০৬[১]

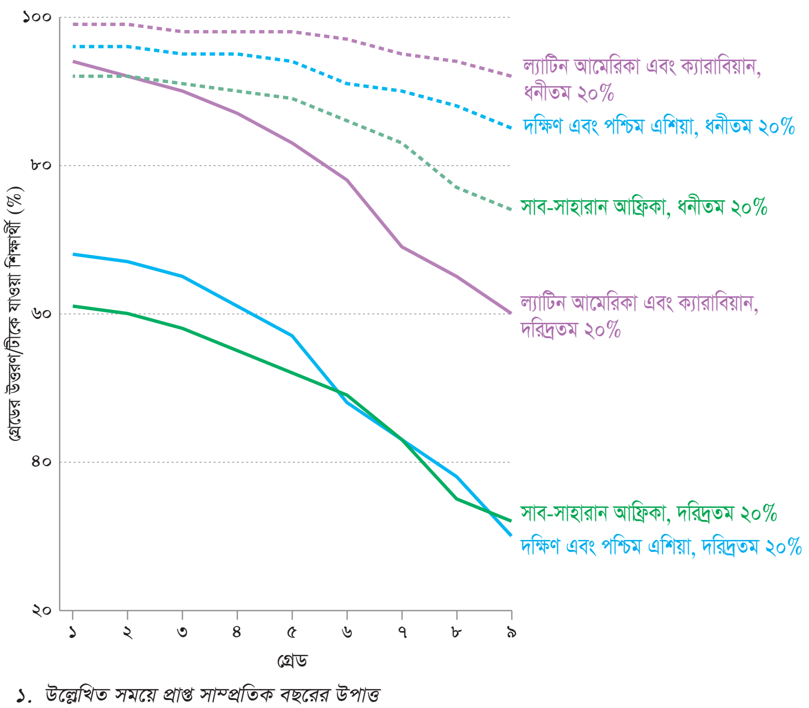

১. *উল্লেখিত সময়ে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক বছরের উপাত্ত*

উৎস: *সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর চিত্র ১.২ দেখুন।*

শিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীতার যোগসূত্র রয়েছে এ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য/শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে

মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে পড়াশুনা করে সেখানে সাব-সাহারান আফ্রিকাতে এই সংখ্যা মাত্র ২%। মালি ও মোজাম্বিকের অনেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার সম্ভাবনা কম। যেখানে ফ্রান্স অথবা যুক্তরাজ্যে যত শিশু উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ পায় সেখানে মালি ও মোজাম্বিকের মত দেশে তার চেয়ে কম শিশু প্রাথমিক স্কুলেও শিক্ষা সমাপ্ত করার সুযোগ পায় না।

উচ্চ ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে শিক্ষার মধ্যে যে বৈশ্বিক অসমতা রয়েছে তা প্রায়শই দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বৈষম্যকে চাপা দিয়ে রাখে। জাতীয় অসমতা যা আয়, জেন্ডার, সম্প্রদায়, স্থান এবং অন্যান্য উপাদানভিত্তিক, তা শিশুর শিক্ষার্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার ২০% দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের গ্রেড-৯ এ উত্তরণের সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা ধনী ২০% পরিবারের শিশুদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম (চিত্র-১)। জাতীয় সরকার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে সবার জন্য শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য অবশ্যই সমতার বা ন্যায্যতার প্রতি আরো বেশি দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষার ব্যাপক উপকারিতার দুয়ার উন্মোচন

শিক্ষায় শক্তিশালী তথা পাকাপোক্ত অর্জন বিশ্বকে ব্যাপকতর সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনটি ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য:

- **অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করা।** সমতাপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশ দারিদ্র্য হঠানোর মূল চাবিকাঠি। অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র রয়েছে যার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। পঞ্চাশটি দেশের

সাফল্যের বীজ বোনা হচ্ছে: ছোট ছোট শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া শেখানো হচ্ছে, জিম্বাবুইএতে।

সৌজন্যে: গিয়াকোমো পিরোজ্জি/পালডম

১৯৬০ থেকে ২০০০ সালের মাঝে একটি গবেষণায় প্রকাশ পায় যে অতিরিক্ত এক বছরের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা গড়ে বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদনের ০.৩৭% বৃদ্ধি করে এবং যখন তা উচ্চতর জ্ঞানমূলক দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এ হার বেড়ে ১% এ দাড়ায়। আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে অতিরিক্ত এক বছরের স্কুল শিক্ষা ব্যক্তিগত আয় ১০% বাড়িয়ে দেয়। শিক্ষায় অসমতা, আয়ের অসমতাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে: ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামে ক্রমবর্ধমান বেতনের বৈষম্য উচ্চ শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিতদের আয়ের ব্যাপক পার্থক্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে। যখন শিক্ষার আওতা ব্যাপকতর হয় এবং দরিদ্র শ্রেণী এতে অংশ নিতে পারে, এখন এটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বৃহত্তর পরিধিতে নিয়ে থাকে যা দারিদ্র্য হ্রাস করণে সফলতা আনে।

- **শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মৃত্যুহার কমানো।** শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত। মায়ের শিক্ষা তা প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তা শিশু মৃত্যুর হার কমায়। শিক্ষিত পিতামাতাদের সন্তানদের ভাল পুষ্টি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়াতে খানা জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় যে পিতামাতার উঁচু স্তরের শিক্ষা দৃঢ়ভাবে শিশুর ব্যাহত বৃদ্ধি/বামনীভাব

বক্স ১: ই.এফ.এ এর এবং শিক্ষার সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

EFA এর লক্ষ্যসমূহ

১। ব্যাপক প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা, বিশেষ করে সুস্থ ও পশ্চাদপদ শিশুদের জন্য কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন।

২। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু, সংকটজনক পরিস্থিতির শিশু এবং সংখ্যালঘু শিশুদের মানসম্মত, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও সমাপ্তিকরণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৩। জীবনদক্ষতাসূচক এবং যথোপযুক্ত শিক্ষা কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায়ের সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে তাদের শিক্ষাগত চাহিদা মেটানো।

৪। ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার পর্যায় ৫০% উন্নত করা এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সব বয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫। ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, বিশেষ করে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের পূর্ণ এবং সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও কৃতিত্ব অর্জন নিশ্চিত করা।

৬। শিক্ষার মানের ক্ষেত্রেই গুণগত দিক বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যার ফলে স্বীকৃত ও পরিমাপযোগ্য শিখনফল বিশেষ করে সাক্ষরতা, হিসাব/গণনা ও প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতাগুলো সবাই অর্জন করতে পারে।

শিক্ষা সম্পর্কিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

লক্ষ্য ২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

টার্গেট ৩ : ২০১৫ সালের মধ্যে প্রতিটি অঞ্চলের ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশু পূর্ণমেয়াদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে তা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৩: জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন

টার্গেট ৪ : সম্ভব হলে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সকল স্তরেই এই বৈষম্য দূর করা।

হন্ডুরাসে সাক্ষরতা ক্লাশে নাম লেখান পর্ব চলছে

সৌজন্যে: গিয়াকোমো পিরোজ্জি/প্যানোস

শিক্ষা ও বৃহত্তর উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির মধ্যে শক্তিশালী দ্বিমুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

(Stunting) হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। অন্যান্য উপাদান নিয়ন্ত্রণে রেখে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মায়েদের শিশুদের বিকাশ রূদ্ধ বা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা ২২% কমে যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধেও ধনাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা ও বৃহত্তর উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির মধ্যে ব্যাপক দ্বিমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে।

- **গণতন্ত্র এবং নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করা।** শিক্ষা জনসাধারণকে সাক্ষরতা ও অন্যান্য দক্ষতা দিয়ে প্রস্তুত করে যা তাদের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সরকারকে দায়বদ্ধ করতে সক্ষম করে তুলে। যখন দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শিক্ষিত হয়ে থাকে তখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গ্রামীন কাউন্সিল ও স্থানীয় কমিটির মিটিং গুলোতে তাদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বাড়ে। সাব-সাহারান আফ্রিকার ঘটনাবলী প্রমান করে যে বহু দলীয় গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করার স্বপক্ষে জনমত তৈরিতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওইসিডি এর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম (PISA) এর আওতায় শিখন মূল্যায়নে দেখা যায় যে বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ক ইস্যু/সমস্যাবলী সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে সচেতন করে তুলে এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি দৃঢ়ভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার চেতনা বাড়িয়ে থাকে। পরবর্তীতে জনগণ সরকারকে দায়বদ্ধ করতে এবং পরিবর্তন চাওয়ার ক্ষেত্রে এসব কিছুকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন শিক্ষার অবস্থা এবং কিভাবে নীতিমালা ও সংস্কারগুলি অসমতা অতিক্রমণে এগিয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছয়টি ই.এফ.এ এর লক্ষ্য অর্জন এবং শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতির চিত্র যেখানে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় অসমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার পরিচালন সংক্রান্ত সমস্যা/ইস্যু পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর সাথে যদি এবং কিভাবে সংস্কারগুলি অসমতা মোকাবেলা করতে পারে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষায় আন্তর্জাতিক সাহায্যের গতিধারা এবং সাহায্য কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং তা উন্নয়নের প্রয়াস চলছে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে নীতিবিষয়ক সুপারিশমালা দিয়ে প্রতিবেদনটি শেষ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২
ডাকারের লক্ষ্যসমূহ : অগ্রগতি এবং অসমতা পরিবীক্ষণ

পূর্বের প্রতিবেদনে প্রকাশিত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এর উপাত্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে এই অধ্যায় সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অগ্রগতি পরীক্ষা/নিরীক্ষা করেছে । এই রিপোর্টটি ২০০৬ সালের তথ্যের ওপর নির্ভর করে বিশেষ করে দরিদ্রতম অনেক দেশে অনেক বিষয়ে যে অভূতপূর্ব অর্জন ঘটেছে তা তুলে ধরেছে। তবুও কিছু দেশ/অঞ্চল ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সহ আরো কিছু মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথে নেই। শিকড়ে প্রোথিত অসমতা যা আয়/উপার্জন, জেন্ডার ও আন্যান্য অসুবিধাদির সূচকগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত তা সবার জন্য শিক্ষায় লক্ষ্যসমূহ অর্জনকে পিছিয়ে রাখছে।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা: এখনও অনেক দূর যেতে হবে

লক্ষ্য ১: ব্যাপক প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা বিশেষ করে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন

ইএফএ এর পথে যাত্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু পূর্বে শুরু হয়। জীবনের প্রারম্ভিককালে যা ঘটে থাকে তা পরবর্তীকালের শিক্ষা এবং জীবনের সফলতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) অনেক ক্ষেত্রের জন্যই মূল্যবান। এই কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বুদ্ধি বিকাশে সহায়তা করে এবং শিশুদের মৌলিক কৌশল শেখায় যা শিখনের জন্য এবং অসুবিধা দূর করার জন্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। সমাজের জন্য ব্যাপক ফলপ্রসূতা হচ্ছে: অধিক উৎপাদনশীলতা ও উপার্জন, উন্নত স্বাস্থ্য এবং আরো সমান সুযোগ। তবু বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে, এবং এদের প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের সুযোগ সীমিত এবং অসম রয়ে যাচ্ছে।

শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: ধীর এবং অসম অগ্রগতি

শিশু কল্যাণের প্রায় সব সূচকই অধিকাংশ দেশেই বেড়ে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, রোগ প্রতিরোধ ও টিকাদান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এইচ.আই.ভি/এইডস চিকিৎসায় অগ্রগতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সহযোগিতায় শক্তিশালী জাতীয় নীতিগুলির জন্য এসব করা সম্ভব হয়েছে। তবুও যা প্রয়োজন তার তুলনায় বর্তমানের উদ্যোগ অনেক কম। শিশু মৃত্যুহার এবং রোগব্যাধির মোকাবেলায় শ্লথগতি, শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছিল তা কমিয়ে দিচ্ছে।

শিশু মৃত্যু: মন্থর অগ্রগতি ও ব্যাপক অসমতা: প্রতি বছর প্রায় ১০ মিলিয়ন শিশু ৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে। বেশিরভাগ মৃত্যুর কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৪ এর মাধ্যমে ২০১৫ সাল নাগাদ সরকারগণ এই মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ কমানোর জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিছু অগ্রগতি হয়েছে, ২০০৬ সালে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু ১৯৯০ সালের চেয়ে তিন মিলিয়ন কম অর্থাৎ মুত্যু হার এক চতুর্থাংশ কমেছে। বিভিন্ন দেশ যার মধ্যে বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক ও নেপাল রয়েছে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৪০% এরও বেশি কমিয়েছে। হামের বিরুদ্ধে টিকাদান পৃথিবী ব্যাপী শিশু মৃত্যুর হার ৬০% কমিয়েছে।

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছাড়া, সহস্রাব্দের উক্ত লক্ষ্যমাত্রা নাগালের বাইরে থেকে যাবে। ৫ বছরের কম বয়সীদের যত মত্যু ঘটে তার প্রায় অর্দ্ধেক ঘটে সাব-সাহারান আফ্রিকায়। MDG অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যু হার যতটুকু কমানোর প্রয়োজন যেখানে তারা তার তুলনায় মাত্র এক চতুর্থাংশ কমাতে পারছে। সমস্ত ৫ বছরের কম বয়সীদের মোট মৃত্যুহারের এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। যেখানে তারা এম.ডি.জি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ কমাতে পেরেছে এবং তাতে কিছুটা ভাল করছে।

বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়ে এক্ষেত্রে ভারত থেকে ভাল করছে । ভারত বর্ধিত আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় শিশু মৃত্যু হার মাত্র এক তৃতীয়াংশ কমিয়েছে। যদি ভারত শিশু মৃত্যুর হার বাংলাদেশের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারতো তাহলে ২০০৬ সালে দুই লক্ষের মত কম শিশুর মৃত্যু ঘটতো। সাম্প্রতিক

শিশু অপুষ্টি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায় যা ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক তৃতীয়াংশের ওপর প্রভাব ফেলে এবং প্রতিবছর প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন শিশুর মৃত্যু ঘটায়।

সমীক্ষাগুলো থেকে দেখা যায় যে অগ্রগতির পর্যায় যাই হোক না কেন দরিদ্রতম শিশুদেরই বেশি ভোগান্তি। সর্বাপেক্ষা ধনী পরিবারগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের চেয়ে অনেক কম। নাইজেরিয়াতে গড় মৃত্যুহার কমলেও এই বৈষম্য আরো বাড়ছে।

অপুষ্টি শিশুর সম্ভাবনাকে ক্রমশ নিম্নমুখী করে এবং অগ্রগতিকে বাধা দেয়: শিশু অপুষ্টি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পথে বড় অন্তরায়। বিশ্বব্যাপী এটি একটি মহামারীর মতো যা ৫ বছরের কম বয়সীদের এক-তৃতীয়াংশের উপর প্রভাব ফেলে এবং প্রতিবছর প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন শিশুর মৃত্যু ঘটায়। অপুষ্টির দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের প্রভাব পরে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতা এবং শিখন সামর্থ্যের ওপর। ফিলিপাইনস এর গবেষণায় দেখা গেছে যে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা লেখাপড়ায় দুর্বল। কারণ তাদের দেরিতে স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং তাদের শিখন ক্ষমতা কমে যায়।

মেক্সিকো এবং ইকুয়েডরে সমাজ সংরক্ষন কার্যক্রম যাতে প্রাক-শৈশবকালীন এবং মাতৃস্বাস্থ্য যত্নসেবা অন্তর্ভুক্ত, ভাল ফলাফল দিচ্ছে

কিছু দেশ সমন্বিত মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যের নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যা মোকাবেলা করে যাচ্ছে। ইথিওপিয়া এবং তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্রের জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম এর উদাহরণ। মোট হিসাবে শিশু অপুষ্টি কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি সীমিত রয়েছে এবং অনেক দেশেই অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হচ্ছে (চিত্র-২)। এককভাবে সাব-সাহারান আফ্রিকাতেই কম পুষ্টি সম্পন্ন জনসংখ্যা ১৯৯০ এবং ২০০৩ সালের মধ্যে ১৬৯ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬ মিলিয়ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য সংকট নাটকীয়ভাবে এই পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করতে পারে, কারণ বর্ধিত মূল্য দরিদ্র পরিবারগুলোকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে।

ভালমানের ECCE সুবিধাদি ন্যায্যতার এক ভিত্তি

তিন বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সেবামূলক কার্যক্রম যেমন, স্বাস্থ্য পরিদর্শন/হেলথ ভিজিট, টিকাদান এবং পুষ্টি সম্পর্কিত পরামর্শের ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঐসব সুবিধাগুলি অনেকাংশে সীমিত হতে পারে এবং সমন্বয় প্রায়শ দুর্বল। এক্ষেত্রে পরিবারগুলিই প্রধান সেবা প্রদানকারী। তথাপি দরিদ্রতর দেশগুলির কিছু কিছু সরকার শক্তিশালী প্রাক-শৈশব এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও যত্ন সংক্রান্ত ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক কার্যসূচি তৈরি করছে এবং ভাল ফলাফলও পাচ্ছে। মেক্সিকো এবং ইক্যুয়েডরে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত প্রাক-শৈশবকালীন ও মাতৃযত্ন প্রোগ্রামগুলো ভাল ফল দিচ্ছে। মেক্সিকোতে শর্তপূর্ণ অর্থ ট্রান্সফার কর্মসূচি, যা

লেসোথো: একটি পুষ্টিকর খাবার

অপারচুনিডেডস (Oportunidades) নামে পরিচিত, ২০০৭ সালে ৩.৭ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারের বাজেট সহ ৫ মিলিয়ন পরিবারের নিকট পৌঁছেছে। ইক্যুয়েডরের "বনোডি ডেজারোলো হিউমানো" অসুবিধাগ্রস্ত মহিলাদের কোন শর্ত ছাড়াই অর্থ দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে এর ফলে শিশুদের নিপুণতা ও দক্ষতার মান, স্মরণশক্তি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সহ শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

প্রতিমাসে ১৫ ইউ.এস ডলারের অর্থ প্রদান করায় স্কুলে ভর্তির হার ৭৫% থেকে ৮৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অতি দরিদ্রদের মধ্যে শিশুশ্রম ১৭% কমেছে।

তিন বছর বয়স থেকে আনুষ্ঠানিক প্রি-স্কুলে প্রবেশ: অসম সম্প্রসারণ, তীব্র অসমতা

প্রাক-বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুবিধা সারা বিশ্বে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১৯৯৯ সালে ১১২ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে প্রায় ১৩৯ মিলিয়ন শিশু ECCE

কার্যক্রমে ভর্তি হয়। কিন্তু ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে এমনকি একই দেশের অভ্যন্তরেই এক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ২০০৬ সালে প্রাক-প্রাথমিকে মোট ভর্তি অনুপাত (GER) হচ্ছে একদিকে উন্নত দেশগুলিতে গড়ে ৭৯% অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা ৩৬% মাত্র। সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং আরব রাষ্ট্রগুলিতে এর পরিমাণ সবচেয়ে কম। সাব-সাহারান আফ্রিকার ৩৫টি দেশের সংশ্লিষ্ট উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ২০০৬ সালে ১৭টি দেশের GER ১০% এর নিচে ছিল। আঠারটি আরব রাষ্ট্রের প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী ৬টি রাষ্ট্রের GER ১০% এবং তিনটির GER ২০% এর নিচে ছিল।

গড় জাতীয় আয় বাড়ার সাথে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ার প্রবণতা থাকে, তবে তা স্বয়ংক্রিয় নয়। কিছু উচ্চ আয় সম্পন্ন আরব রাষ্ট্রের ভর্তির অনুপাত দরিদ্রতর দেশ যেমন ঘানা, কেনিয়া এবং নেপালের চেয়ে কম। ফলাফল নির্ভর করে প্রধানত সরকার ইসিসিই কে অগ্রাধিকার হিসাবে নির্বাচিত করেছে কিনা তার ওপর। যদিও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ফান্ডের সমস্যা রয়েছে তবুও শক্ত জননীতি পার্থক্য আনতে পারে। ইসিসিই কর্মসূচিকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, যা বর্তমানে শিক্ষার মোট সাহায্যের পরিমানের মাত্র ৫% ।

দেশগুলোর অভ্যন্তরেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নানা সুযোগের সুবিধাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও ইসিসিই কার্যক্রম থেকে দরিদ্র ও গ্রামাঞ্চলের পরিবারের দরিদ্র শিশুরা বেশি উপকার পাওয়ার কথা, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় যে, যেসব শিশুদের সবচেয়ে বেশি দরকার, তাদের মধ্যেই সবচেয়ে কম উপস্থিতির হার রয়েছে। অসমতা যা আয়, স্থান এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে জড়িত তা সবই চিহ্নিত করা হয়েছে।

- **আয়ঃ** দরিদ্রতম পরিবাগুলো থেকে আগত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিকে উপস্থিতির হার ধনীতম শিশুদের থেকে অনেক নিম্নে। সিরিয়া আরব প্রজাতন্ত্রে জনসংখ্যার দরিদ্রতম ২০% পরিবারের শিশুদের চেয়ে ধনীতম ২০% পরিবারের শিশুদের প্রাক-শৈশবকালীন কর্সসূচিতে অংশগ্রহণের হার ৫ গুণ বেশি। এর কারণ হচ্ছে সুযোগ-সুবিধাদি না থাকা, ব্যয় এবং পিতামাতার ধারণা যে গুণগত মান তেমন ভাল নয়।

- **অবস্থানঃ** অনেক দেশেই গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে যেমন রয়েছে অন্যান্য ভৌগোলিক বৈষম্য। কোটডি আইভর প্রাক-প্রাথমিকে উপস্থিতির হার আবিদজান এর ১৯% থেকে উত্তর-পূর্বের প্রত্যন্তাঞ্চলে ১% এর নিচে রয়েছে। বাংলাদেশে বস্তিবাসীরা সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত।

- **সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীঃ** বিভিন্ন উপাদান যেমন ভাষা, সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা এবং ধর্মীয় সম্পৃক্ততা এ সবকিছুই ইসিসিই-তে প্রবেশ এবং অংশগ্রহণ এসবকে প্রভাবান্বিত করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো ইসিসিই-কে অনেক বেশি সমতাপূর্ণ করার জন্য একাই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে না। ওইসিডি দেশগুলোর প্রাক-বিদ্যালয় ব্যবস্থাদিতেও বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। ফ্রান্সে ও কিছু স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশে প্রায় সব শিশুই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এই হার প্রতি ১০ জনের মধ্যে মাত্র ৬ জন। বেশির ভাগ ধনী দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অমিল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন জাতীয় স্টান্ডার্ড নেই কিংবা ইসিসিই এর জন্য নিয়ন্ত্রনকারী কাঠামো নেই, ফলে এর মান ও সম্প্রসারণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কেন্দ্রীয় উদ্যোগ যেমন দরিদ্রদের লক্ষ্য করে "হেড স্টার্ট" রয়েছে কিন্তু ফলাফল মিশ্র। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য অনেক দেশে প্রচলিত প্রাক-বিদ্যালয় কার্যক্রম সকল শিশুকে সমানভাবে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের শুরু করার সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে।

চিত্র ২: বিশ্বব্যাপী অপুষ্টির কারণে জন্মের সময়ে কম ওজন এবং মধ্যম থেকে তীব্র বামনী হওয়া চিত্রায়িত করে দেখানো হয়েছে[১], উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে এটা বেশি দেখা যায়।

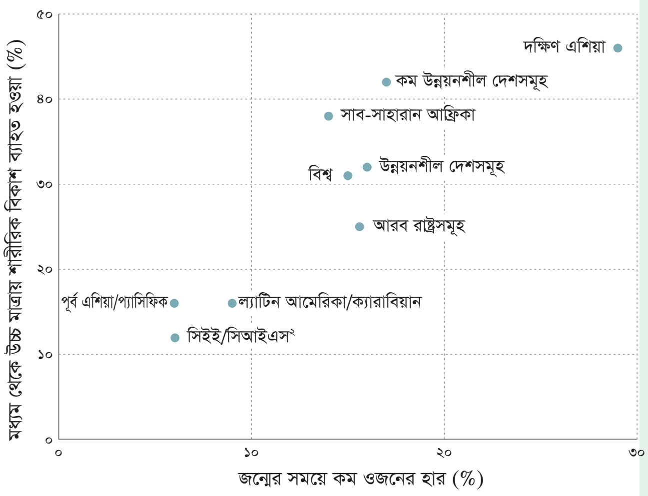

১. সাম্প্রতিক বছরগুলির প্রাপ্ত উপাত্ত
২. মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, কমনওয়েলথভূক্ত সদস্য দেশ
উৎস: EFA গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর চিত্র ২.৪ দেখুন।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি : জাতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে

লক্ষ্য ২: ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু, সঙ্কটজনক পরিস্থিতির শিকার যেসব শিশু, সংখ্যালঘু শিশুদের মানসম্মত, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও সমাপ্তিকরণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

মাত্র ৭ বছরের মধ্যে কি সরকারগুলো ২০১৫ সাল নাগাদ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারবে ? লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই শ্লথ এবং অসম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৯ সালের চেয়ে ২০০৬ সালে ৪০ মিলিয়ন শিশু বেশি ছিল। বিশ্বে ভর্তির হার যত বেড়েছে তার প্রায় সবটুকু সাব-সাহারান আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়াতে। অন্যান্য অঞ্চলে মোট ভর্তির হার একটু কম, কেননা সেখানে স্কুল বয়সী শিশুদের সংখ্যা কমেছে।

যদিও গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলির ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের ইসিসিই কার্যক্রম থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার কথা, তাদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে কম

প্রাথমিক স্তরের মোট ভর্তির হার (NER) থেকে বোঝা যায় যে সরকারিভাবে ঘোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের কত জন ভর্তি হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ভর্তির যে গড় অনুপাত রেকর্ড করা হয়েছিল তারপর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা ১৯৯০ দশকের দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০৬ সালে তা ৮৫% হয়েছে (চিত্র ৩)। বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব আরোপই এর প্রধান কারণ। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে গড়ে বার্ষিক মোট ভর্তির গড় হার ডাকার পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭০% এ পৌছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে মোট ভর্তির হার তীব্রভাবে বেড়ে ৭৫% থেকে ৮৬% হয়েছে।

কিছু কিছু চমক লাগানো তথা বিস্ময়কর সাফল্যের কাহিনীও রয়েছে। ইথিওপিয়া মোট ভর্তির হার দ্বিগুণ করেছে এবং নাটকীয়ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ এবং অসমতা দূরীকরণে প্রভূত উন্নতি করেছে। এটা হয়েছে আংশিকভাবে গ্রামাঞ্চলে উচ্চাকাঙ্খী বিদ্যালয় নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে। গৃহযুদ্ধ সত্ত্বেও নেপাল ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মোট ভর্তির হার ৬৫% থেকে ৭৯% এ উন্নীত করেছে (বক্স-২)। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ৪টি দেশে- জিবুতী, মৌরিতানিয়া, মরোক্কো এবং ইয়েমেনে ১৯৯৯ সালে মোট ভর্তির হার সবচেয়ে কম থাকা সত্ত্বেও খুব ভাল অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ, বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিখন সামগ্রীর জন্য সরকারি ব্যয় বাড়ানো এবং অসমতা কমানোর লক্ষ্যে নানা ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সুবিধাদি প্রদান সংক্রান্ত সরকারি নীতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তেমনই ভূমিকা রয়েছে আন্তর্জাতিক সাহায্যেরও।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুরা : এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে

দুই হাজার ছয় সালে বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুদের সংখ্যা ১৯৯৯ সালের চেয়ে ২৮ মিলিয়ন কম ছিল। নব্বই দশকের তুলনায় ডাকার এর পর থেকে নাটকীয়ভাবে চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে। তথাপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের ৭৫ মিলিয়ন শিশু, যাদের ৫৫% মেয়ে শিশু, বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। অঞ্চল ও দেশ ভেদে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুরা একই স্থানে ভীষণভাবে জড় হয়েছে। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে প্রায় অর্ধেক (৪৭%) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে আরো এক চতুর্থাংশ শিশু। আটটি দেশের[১] প্রতিটিতে ১ মিলিয়নেরও বেশি শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল এবং ১৯৯৯ এর পরবর্তীতে মিশ্র চিত্র দেখা যায়।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের অভিক্ষেপণ (Projection) চিন্তার কারণ বটে। যদি বর্তমান ধারা চলতে থাকে,

চিত্র ৩: প্রাথমিক শিক্ষায় নেট ভর্তির অনুপাত, অঞ্চল ভিত্তিতে পরিমাপের গড় (Weighted average), ১৯৯৯ ও ২০০৬

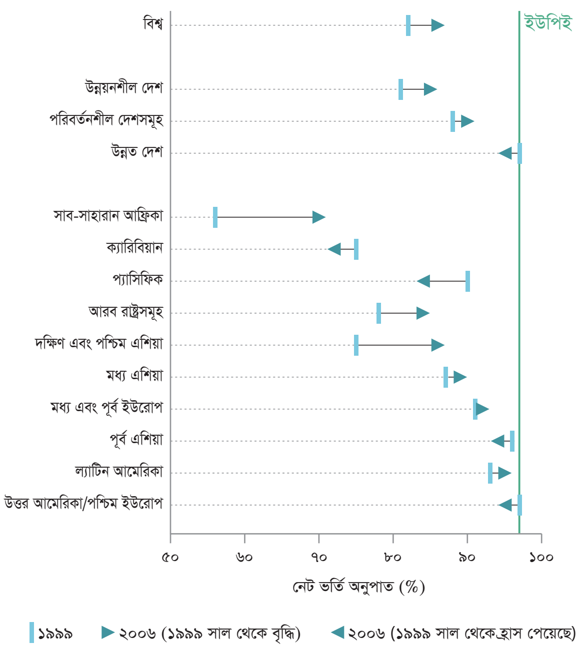

উৎস: ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট, ২০০৯ এর সারণী ২.৩

১. বাংলাদেশ, বুরকানিয়া-ফাসো, ইথিওপিয়া, ভারত, কেনিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান।

বক্স ২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে নেপাল দ্রুত অগ্রসরমান

নেপাল ২০০০ সাল থেকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের অগ্রগতি ধরে রেখেছে যদিও দেশটিতে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ হয় যা ২০০৬ সালে শেষ হয়েছে। ২০০১ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে নেপালে মোট ভর্তির অনুপাত ৮১% থেকে বেড়ে ৮৭% এ দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার বেড়েছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকায় হার ১৯৯৯ সালের ৫৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৭৯% হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা ডাকার পূর্ববর্তী সংখ্যা ১ মিলিয়ন থেকে কমে ২০০৬ সালে ৭০০,০০০ হয়েছে। নেপালের অভিজ্ঞতা দেখায় যে জননীতির সংস্কারগুলোর শক্তি দ্রুত ফল এনেছে। মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় দায়বদ্ধতা শক্তিশালীকরণ, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কলারশীপ প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্যতা/সমতা উন্নীতকরণ, ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানের ওপর ও দাতা গোষ্ঠীর কার্যকর সাহায্যের ওপর দৃষ্টিপাত রাখা।

১৩৪টি দেশের অভিক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৫ সাল নাগাদ ২৯ মিলিয়নের কিছু কম শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে।[২] নাইজেরিয়াতে (৭.৬ মিলিয়ন) ২০১৫ সালে সর্বাধিক সংখ্যক শিশু থাকবে। তারপর পাকিস্তানে (৩.৭ মিলিয়ন), বুরকানিয়া-ফাসো ও ইথিওপিয়াতে (১.১ মিলিয়ন প্রতিটিতে), নাইজার ও কেনিয়াতে (০.৯ মিলিয়ন প্রতিটিতে)। সতেরটি দেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু রয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ-বাংলাদেশ, ব্রাজিল ও ভারত ২০১৫ এর মধ্যে মোট ভর্তির অনুপাত (NER) ৯৭% এর বেশি অর্জন করতে সঠিক পথে এগুচ্ছে (চিত্র ৪)। সংখ্যাগুলো বিগত বছরের ধারার ভিত্তিতে অভিক্ষেপন থেকে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ধারাতো আর অদৃষ্ট নয়। এগুলো সরকারের নীতিগত মধ্যবর্তী ব্যবস্থায় গ্রহণের ফলে সম্ভব হয়েছে। কিছু নিম্ন আয়ের দেশ যেমন ইথিওপিয়া, নেপাল এবং সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র বিদ্যালয়ে শিশুদের আনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে ধনীদেশ যেমন নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান থেকে অনেক ভাল ফলাফল করতে পেরেছে। সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র সাত বছরের মধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা ১৯৯৯ সালের তিন মিলিয়নের বেশি থেকে ২০০৬ সালে ১৫০,০০০ এর চেয়ে কমিয়ে এনেছে, যা সম্ভব হয়েছে প্রধানত সরকারি নীতিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রতি ৮ জনের ১ জন রয়েছে নাইজিরিয়াতে। পাকিস্তানে নিম্নমানের প্রাশাসন ব্যবস্থা, অর্থায়ন ও সুযোগ-সুবধাধিদিতে ব্যাপক অসমতা রয়েছে।

চিত্র ৪: নির্বাচিত কিছু দেশে[১] ২০০৬ সালে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা এবং ২০১৫ সালের জন্য অভিক্ষেপণ

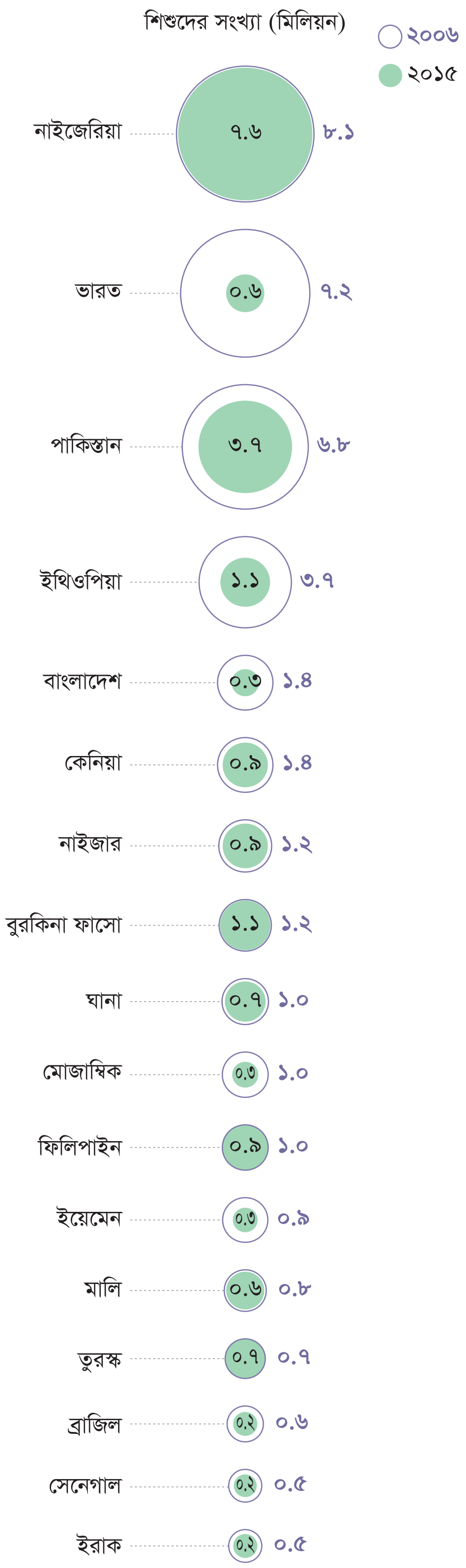

১. যেসব দেশে ২০০৬ সনে ৫০০,০০ বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশু ছিল শুধু তাদের কেই এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উৎসঃ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর সারণী ২.৫ দেখুন।

প্রক্ষেপণে দেখা গেছে যে যদি বর্তমান ধারা চলতে থাকে-তাহলে ২০১৫ সালে ১৩৪টি দেশে ২৯ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে

২. ২০০৬ এ ১৩৪টি দেশের অভিক্ষেপন করা হয়েছিল। সে দেশগুলোতে সারা বিশ্বের ৭৫ মিলিয়ন বিদ্যালয় বর্হিভূতদের দুই-তৃতীয়াংশ (৪৮ মিলিয়ন) শিশুর বাস।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া, ঝরে পরা, পুনরাবৃত্তি এবং টিকে থাকার নিম্নহার

অনেক উন্নয়নশীল দেশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর্যায়ে সহজে সাবলীলভাবে এগিয়ে যাওয়া নিয়ম না হয়ে ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চমাত্রার পুনরাবৃত্তি ব্যাপক। সাব-সাহারান আফ্রিকার ৩১টি দেশে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১১টি দেশে ১ম শ্রেণী এবং ৯টি দেশে ২য় শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির হার ২০% এরও বেশি। বুরুন্ডী, ক্যামেরুন এবং কমোরোসে প্রথম শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির হার ৩০% এরও বেশি। পুনরাবৃত্তিকারীরা সরকারের পক্ষে বোঝাস্বরূপ। পুনরাবৃত্তির ফলে মোজাম্বিকের শিক্ষা বাজেটের ১২% এবং বুরুন্ডীর ১৬% অতিরিক্ত খরচ হয়। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে শ্রেণী পুনরাবৃত্তির ফলে সরকারের প্রতি বছর ১২ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার খরচ হয়। পরিবারগুলো বিশেষ করে, দরিদ্র পরিবাগুলোর জন্য পুনরাবৃত্তি এক বিরাট বোঝা স্বরূপ এবং তা ড্রপ-আউটের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে হলে দেশগুলিকে ভর্তি ও স্কুল শিক্ষা সমাপ্তকরণ অবশ্যই বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা এবং তাদের দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ চক্র অতিক্রম করানো। দুই হাজার সাল থেকে কিছু দেশে ভর্তি চমকপ্রদভাবে বাড়লেও টিকে থাকার হার বাড়ে নাই। মাদাগাস্কারে চমকপ্রদভাবে সর্বজনীন ভর্তির দিকে অগ্রসর হলেও শেষ গ্রেড পর্যন্ত টিকে থাকার হারে সমান চমকপ্রদ পতন ঘটেছে। অন্যদিকে নেপালে দ্রুত হারে ভর্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকে থাকার হারেও বেশ বৃদ্ধি ঘটেছে। শেষ গ্রেডে পৌছানো কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সমাপ্তকরণ বুঝায় না। সেনেগালে মাত্র ৩০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে থাকে।

সুযোগে ব্যবধান তথা পার্থক্য

সুযোগের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য ও ব্যবধান ধনী ও দরিদ্র দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে। ধনী দেশগুলি যেমন কানাডা ও জাপানে ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি উচ্চ শিক্ষাস্তরে পৌছেছে। বিপরীত দিকে দরিদ্র দেশগুলি যেমন বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালায় শিশুদের অর্ধেকাংশও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবে না। বেনিন অথবা নাইজেরিয়ায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণের যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, তার দ্বিগুণ সম্ভাবনা রয়েছে ফ্রান্সের শিশুদের উচ্চ শিক্ষা স্তরে পৌঁছানোর (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫: সুযোগে ব্যবধান তথা পার্থক্য: OECD দেশগুলিতে জনসংখ্যার উচ্চতর শিক্ষা স্তরে পৌছানো এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণের সম্ভাবনা।

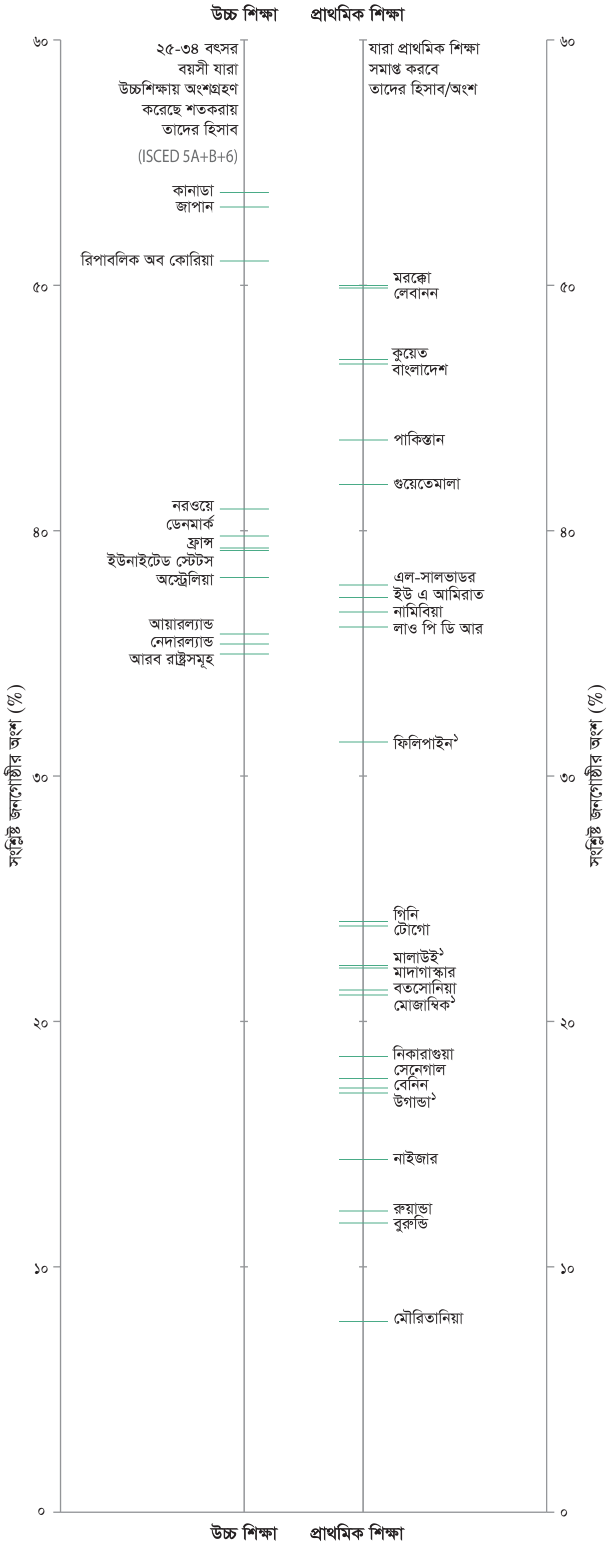

১. দেশগুলির তথ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষগ্রেড পর্যন্ত টিকে থাকার হার দেখানো হয়েছে যা সমাপ্তকরণের সমান অথবা বেশি হতে পারে।

উৎস: EFA গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর চিত্র ২.১৯ দেখুন।

নানা কারণ যেমন আয়, ভৌগলিক অবস্থান, ভাষা, জেন্ডার এবং বিশেষ জাতি গোষ্ঠী (ethnic group) সম্পর্কিত দেশগুলির অভ্যন্তরেই বিরাজমান বৈষম্য শিক্ষার জন্য সুযোগ নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা হতে পারে।

- **আয় ভিত্তিক অসমতা:** বিশ্বের অনেক দরিদ্র দেশে যেমন ইন্দোনেশিয়া, পেরু, ফিলিপাইনস ও ভিয়েতনামে ধনীতম পরিবারগুলি UPE অর্জন করলেও দরিদ্রতম পরিবারগুলি পিছিয়ে রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে এসেছে যে দেশগুলির গড় সম্পদ অথবা বিদ্যালয় উপস্থিতির সার্বিক হার নির্বিশেষে ধনীতম ২০ শতাংশ পরিবারের শিশুদের উপস্থিতির হার একই ধরণের।

  উদাহরণস্বরূপ, ভারত ও নাইজেরিয়াতে সর্বাপেক্ষা ধনী ২০% শিশুদের উপস্থিতির হার একই যদিও নাইজেরিয়ার জাতীয় গড় হার অনেক নিচে। দরিদ্রতম পরিবারগুলিতেই বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা বেশি থাকায় ডাকার এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যে কোন প্রচেষ্টায় ঐ গোষ্ঠীকেই নির্ধারিত করতে হবে।

- **গ্রাম-শহরাঞ্চলের অসমতা:** অনেক দেশে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সম্ভাবনা শহরের শিশুদের চেয়ে অনেক কম এবং এদের বিদ্যালয় থেকে চলে যাবার সম্ভাবনা বেশি। সেনেগালে গ্রামের শিশুদের চেয়ে শহরের শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। এর জন্য দারিদ্র্য মূলত দায়ী যার প্রভাব রয়েছে শিশুশ্রম ও অপুষ্টির ওপর।

- **বস্তিবাসীরা যেসব বৈষম্যের সম্মুখীন:** স্বভাবতই বস্তিবাসীরা সবচেয়ে বেশি দরিদ্র, শিশুদের স্বাস্থ্য দুর্বল এবং শিক্ষায় অংশগ্রহণ কম। বেনিন ও নাইজেরিয়াতে বস্তিবাসীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শহরের শিশুদের তুলনায় ২০% কম। বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালাসহ ছয়টি দেশে বস্তির শিশুদের উপস্থিতির হার গ্রামাঞ্চলের চেয়েও কম।

- **ভাষাভিত্তিক অসমতা:** বিভিন্ন ভাষা ভিত্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও সমাপ্তকরণের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়ায়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি অন্তরায়: শিশুশ্রম, রুগ্নস্বাস্থ্য এবং প্রতিবন্ধীতা

প্রতিটি দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পক্ষে নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলির মধ্যে তিনটি মুলত একই রকম সমস্যা:

- **শিশুশ্রম:** সর্বজনীন ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি শিশুশ্রম বিলুপ্তিকরণের সঙ্গে যুক্ত। ২০০৪ সনে প্রায় ২১৮ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক ছিল[৩]। যাদের মধ্যে ১৬৬ মিলিয়নের বয়স ছিল ৫ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এটা শিক্ষার অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম কনভেনশনের লংঘন স্বরূপ। দেরিতে স্কুলে প্রবেশ, কমহারে বিদ্যালয় উপস্থিতি এবং অকালে ঝরে পরার সঙ্গে শিশু শ্রম যুক্ত। শিশুশ্রমের কারণগুলি খুবই জটিল: বিদ্যালয়ের দূরত্ব, স্কুলের বেতন, নিম্নমানের শিক্ষা, পরিবারের দারিদ্র্য ইত্যাদি শিশুদের কাজ করতে বাধ্য করে থাকে। এই সমস্যার সাথে লড়তে হলে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ যেমন বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালু এবং আর্থিক সহায়তাদানের

বক্স ৩: UPE অর্জন-শক্তিশালী নায়কদের থেকে শিক্ষা

যদিও UPE এর পথে দ্রুত অগ্রগতির কোন নীলনকশা নাই, তবুও এই প্রতিবেদন শক্তিশালী নায়ক তথা অর্জনকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে ৫টি বড় মাপের শিক্ষা চিহ্নিত করেছে:

- রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও কার্যকর পরিকল্পনার আলোকে উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- ন্যায্যতার (equity) ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়া এবং কাঠামোগত অসমতা কমিয়ে আনা যা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষতি করে থাকে।
- বিদ্যালয়ে প্রবেশ বাড়ানোর সাথে শিক্ষা অর্জনে সাবলীলভাবে অগ্রসর হওয়া ও শিখনফলের গুণগত মান বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।
- দারিদ্র্য বিরোধী অঙ্গীকার জোরদার করা এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে সাহায্য প্রদান
- ন্যায্যতার দিকে নজর রেখে সব খাতেরই প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

সেনেগালে গ্রামের শিশুদের চেয়ে শহরের শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

৩. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিশু শ্রম বলতে ১৫ বছরের কম বয়সীদের সর্বক্ষণিক কাজ করা বুঝায় যা তাদের শিক্ষাগ্রহণে বিরত রাখে এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্যামেরুন, ঘানা, কেনিয়া এবং সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্রসহ কিছু দেশে বিদ্যালয়ের বেতন বন্ধ করার ফলে শিশুশ্রম কমে গেছে।

- **UPE এর পথে স্বাস্থ্য জনিত অন্তরায়:** বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শিশু ক্ষুধা, অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের ফলে ভুগে থাকে যা তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিখন ও স্কুল সমাপ্তিকরণের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। ষাট মিলিয়নের মতো বিদ্যালয়গামী শিশু আয়রন ঘাটতিতে ভুগছে যা তাদের বৌদ্ধিক বিকাশকে ব্যাহত করে থাকে। প্রায় দুইশত মিলিয়নের মত রক্তশূন্যতায় ভুগছে যা তাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়। সরকারি স্বাস্থ্য কর্মসূচি বিদ্যালয়কে লক্ষ্য করে কাজ করলে অনেকটা উন্নতি হতে পারে। কেনিয়াতে বিদ্যালয় ভিত্তিক ব্যাপক চিকিৎসা ক্যাম্পেইন অন্ত্রে কৃমির সংক্রমন অনেক কমিয়েছে এবং বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হারও এক চতুর্থাংশ কমে গেছে। এইচআইভি/ এইডস যা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে এক ভয়ঙ্কর বাধা যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে তা প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারনা সহায়তা করে যাচ্ছে।

- **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীবৃন্দ:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্বলিত জাতিসংঘের কনভেনশন মে, ২০০৮ থেকে কার্যকর, এবং তা শিক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায়ে নতুন এবং আইনী সহায়তা। এতদসত্ত্বেও প্রতিবন্ধী শিশুরা সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ছয় থেকে এগার বছর বয়সী প্রতিবন্ধী এবং স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের পার্থক্য ভারতে ১০% এবং ইন্দোনেশিয়াতে প্রায় ৬০% এর কাছাকাছি। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের দূরত্ব, বিদ্যালয়ের গঠন ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা সব কিছুই বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অন্তরায়। প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবও গুরুত্বপূর্ণ বাধা। বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য সুবিধাদি বাড়ানো এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সরকারি নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিবাচক উদাহরণ রয়েছে উগান্ডাতে- যেখানে প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত এবং 'প্রতীকী ভাষা' (sign language) সরকারি ভাষা হিসাবেও স্বীকৃত। বধির শিশুরা স্থানীয় স্কুলে যায় এবং তারা যাতে শিখতে পারে তার জন্য যথার্থ সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

যুক্তরাজ্যে একটি প্রতিবন্ধী শিশু খেলায় যোগ দিয়েছে

মাধ্যমিক ও তার পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা

কিছুটা অর্জন হয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির হার বাড়ছে। সারা বিশ্বে ২০০৬ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৫১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে যা ১৯৯৯ সাল থেকে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন বেশি। বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশগুলির ভেতরে ব্যাপক পার্থক্য আড়ালে থেকে গেলেও গড়ে বৈশ্বিক মাধ্যমিক মোট ভর্তিহার ৫২% থেকে ৫৮% এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সময়ে উন্নত এবং অধিকাংশ পরিবর্তনশীল দেশ সর্বজনীন ভর্তির কাছাকাছি এগুতে থাকলেও উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলিতে এই অবস্থা অনেকাংশে মিশ্র। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ২০০৬ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির হার মাত্র ২৫% এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে ৪৫% ছিল। অনেক শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল, আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে নিম্ন থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তরণ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব জুড়ে গড় ভর্তির হার ২০০৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক (৫৩%) অপেক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেক বেশি ছিল (৭৮%)।

আন্তদেশীয় তুলনার ক্ষেত্রে দেশের ভেতরেই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা অনেক বেশি রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি ও টিকে থাকার হারের মাঝে বিরাজিত অসমতা, আয় ও ভাষাগত কারণের সঙ্গে জড়িত। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্রতম পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। মোজাম্বিকে ১৬-৪৯ বৎসর বয়সী জনগোষ্ঠী ৪৩%, যারা শুধু পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে, কমপক্ষে ১ বৎসর মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া

করেছে তাদের সাথে যারা শুধু স্থানীয় ভাষায় কথা বলে তাদের মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া করার হারে ব্যবধান ৬% থেকে ১৬%।

ডাকার কনফারেন্সের পর থেকে উচ্চ শিক্ষা দ্রুত বেড়ে চলেছে। সারা বিশ্বে ২০০৬ সালে ১৪৪ মিলিয়ন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হয়, যা ১৯৯৯ এর চেয়ে ৫১ মিলিয়ন বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে ১৯৯৯ সালের ৪৭ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ৮৫ মিলিয়ন হয়েছে। এই দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও বৈশ্বিক অসমতা ব্যাপকই রয়ে গেছে। উচ্চ শিক্ষা স্তরে মোট ভর্তির হার উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে ৭০% এর মধ্যে হলেও তা ল্যাটিন আমরিকাতে ৩২% আরব রাষ্ট্রগুলোতে ২২% এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে মাত্র ৫%। তাছাড়া এই ব্যাপক অসমতা কেবল পরিমাণগত দিকই দেখায়। গুণগত মানের পার্থক্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। একই মানের ডলারের হিসাবে ২০০৪ সালে ফ্রান্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় পেরু ও ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় ১৬ গুণ বেশি করেছে।

বয়স্ক সাক্ষরতা ঃ এখনও অবহেলিত

*লক্ষ্য ৪: **২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার পর্যায় ৫০% উন্নত করা** এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সব বয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।*

আজকের বিশ্বে বেঁচে থাকতে হলে পড়তে ও লিখতে জানা অত্যাবশ্যক। এটি জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য চাবিকাঠি, যা শিশু মৃত্যু হার কমাতে, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধির দুয়ার উন্মোচন করে দেয়। তথাপি সাক্ষরতা একটি অবহেলিত লক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এক হিসাব মতে ৭৭৬ মিলিয়ন বয়স্ক ব্যক্তি যা সারা বিশ্বের বয়স্কদের ১৬%, সাক্ষরতার অধিকারবঞ্চিত, এদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা। নিরক্ষর বয়স্কদের বিশাল অংশ বাস করে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব-এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায়। সাক্ষরতার ওপর বৈশ্বিক অগ্রগতির রিপোর্ট আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৮৫-১৯৯৪ এবং ২০০০-২০০৬ সালের মধ্যে সাক্ষরতাবিহীন বয়স্কদের সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন কমে যায়। এটা সম্ভব হয় উলেখযোগ্য হারে চীনে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে। তবে সাব-সাহারান আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ ও প্যাসিফিকে নিরক্ষর বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির কারণে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়ে অগ্রগতি কমেছে। প্রচলিত ধারা চলতে থাকলে ২০১৫ সালে ৭০০ মিলিয়নের বেশি বয়স্ক ব্যক্তি মৌলিক সাক্ষরতায় দক্ষতাবিহীন থাকবে (চিত্র ৬)।

বক্স ৪: তরুণ ও বয়স্কদের জীবনব্যাপী শিখন চাহিদা মেটানো

লক্ষ ৩ : জীবনদক্ষতা সূচক এবং যথোপযুক্ত শিক্ষা কর্মসূচিকে যুব সম্প্রদায়ের সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে তাদের শিক্ষাগত চাহিদা মেটানো।

লক্ষ ৪ : ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার পর্যায় ৫০% উন্নত করা এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সব বয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বয়স্কদের শিক্ষা কর্মসূচিতে অনেক চাহিদা রয়ে গেছে যা এখন পর্যন্ত মেটানো হয়নি। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের এবং ৭৭৫ মিলিয়নেরও বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতা নেই এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা কিংবা দক্ষতার প্রশিক্ষণে প্রবেশের সুযোগ নেই। অনেক সরকারই শুধু তাদের নীতি ও কৌশলগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয় তা নয়, চলমান কর্মসূচির সমন্বয় ও খুব কমই করে থাকে, এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে খুব কম সরকারি অর্থ বরাদ্দ করে।

'বয়স্ক শিখন', 'জীবনদক্ষতাবলী' ও 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' ধারণাগুলো প্রায়ই অস্পষ্ট এবং নানা ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। *সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৮* ত্রিশটির মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা সবিস্তারে নিরীক্ষা করেছে এবং তাতে দেশ ভেদে ব্যাপক পার্থক্যও পাওয়া গেছে। কিছু দেশ যেমন মেক্সিকো, নেপাল, সেনেগাল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বয়স্ক শিক্ষা হিসাবে দেখে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ইন্দানেশিয়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও নমনীয়ভাবে দেখে। এবং কর্মসূচির বৈচিত্র্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরক হিসাবে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন ধারাগুলো শিক্ষার এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের সুষ্ঠু মনিটরিং এর জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণে উন্নত তথ্য প্রবাহ এবং দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক। কার্যকর মনিটরিং ও তথ্য সংগ্রহের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, বয়স্ক শিখন চাহিদাকে বিভিন্ন স্টেক-হোল্ডাররা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, কোন দলগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে, কী ধরনের দক্ষতাবলি শেখানো হয়, কিভাবে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা হয় এবং সেগুলো বর্তমান আর্থিক উৎসের ভিত্তিতে টেকসই হবে কিনা সে সম্পর্কে ভাল নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

বিশ্বজুড়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যায় নিরক্ষর বয়স্কদের শতকরা ৮০ ভাগ বাস করে মাত্র ২০টি দেশে এবং এর অর্দ্ধেকই বাস করে বাংলাদেশ, চীন ও ভারতে। যদিও আলজেরিয়া, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইসলামিক প্রাজাতন্ত্র ইরান এবং তুরস্কে ১৯৮৫-১৯৯৪ সাল থেকে এই সংখ্যা কমেছে, তবু অন্যান্য দেশে এই ক্ষেত্রে এতটা অগ্রগতি হয়নি।

১৯৮৫-১৯৯৪ এবং ২০০০-২০০৬ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪% হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় সব অঞ্চলেই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ছিল যা ৬৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯% এ পৌঁছে। তবে সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, আরব রাষ্ট্রসমূহ ও ক্যারিবিয়ানে আঞ্চলিক বয়স্ক সাক্ষরতার হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় হারের চেয়ে কম ছিল।

এক হিসাবে দেখা গেছে যে প্রায় ৭৭৬ মিলিয়ন বয়স্ক লোক সাক্ষরতার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নারী

সারা বিশ্বে মাত্র ২০টি দেশে ৮০% বয়স্ক নিরক্ষর লোক বাস করে, আর অর্দ্ধেক বাস করে বাংলাদেশ, চীন এবং ভারতে

উপাত্ত রয়েছে এমন ১৩৫টি দেশের মধ্যে ৪৫টি দেশে যা প্রধানত সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত, বয়স্ক সাক্ষরতার হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় হারের (৭৯%) চেয়ে কম। এসব দেশের ১৯টিতে সাক্ষরতার হার খুবই কম, ৫৫% এর ও কম। এসব দেশের ১৩টিতে চরম দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ দৈনিক দুই ইউ.এস. ডলারেরও কম্ অর্থের ওপর জীবন যাপন করে। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ৪৫টি দেশের মধ্যে খুব কম সংখ্যক দেশই ২০১৫ সাল নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে।

সারা বিশ্বে সাক্ষরতার দক্ষতা নেই এমন তরুণদের (১৫-২৪ বছর বয়সী) সংখ্যা ১৯৮৫-১৯৯৪ সালের ১৬৭ মিলিয়ন থেকে কমে ২০০০-২০০৬ সালে ১৩০ মিলিয়ন হয়েছে। বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা অধিকাংশ অঞ্চলে কমেছে শুধু সাব-সাহারান আফ্রিকায় এটা হয়নি। সেখানে নিরক্ষর তরুণদের সংখ্যা ৭ মিলিয়ন বেড়েছে। কারণ হচ্ছে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত কম হারে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ও শিক্ষা সমাপ্তিকরণ। উক্ত সময়ে বৈশ্বিকভাবে তরুণদের সাক্ষরতার হার ৮৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯% হয় । এর মাঝে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান ও আরব রাষ্ট্রগুলোতে এই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ছিল।

নিরক্ষরতা ও সাক্ষরতার নিম্ন হার কেবল দরিদ্র দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়। নেদারল্যান্ডসে ১.৫ মিলিয়নের মত বয়স্ক ব্যক্তিদের বাস্তব ক্ষেত্রে নিরক্ষর বলে আখ্যায়িত করা যায়, যারা ব্যবহারিক দক্ষতাবিহীন সাক্ষর হিসাবে শ্রেণীভুক্ত, যাদের মধ্যে ১ মিলিয়ন হচ্ছে স্থানীয় ওলন্দাজ (ডাচ) ভাষী। এক-চতুর্থাংশ স্থানীয় ওলন্দাজ ভাষী সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর। মেট্রোপলিটান ফ্রান্সে কর্ম উপযোগী বয়সীদের (১৮-৬৫ বছর বয়সী) ৯% সংখ্যায় তিন মিলিয়ন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিল। কিন্তু ২০০৪-২০০৫ সালের পরিমাপ অনুসারে তাদের সাক্ষরতা সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে। এদের ৫৯%, পুরুষ। সাক্ষরতার সমস্যাযুক্ত ফ্রান্সের এই জনগোষ্ঠীর বয়স ৪৫ এর ওপরে, এবং এদের অর্ধেকই বাস করে গ্রামে এবং কম বসতিপূর্ণ অঞ্চলে।

সাক্ষরতা, অসমতা ও বহির্ভূতকরণ (Exclusion)

জাতীয় সাক্ষরতার হার দেশের ভেতরেরই বিরাট বৈষম্য আড়াল করে রাখে। আবারও বলা যায়, জেণ্ডার, দারিদ্র্য, অবস্থান তথা বসবাসের স্থান, বিশেষ সম্প্রদায়িক ও ভাষাভাষী গোষ্ঠী সাক্ষরতার হারে যে বৈষম্য তাতে আরো অবনতি ঘটাতে পারে।

চিত্র ৬ ঃ বয়স্ক নিরক্ষরদের (১৫⁺ বছর বয়সী) প্রক্ষেপিত সংখ্যা, জেণ্ডার ও অঞ্চলভেদে, ২০১৫

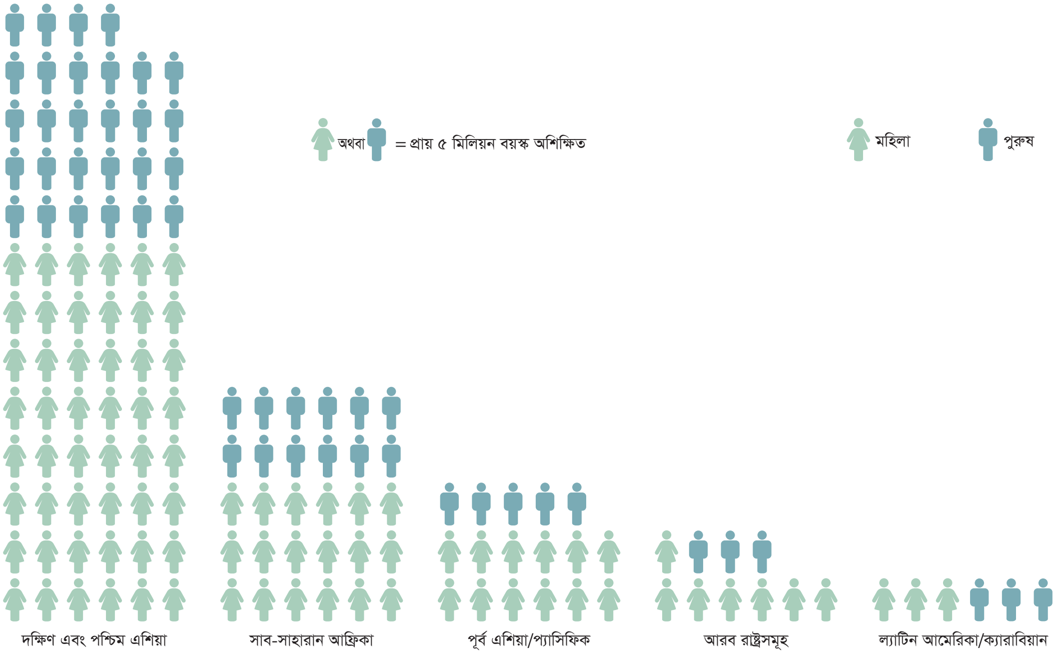

এফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট, ২০০৯, সারণী, ২.১১

- **জেণ্ডারঃ** বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অর্থাৎ জেণ্ডার বৈষম্য ব্যাপক, বিশেষ করে যেসব দেশে সাক্ষরতার হার খুব কম। জেণ্ডার ও দারিদ্র্যের মধ্যে প্রায়শ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়। গাম্বিয়াতে সাক্ষরতার হার চরম দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ১২% থেকে ধনী পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩% পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

- যে সাতটি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার কম, **দরিদ্রতম ও ধনীতম** পরিবারগুলোর মধ্যে সাক্ষরতার হারে পার্থক্য ৪০% এরও বেশি। ভারতে দরিদ্রতম রাজ্যগুলোতে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম।

- সাক্ষরতার হার শহরের চেয়ে **গ্রামীণ সম্প্রদায়** ও অঞ্চলে প্রায়শই কম। ইথিওপিয়াতে আঞ্চলিক সাক্ষরতার হারে এতই পার্থক্য যে আদ্দিস আবাবায় তা ৮৩% এবং গ্রামীণ আমহারা অঞ্চলে মাত্র ২৫%।

- যারা **আদিবাসী** নয় তাদের অপেক্ষা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

শিক্ষায় জেণ্ডার বৈষম্য ও অসমতা পরিমাপ

লক্ষ ৫ ঃ ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেণ্ডার বৈষম্য দূর করা, ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় জেণ্ডার সমতা অর্জন, বিশেষ করে, মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের পূর্ণ এবং সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও কৃতিত্ব অর্জন নিশ্চিত করা।

জেণ্ডার সমতা অর্জনের দিকে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, কিন্তু অনেক দেশেরই এখনও অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। তথ্য সম্বলিত ১৭৬টি দেশের মধ্যে মাত্র ৫৯টি দেশ ২০০৬ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় প্যারিটি[৪] (নারী-পুরুষ সমতা) অর্জন করে। এই সংখ্যা ১৯৯৯ সালের দেশগুলোর চেয়ে ২০টি বেশি হলেও অর্ধেকের বেশি দেশ এখনও প্যারিটি অর্জন না করায় বিষয়টি উদ্বেগজনক।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু কোথাও কোথাও জেণ্ডার প্যারিটি অর্জিত হয়নি

উপাত্ত রয়েছে এমন ১৮৭টি দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে জেণ্ডার প্যারিটি অর্জিত হয়েছে এবং বাকী ৭১টি দেশের অধিকাংশেই ১৯৯৯ সাল থেকে এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে (চিত্র ৭)। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

চিত্র ৭ঃ অঞ্চলভেদে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মোট ভর্তি অনুপাতের জেণ্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, ২০০৬

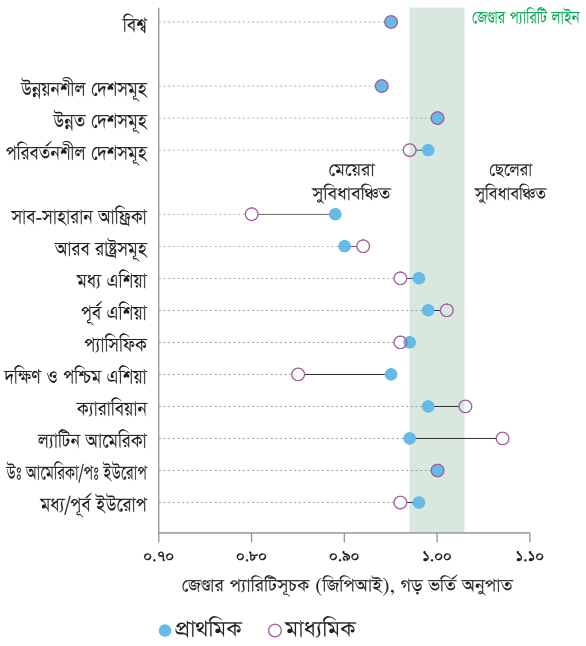

উৎসঃ ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট, ২০০৯
পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত, সারণী ৫, চিত্র ২ ও ৩ এবং এনেক্স দেখুন।

মোট ভর্তির অনুপাতের জেন্ডার প্যারিটিসূচক (GPI) ১৯৯৯ ও ২০০৬ সালের মধ্যে ০.৮৪ থেকে ০.৯৫ পর্যন্ত বেড়েছে (অন্য কথায় বলা যায় যে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৮৪ থেকে ৯৫ জন মেয়ে ভর্তি হয়)। ভুটান, ভারত ও নেপাল প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে কিংবা অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে। তবে পাকিস্তানে এখনও প্রাথমিক স্তরে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৮০ জন মেয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে জেন্ডার সমতা অর্জনের পথে অগ্রগতি মন্থর ও অসম। আঞ্চলিক গড় জিপিআই ১৯৯৯ সালের ০.৮৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ০.৮৯ হয়। কিন্তু সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, কোটডি আইভর, নাইজার ও মালিতে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৮০ জনের কম মেয়ে ভর্তি হয়। অন্যদিকে ঘানা, কেনিয়া এবং তাঞ্জানিয়া সহ অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার প্যারিটি অর্জিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া ও আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রায় অর্ধেকের বেশি দেশ ২০০৬ সালে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করতে পারেনি, এবং এদের মধ্যে অনেক দেশেই ঐ লক্ষ্য অর্জন থেকে বহু দূরে রয়েছে।

৪. জেণ্ডার সমতা সূচকে (GPI) মেয়ে ভর্তি প্রতি ছেলে ভর্তির অনুপাত ধরা হয়েছে। সমতা অর্জিত হয়েছে যখন প্রতি ১০০ জন ছেলে ভর্তির বিপরীতে ৯৭ থেকে ১০৩ জন মেয়ে ভর্তি হয়েছে। মোট ভর্তি অনুপাতের জিপিআই ০.৯৭ থেকে ১.০৩ এর মধ্যে বিদ্যমান।

অনেক দেশেই একবার যদি মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, ছেলেদের তুলনায় তারা ভাল করে, গ্রেড পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা কম থাকে, শেষ গ্রেডে পৌঁছানোর এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তকরণের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। ২০০৬ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪৬টি দেশের মধ্যে ১১৫টি দেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের গ্রেড পুনরাবৃত্তি কম দেখা যায়। আফগানিস্তানে ২০০৫ সালে স্কুলে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৭০ জনেরও কম সংখ্যক মেয়ে স্কুলে প্রবেশ করেছে। তবে প্রাথমিক স্কুলে পুনরাবৃত্তির হার ছেলেদের মধ্যে ১৮% এবং মেয়েদের ১৪% ছিল। তথ্য রয়েছে এমন ১১৫টি দেশের মধ্যে ৬৩টি দেশে ২০০৫ সালে সমান সংখ্যক মেয়ে ও ছেলে শেষ শ্রেণীতে পৌঁছে। অন্যান্য ৫২টি দেশের ৩৬টিতে জেণ্ডার পার্থক্য ছিল এবং বেশি সংখ্যক মেয়েরাই শেষ শ্রেণী পর্যন্ত টিকে ছিল।

সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া ও আরব রাষ্ট্রসমূহে ২০০৬ সালে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন বাকী রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় জেণ্ডার বৈষম্য ঃ বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন ধরণ

একমাত্র সাব-সাহারান আফ্রিকা ব্যতীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি যত বাড়ছে, প্রায় সব অঞ্চলেই জেণ্ডার অসমতা কমছে। এতদসত্ত্বেও ২০০৬ সালে মাত্র ৩৭% দেশে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষায় জেণ্ডার প্যারিটি অর্জিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে অনেক দেশ রয়েছে যেখানে জেণ্ডার বৈষম্য মেয়েদের অনুকূলে, আবার কোথাও কোথাও তা এইকভাবে ছেলেদের অনুকূলে।

উন্নত ও পরিবর্তনশীল দেশগুলো মাধ্যমিক স্তরে জেণ্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে। অন্যদিকে গোষ্ঠী হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০০৬ সালে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৯৪ জন মেয়ে ভর্তি হয় যা বিশ্বের গড়ের চেয়ে কম। আরব রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকা একত্রে ঐ স্বল্প ভর্তি ও নিম্ন জিপিআই এর অন্তর্ভুক্ত। বিপরীতদিকে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের অনেক দেশে মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের তুলনায় বেশি সংখ্যক মেয়েরা ভর্তি হয়ে থাকে। ল্যাটিন আমেরিকাতে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিদ্যালয়ে কাজ-কর্মের ধারা এবং নারী-পুরুষ পরিচিতি স্কুলগুলো থেকে ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেশীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরে তথ্য অনুযায়ী ১৪২টি দেশের অর্ধেকেরও বেশি দেশে জেণ্ডার বৈষম্য কমেছে। অনেক দেশেই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। বেনিন, কম্বোডিয়া, চাদ, গাম্বিয়া, গিনি, নেপাল, টোগো, উগাণ্ডা ও ইয়েমেনে জিপিআই ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে জননীতি ও সংস্কার নির্ধারিত সময়ের আগেই ইএফএ-এর জেণ্ডার প্যারিটির লক্ষ্য অর্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে (বক্স ৫)। অন্যদিকে কিছু কিছু দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ অনেক কমে গেছে। তবে আর্জেন্টিনা, এল-সালভাদোর, জর্জিয়া, মালদোভা প্রজাতন্ত্র ও মালিতে ছেলেদের ক্ষতিগ্রস্ত করে মেয়েদের পক্ষে জেণ্ডার বৈষম্য বেড়েছে।

বিশ্বজুড়ে ক্রমে ক্রমে উচ্চ শিক্ষাস্তরে পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যক মহিলারা ভর্তি হচ্ছে। বৈশ্বিক জিপিআই ১৯৯৯ সালের ০.৯৬ থেকে বেড়ে ২০০৬ সালে ১.০৬ হয়েছে। অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোর পরিস্থিতিতে নানা পার্থক্য বিদ্যমান, ক্যারিবিয়ান (১.৬৯) ও প্যাসিফিক (১.৩১) অঞ্চলে অধিক হারে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া (০.৭৬) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (০.৬৭) অনেক কম মহিলার অংশগ্রহন রয়েছে। কিছু দেশে ২০০৬ সালে প্রতি ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে ৩০ জনের কম মহিলা উচ্চ শিক্ষা স্তরে ভর্তি হয়।

দেশের ভেতরেই জেণ্ডার বৈষম্য

প্রাথমিক স্তরে, তার চেয়ে বেশি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে, দারিদ্র্য ও জেণ্ডার বৈষম্যের মধ্যে শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মালিতে দরিদ্রতম পরিবারের মেয়েদের চেয়ে সবচেয়ে ধনী পরিবারের মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় যোগদানের সম্ভাবনা ৪ গুণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় তা ৮ গুণ।

আয় বৈষম্য বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর সঙ্গে ক্রিয়াশীল যা সুবিধাবঞ্চিত

বক্স ৫ ঃ বাংলাদেশের জয়ঃ ২০০৫ এর মধ্যে জেণ্ডার সমতা অর্জন

দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে, শ্রীলংকা ব্যতীত,বাংলাদেশ কিছু দেশের মধ্যে একটি যেখানে ২০০৫ এর মধ্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জেণ্ডার প্যারিটি তথা নারী-পুরুষের মাঝে সমতা অর্জিত হয়েছে। সুশাসন এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ঠিক তেমনভাবে স্টাইপেন্ড কর্মসূচি বিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে। মেয়েদের মধ্যে উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন, শিশু মৃত্যুহার কমে যাওয়া, ভাল পুষ্টিমান, মহিলাদের ভাল বেতনের বেশি চাকুরির সুযোগ ইত্যাদির ওপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

মেয়েদের প্রভাবিত করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে বিশেষ সম্প্রদায়/গোষ্ঠীতে যেমন আদিবাসী, ভাষাগত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, নিম্নবর্ণ কিংবা ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকায় জন্মগ্রহণ করলে সুবিধাবঞ্চিত হওয়া বেড়ে যেতে পারে। গুয়াতেমালায় আদিবাসী মেয়েদের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মেয়েদের তুলনায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। সাত বছর বয়সী আদিবাসী মেয়েদের মাত্র ৫৪% স্কুলে ভর্তি হয়, ৭৫% অনাদিবাসী মেয়েদের তুলনায়। এই ধরনের অসমতা অতিক্রমণের জন্য প্রয়োজন মেয়েদের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ যা বাস্তবায়নের জন্য থাকবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আইন।

শিক্ষায় জেণ্ডার সমতা : অর্জন করা বেশ কঠিন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ২০০৫ সালের মধ্যে জেণ্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। সবার জন্য শিক্ষার জেণ্ডার সম্পর্কিত লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে ভাল মানের মৌলিক শিক্ষায় জেণ্ডার সমতা অর্জন, সবার জন্য বিশেষ করে, মেয়েদের পূর্ণ ও সমান প্রবেশের সুযোগ এবং ভাল ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দেয়। শিখনফল ও বিদ্যালয়ে কার্যক্রম সংক্রান্ত গবেষণাগুলোর ফলাফলে দেখা যায় যে উক্ত লক্ষ্য ও ঘোষণা কার্যকর করা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ তথা সমস্যার সম্মুখীন।

শিখন ফলাফল ও বিষয় নির্বাচন ঃ জেণ্ডার পার্থক্যের অনড় অবস্থান: বিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলেদের শিখন ফলাফল অর্জনে অনেক পার্থক্য, তা কেবল সার্বিক পারদর্শিতা বা কৃতিত্বেই নয় এই পার্থক্য বিষয়ভিত্তিক কৃতিত্বেও বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপে ব্যাপকভিত্তিক জেণ্ডার পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্যে অমিল থাকলেও ৪টি বিশেষ প্যাটার্ণ বেরিয়ে এসেছে। প্রথমত বিভিন্ন দেশের তথ্যে দেখা যায় যে পঠন কুশলতা ও ভাষা দক্ষতায় ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক বেশি পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। দ্বিতীয়ত যদিও ছেলেরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে গণিত বিষয়ে মেয়েদের তুলনায় ভাল ফল করতো, কিন্তু বর্তমানের গবেষণায় দেখা যায় যে ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের সমানতালে রয়েছে অথবা উক্ত বিষয়ে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত বিজ্ঞানে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এখন পর্যন্ত ভাল করছে, তবে প্রায়ই এই পার্থক্য পরিসংখ্যানের দিক থেকে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সর্বশেষে, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বিষয় যেমন বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে এখন পর্যন্ত ছেলেদের আধিপত্য রয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে এমন অর্ধেক

জিবুতিতে, এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে সহযোগিতা এবং উৎসাহ পাচ্ছে

দেশে শিক্ষার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মহিলা যারা "মেয়েদের বিষয়" যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে পড়াশুনা করছে।

মেয়েরা কেন কৃতী পরীক্ষায় ছেলেদের থেকে ভিন্ন ফলাফল অর্জন করে? শিখন ফলাফলে ছেলে ও মেয়েদের পার্থক্যের কারণগুলো জটিল। শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে সংগঠিত (organized) এবং শ্রেণীকক্ষে কী ঘটে এসব বিষয় শিখনের ফলাফলে জেণ্ডার বৈষম্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে। যদি শিক্ষকগণ ছেলে ও মেয়েদের ভিন্নভাবে দেখেন বা তাদের সঙ্গে ভিন্ন ব্যবহার করেন, এটা উন্নয়নকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এবং জেন্ডারকে বাঁধাধরা (stereotyping) নিয়মে দেখাতে বেশি ইন্ধন যোগায়। অনুরূপভাবে পাঠ্যবইও এটা করতে পারে। বহু দেশে পাঠ্যবইগুলো জেণ্ডার পক্ষপাতদুষ্ট যেখানে মেয়ে ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কম। এবং এখনও নারী পুরুষকে অধিক মাত্রায় বাঁধাধরা ভূমিকায় দেখানো হয়। এখানে অগ্রগতি মন্থর এবং যদিও নারী পুরুষের মধ্যে অন্যায় এবং অযৌক্তিক

মালিতে সবচেয়ে ধনী পরিবারের মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির সম্ভাবনা দরিদ্রতম মেয়েদের তুলনায় ৪ গুণ বেশি।

বৈষম্যের সুস্পষ্ট চিত্রগুলো পাঠ্যবইগুলো থেকে অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে কিন্তু যৌন বৈষম্যবাদী সম্পর্কিত শিখন বিষয়গুলো রয়ে গেছে।

ন্যায্যতা এবং শিখনের মান উভয়েই নিশ্চিতকরণ

লক্ষ্য ৬ : শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই গুণগত মানোন্নয়ন এবং সবাই যাতে সব রকম পরিচিত এবং পরিমাপযোগ্য শিখনফল আয়ত্ব করতে পারে, বিশেষ করে সাক্ষরতা, হিসাব নিকাশ এবং জীবন দক্ষতা অর্জনে উন্নতমানের ফলাফল অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ।

ইএফএ এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শিশুরা যেন মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করতে, সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। মূল কথা হলো শিশুরা যেন মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

শিখনফলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভক্তি

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় শিখন পরিমাপে প্রকাশ পায় যে, অনেক দেশেই শিশুরা শুধুমাত্র মৌলিক দক্ষতাসমূহ নিয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিখনের মান সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের। ২০০৭ সালে ভারতের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে ৩য় শ্রেণীতে অর্ধেকেরও কম শিশু শুধু সহজভাবে লিখিত পাঠ পড়তে পারে এবং মাত্র ৫৮% বিয়োগ অথবা ভাগ অঙ্ক করতে পারে। SACMEQ 11[5] পরিমাপের ফলাফলে দেখা যায় যে বতসোয়ানা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সোয়াজিল্যান্ডে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৫% এরও কম এবং লেসোথো, মালাওয়ি, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, উগান্ডা এবং জাম্বিয়াতে মাত্র ১০% এরও কম শিশুদের পড়ার মান কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আরো জটিল দক্ষতার সেটসমূহের পরিমাপের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। ল্যাটিন আমেরিকার সাম্প্রতিক SERCE পরিমাপে দেখা যায় যে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর এবং গুয়েতেমালায় ৩য় শ্রেণীর অর্ধেক অথবা তার বেশি শিক্ষার্থীদের পড়ার মান নিম্নতম পর্যায়ে রয়েছে।

অনেক দেশেই শিশুরা শুধুমাত্র মৌলিক দক্ষতাসমূহ নিয়ে বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আসে।

উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাঝে তুলনামূলক ব্যবধান বেশ লক্ষণীয়। দুই হাজার ছয় সালে PISA এর ফলাফলে দেখা যায় যে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া এবং তিউনিশিয়ায় ৬০% শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফলাফল (স্কোরিং) নিম্নতম অবস্থানে রয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে কানাডা এবং ফিনল্যান্ড এর থেকে ১০% কম। পড়ায় অগ্রসরতা দেখার জন্য ২০০৬ সালে রিডিং লিটারেসি অগ্রসরতা সমীক্ষার (PIRLS) পরিমাপে দেখা যায় যে, ইউরোপের বাইরে, মধ্য এবং নিম্নআয়ের দেশগুলোতে ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা আন্তর্জাতিক গড় মানের তুলনায় কম। এবং এ ধরণের শিখন পরিমাপ বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। সমীক্ষায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করলে আরো বৈষম্য পরিলক্ষিত হত।

জাতীয় গড়পড়তা পেরিয়ে ঃ অর্জনে বিরাট অসমতা

দেশসমূহের অভ্যন্তরে শিখনফল অর্জনে বৈষম্য সবচাইতে বেশি সুস্পষ্ট এবং এটা দরিদ্রতা এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেক পর্যায়েই অসমতা বিরাজমান। অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষসমূহের মধ্যে এই অসমতা বিদ্যমান। দুই হাজার ছয় সালে PIRLS এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ গ্রেডের প্রথম দিকের ৫% শিক্ষার্থীরা পঠনে নিচের ৫% শিক্ষার্থীদের থেকে পাঁচ গুণ বেশি নম্বর পেয়েছে। কোন একটি দেশের অভ্যন্তরে শিখন বৈষম্যকে শিক্ষার্থীর পটভূমি বা অতীত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

- ***শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতা (Background):*** সহজাত সামর্থ্য ছাড়াও, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে যেমন জেন্ডার, যে ভাষায় বাড়ীতে কথা বলা হয়, পিতামাতার পেশা এবং শিক্ষা, কতবড় পরিবার এবং অভিবাসন অবস্থা এসব কিছুর ওপর পড়াশুনায় শিক্ষার্থীর অর্জন নির্ভর করে। স্কুলে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখছে তা উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বেশি নির্ভর করে।

- ***শিক্ষা ব্যবস্থা:*** যেভাবে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিখনফলের ওপর প্রভাব ফেলে। উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রেডসমূহের মধ্যেকার উত্তীর্ণ হওয়ার নীতিমালা, সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলগঠন, বহুগ্রেড শিক্ষণ এবং বিদ্যালয় শেষের পরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, ইসিসিই এর ব্যবস্থা প্রসারণের নীতিমালা এবং বিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন সমতা বৃদ্ধি করতে পারে। অপরদিকে অন্যান্য অনুশীলন যেমন শিক্ষাকে কোন বিশেষ খাতে প্রবাহিত করার ফলে জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে।

- ***বিদ্যালয় প্রেক্ষাপট:*** একটি কার্যকর শিখন পরিবেশ নির্ভর করে মৌলিক কাঠামো, পেশাগত নেতৃত্ব, উদ্বুদ্ধ শিক্ষক, নির্দেশনার জন্য পর্যাপ্ত সময়, সম্পদ, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নে কার্যসম্পাদনের ব্যবহার

৫. গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে নানা প্রকার আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় শিখন পরিমাপের নাম প্রদত্ত হয়েছে।

এবং পর্যাপ্ত অর্থ্যায়নের ওপর। উন্নত দেশসমূহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যেমন- বিদ্যুৎ, বসার ব্যবস্থা, ডেস্ক এবং পাঠ্যবই এসব থাকেই, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে এসবের স্বল্পতা রয়েছে। আফ্রিকার ছয়টি সাব-সাহারান দেশে ষষ্ঠ গ্রেডের অর্ধেক শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে শেখে যেখানে একটিও বই নেই। অনেক উন্নয়নশীল দেশে শহর এবং গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সম্পদের অসম বণ্টন রয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানে দরিদ্র শিশুরা অপর্যাপ্তভাবে সজ্জিত বিদ্যালয়ে যায় যা বিদ্যমান অসমতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

শিক্ষক সরবরাহ এবং এর মান

মানসম্মত শিক্ষার প্রথম সারির যোগানদাতা হলো শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের ভাল কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজন ভাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং পেশায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক সরবরাহ এবং যুক্তিসঙ্গত শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (PTRs)।

সমগ্র পৃথিবীতে ২০০৬ সালে ২৭ মিলিয়ন শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন, তাদের মধ্যে ৮০% হলেন উন্নয়নশীল দেশে। তাদের সংখ্যা ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে ৫% বৃদ্ধি পায় যার মধ্যে বেশি বৃদ্ধি পায় সাব-সাহারান আফ্রিকাতে। ঐ সময় ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানেও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সারা বিশ্বে ১৯৯৯ সাল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা ৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায় যা ২০০৬ সালে ২৯ মিলিয়নে পৌঁছে।

EFA এর লক্ষ্য অর্জনে সরকারগুলোকে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সারাবিশ্বে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য অতিরিক্ত ১৮ মিলিয়ন শিক্ষক প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকার জন্য ১.৬ মিলিয়ন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। শিক্ষকদের অবসরগ্রহণের কারণে বৃদ্ধি পেয়ে এ সংখ্যা হবে ৩.৮ মিলিয়ন। পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিকের প্রয়োজন ৪ মিলিয়ন শিক্ষক, এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনা করে আরো ৩.৬ মিলিয়ন শিক্ষকের প্রয়োজন।

একটি ভাল শিখন পরিবেশের জন্য একটি শ্রেণীতে একজন শিক্ষকের চল্লিশ (PTR : 40:1) জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকা উচিত নয়। এ বিষয়ে বিশাল ঐকমত্য হয়েছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতের ব্যাপারে বৃহৎ জাতীয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে খুব কমই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায়। কয়েকটি দেশে বিশেষ করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত এর দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, এসব দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, কেনিয়া, রোয়ান্ডা এবং তাঞ্জানিয়ার যুক্ত প্রজাতন্ত্র। আফগানিস্তান, চাদ, মোজাম্বিক এবং রোয়ান্ডাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৬০ : ১ এরও বেশি। তুলনামূলকভাবে, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান, উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে বিদ্যালয়ে কম ভর্তি হওয়া এবং/অথবা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমে গিয়েছে। আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষায় সর্বাধিক শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত পরিলক্ষিত হয়।

অনেক দেশেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সরবরাহ কম। প্রাথমিক শিক্ষায় ২০০৬ সালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মিডিয়ান অংশ দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় ৬৮% থেকে আরব রাষ্ট্রসমূহে ১০০% হয়। চল্লিশটি দেশের (তথ্য রয়েছে এমন দেশগুলোর) প্রায় অর্ধেক দেশে ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাহামা, মায়ানমার, নামিবিয়া এবং রোয়ান্ডাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত ৫০% এরও বেশি বৃদ্ধি পায়। যাহোক, তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পায়, এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল এবং নাইজার।

জাতীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতসমূহ (PTRs) প্রায়ই দেশসমূহের মধ্যে বিশাল বৈষম্যকে আড়াল করে রাখে, যা পুনরায় স্থান, আয় এবং বিদ্যালয়ের ধরণের সাথে সম্পর্কিত। নাইজেরিয়াতে বায়েলসা রাষ্ট্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত লাগোস এর চাইতে পাঁচগুণ বেশি। সম্পদশালী পরিবারের শিশুরা ঐ সব বিদ্যালয়ে যায় যেখানে ভাল শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত এবং বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে। সরকারি অর্থায়নের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতের বৈষম্য। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৬৪ : ১ যেখানে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এ অনুপাত ৪০ : ১।

অন্যান্য কারনসমূহ যা মানসম্মত শিক্ষণ এবং শিখনকে প্রভাবিত করে, তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষক অনুপস্থিতি, শিক্ষকদের নৈতিকতা (যা স্বল্প বেতন এবং কাজের অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত) এবং এইচআইভি/ এইডস এর কারণে শিক্ষকদের মৃত্যু।

EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারদের অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

সবার জন্য শিক্ষা ঃ যৌগিক সাফল্যের/অর্জনের চিত্র পরিমাপ

যখন প্রত্যেকটি EFA লক্ষ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তখন যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি। সার্বিকভাবে শিক্ষা উন্নয়ন সূচক (ইডিআই) ইএফএ এর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। এটা সবচাইতে পরিমাপযোগ্য চারটি লক্ষ্যকে তুলে ধরে: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, জেন্ডার প্যারিটি এবং সমতা এবং শিক্ষার মান। সর্বশেষ রিপোর্টে ২০০৬ সালে বিদ্যালয় বৎসর শেষে তথ্যসম্বলিত ১২৯টি দেশের চারটি লক্ষ্যের সব গুলোর জন্য ইডিআই নির্ণয় করা যেতে পারে। অনেক দেশ যেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাদের বেশির ভাগ নাজুক (Fragile) রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত, যেগুলো সংঘাত এবং সংঘাত পরবর্তী অবস্থায় রয়েছে।

১২৯টি দেশের মধ্যে যেগুলো রয়েছে

- ছাপান্নটি- ২০০৫ সাল থেকে আরো পাঁচটি বেশি, যারা চারটি লক্ষ্যই অর্জন করেছে অথবা লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যাদের শিক্ষার উন্নয়ন সূচকের মান গড়ে ০.৯৫ অথবা এর চাইতে বেশি। এসব উচ্চ অর্জনের বেশির ভাগ দেশের অবস্থান বেশি উন্নত অঞ্চলে।

- চুয়াল্লিশটি দেশের মধ্যে, বেশির ভাগই ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান (আঠারটি), আরব রাষ্ট্রসমূহ (নয়টি), সাব-সাহারান আফ্রিকা (নয়টি), এবং পূর্ব এশিয়ায় এবং প্যাসিফিকে (পাঁচটি)। এগুলো EFA অর্জনের মধ্য পথে পৌঁছেছে। এসব দেশের শিক্ষা উন্নয়ন সূচক (ইডিআই) ০.৮০ থেকে ০.৯৪ এর মধ্যে। এসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অংশগ্রহণ অনেক বেশি হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষার গুণগত মানের নিম্নস্তর, তাদের সার্বিক অজর্নকে অনেক নিচে নামিয়ে রেখেছে।

- ঊনত্রিশটি দেশ- ইডিআই নমুনার ক্ষেত্রে এসব দেশের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি ইডিআই এর মান ০.৮০ সহ অনেক পিছিয়ে আছে। এসব দলের মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকা অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক যেখানে বুরকিনা ফাসো, চাদ, ইথিওপিয়া, মালি এবং নাইজারে ইডিআই এর মান ০.৬০ এর নিচে। অন্যান্য অঞ্চলের দেশসমূহে, আরব রাষ্ট্রসমূহের চারটি এবং দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের মধ্যে পাঁচটিও এই দলভুক্ত। এগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ দেশেই চারটি পরিমাপকৃত লক্ষ্যের সবগুলোতে প্রাপ্ত স্কোর অনেক নিচে।

১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে শুধু ৪৫টি দেশে ইডিআই এর যে পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলোর মধ্যে একত্রিশটির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে- কয়েকটি ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক এবং নেপালে সংখ্যায় ইডিআই এর মান অনেক নিচে ছিল, এগুলো ২০% এরও বেশি বৃদ্ধি পায়। চৌদ্দটি দেশের ইডিআই এর মান হ্রাস পায়। ইডিআই এর মান সবচাইতে কমে যায় চাদে এবং ২০০৬ সালে এর স্থান সবচাইতে শেষে থাকে যা অন্যান্য দেশ থেকে কম।

ইডিআই এর উন্নতির প্রাথমিক চালিকাশক্তি ছিল বর্ধিত হারে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ। পঁয়তাল্লিশটি দেশে সর্বমোট প্রাথমিক ভর্তির হার[৬] বৃদ্ধি পেয়ে তা গড়ে ৭.৩% হয়। চৌদ্দটি দেশের প্রায় সবকটিতে, যেখানে ইডিআই হ্রাস পেয়েছে, সেখানে নিম্নমানের শিক্ষা ছিল এর একটি প্রধান কারণ।

EFA এর সার্বিক সাফল্য ঃ জেলাগুলোর মধ্যে বিরাজমান অসমতা একটি নিয়ম হয়ে রয়েছে

আদর্শ ইডিআই একটি মানদণ্ড যেটা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে তা জাতীয় গড়সমূহের একটি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরে। যাহোক দেশের অভ্যন্তরে যে বৈষম্য রয়েছে তা এটা ধরতে পারে না। এই ঘাটতিগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য পঁয়ত্রিশটি উন্নয়নশীল দেশের খানা জরিপের তথ্য ব্যবহার করে একটি নতুন শিক্ষা সূচক (EIIIG)* উদ্ভাবন করা হয় (চিত্র ৮)। এই সূচকটি সার্বিকভাবে দেশের অভ্যন্তরে EFA অর্জনের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে, যা গ্রাম-শহরেরর অবস্থানের ভিত্তিতে করা হয়। এটা প্রকাশ করে যে ঃ

- প্রায় পঁয়ত্রিশটি দেশের আয়ের সব কটি দলের মধ্যে সার্বিক EFA অর্জনের এক বিরাট বৈষম্য বিরাজমান। জাতীগুলোর মধ্যে যে ধরনের বৈষম্য রয়েছে, সেই ধরনের ব্যবধান দেশগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। বেনিন, বুরকিনা ফাসো, চাদ,

৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়সের শিশুর অনুপাত যারা প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার ভর্তি হয়।

** EIIIG-EFA Inequality Index for Income Groups*

ইথিওপিয়া, মালি, মোজাম্বিক এবং নাইজারে বিশেষ করে বেশ বৈষম্য রয়েছে ঃ এসব দেশের দরিদ্র দলগুলোর চাইতে ধনী দলগুলোর EIIIG দ্বিগুণেরও বেশি।

- যে সকল দেশে ভাল কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উচ্চ EFA অর্জন শুধু অনেক বেশি তাই নয়, তাদের মধ্যে অসমতাও অনেক কম।

- বেশির ভাগ দেশেই সার্বিক EFA অর্জনের অগ্রগতি সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্য সুফল বয়ে এনেছে। পঁয়ত্রিশটি দেশের তিন চতুর্থাংশ দেশে সবচেয়ে ধনী এক পঞ্চমাংশ এবং সবচেয়ে দরিদ্র এক পঞ্চমাংশ জনসংখ্যার মাঝে বৈষম্য কমেছে। বেনিন, ইথিওপিয়া, ভারত এবং নেপালে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য ১৫% অথবা এর থেকে বেশি কমে গিয়েছে।

- আয়ের দল যাই হোক না কেন, গ্রাম এলাকা থেকে শহর এলাকায় সার্বিক ইএফএ অর্জন অনেক বেশি। বুরকিনা ফাসো, চাদ, ইথিওপিয়া এবং মালি শহরের EIIIG, গ্রামের রেজিস্ট্রিকৃত পর্যায় থেকে কমপক্ষে দুইগুণ বেশি।

চিত্র ৮: নির্বাচিত দেশসমূহে সাম্প্রতিককালে সম্পদের কুইনটিল (quintile) অনুযায়ী EFA এর বৈষম্য সূচক

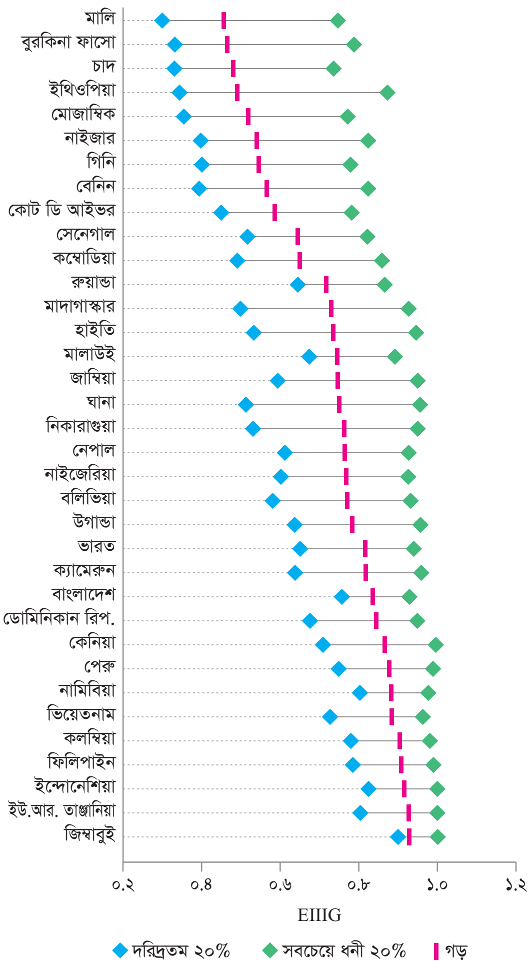

উৎস: গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯
চিত্র ২.৪৪ দেখুন

আয়ের দলগুলোর মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশটি দেশেই সার্বিকভাবে EFA অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য রয়েছে।

অধ্যায় ৩

গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ন্যায্যতা জোরদারকরণ: কেন প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ

শিক্ষায় ভাল প্রশাসন কোন বিমূর্ত ধারণা নয়। এটা হচ্ছে ভাল অর্থায়নের বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে আঞ্চলিক চাহিদা মেটানো হয়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অনুপ্রাণিত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্যালয় এবং সম্প্রদায় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদানই হচ্ছে প্রশাসনের জন্য বিবেচনার বিষয়। কিভাবে সরকারসমূহ প্রশাসনের চারটি মূল ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রয়োগ এবং সংস্কার করে থাকে তা অধ্যায় ৩ এ তুলে ধরা হয়েছে ঃ শিক্ষায় অর্থায়ন; পছন্দ, প্রতিযোগিতা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে বলার ক্ষমতা; শিক্ষক এবং পরিবীক্ষণ এবং শিক্ষা পরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহ। যদি এবং কিভাবে শিক্ষা প্রশাসন গুণগত মান এবং অসমতা হ্রাস করার বিষয়গুলো উন্নত করছে, তা এখানে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন দিল্লীতে তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে যাচ্ছে: স্কুলের মেয়েরা এবং পথচারী শিশুরা

শিক্ষা প্রশাসন ঃ ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক এবং এর চাইতে ও বেশি কিছু

EFA এর এজেন্ডার প্রধান একটি অংশ হলো প্রশাসনের সংস্কার। ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন প্রশস্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে রয়েছে সাড়া জাগানো, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। ভাল প্রশাসন সবকটির জন্য একটি মাত্র মডেল হিসাবে উপযুক্ত মনে না করার পরামর্শ দিয়ে ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থায় আরো ন্যায্যতা আনার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিকেন্দ্রীকরণে চালু করতে সাহায্য করে।

দেশের প্রশাসনের সংস্কারের অভিজ্ঞতাসমূহের বিন্যাস অনেক বিশাল এবং প্রমাণাদিতে মিশ্র ফলাফল দেখা যায়। দুটো বৃহত্তর সমস্যা শনাক্ত করা যায়: "নীলনকশা" প্রয়োগের প্রবণতা যা স্থানীয় অবস্থাকে গণ্য করে না এবং ন্যায্যতার প্রতি অপর্যাপ্ত মনোযোগ। সংস্কারের কেন্দ্রে বিরাজমান দরিদ্রতা এবং অসমতাসমূহ হ্রাসের জন্য প্রায়শই প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ কাজে লাগাতে ব্যাপক ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হলে দেশসমূহকে প্রশাসনের সংস্কারে ন্যায় বিচারের ওপর আরো বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

শিক্ষা প্রশাসনের চারটি দিক পরীক্ষা করতে এবং কিভাবে অসমতাকে তারা মোকাবেলা করছে, এ বিষয়ে রিপোর্টে চারটি প্রধান সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে ঃ

- **শিক্ষায় অর্থায়ন ঃ** বিকেন্দ্রীকরণ যদিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশ দৃঢ় ভূমিকা রাখতে হবে।
- **বিদ্যালয় প্রশাসন ঃ** মৌলিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করার ব্যাপারে সম্প্রদায়, পিতামাতা এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিকট শিক্ষার দায়িত্ব হস্তান্তর করা কখনই বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না।
- **শিক্ষক এবং পরিবীক্ষণ ঃ** সরকারকে অবশ্যই শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রেষণা জোরদার করতে হবে; উন্নত জবাবদিহিতা, সমতা এবং শিখনের জন্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে; এবং পরিবীক্ষণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেটার সাথে থাকবে বিদ্যালয়কে সহায়তা প্রদান।
- **পরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ** দারিদ্র্য এবং চরম অসমতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষাকে বৃহত্তর কৌশলসমূহের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

ন্যায় বিচারের জন্য শিক্ষায় অর্থায়ন

বিশ্বকে যদি ডাকার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হয় তবে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু বর্ধিত অর্থায়ন হলো শিক্ষা নীতিমালার বৃহত্তর সেটের চ্যালেঞ্জসমূহের অংশ বিশেষ। সবার জন্য শিক্ষা অর্জন করতে হলে দেশগুলোকে সক্ষমতার উন্নতি সাধন এবং অর্থসম্পদকে বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসমতাকে মোকাবেলা করতে তাদেরকে কৌশল উন্নয়ন করতে হবে।

শিক্ষায় সরকারি ব্যয়

শিক্ষায় জাতীয় আয়ের যে অংশ নিয়োজিত হয় সেটা বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আয়ের দলগুলোর মধ্যে অনেক ভিন্ন হয় (সারণী ১)। সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার নিম্ন আয়ের দেশসমূহে যেখানে প্রায় ৮০% বিদ্যালয় বহির্ভূত জনসংখ্যা বসবাস করে, সেখানে শিক্ষাখাতে জিএনপি (GNP) এর সবচাইতে ক্ষুদ্র অংশ বিনিয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। সাব-সাহারান আফ্রিকায়, একুশটি নিম্ন আয়ের দেশের মধ্যে এগারোটির তথ্যে দেখা যায় যে, শিক্ষাখাতে তারা জিএনপি এর ৪% এরও কম ব্যয় করে।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ শিক্ষায় তার জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৬%, ভারত ৩.৩% এবং পাকিস্তান ২.৭% ব্যয় করে। নিম্ন আয়ের দলসমূহের মধ্যে ভিন্নতার মাত্রা অনেক বেশি ঃ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র শিক্ষার জন্য জিএনপি এর ১.৪% রেখে দেয়, যেখানে ইথিয়পিয়া এর জন্য ৬% রাখে।

EFA এর লক্ষ্যে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশসমূহের পরিচালন প্রক্রিয়ার সংস্কারে ন্যায় বিচারের ওপর আরো বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সারণী ১: GNP এর শতকরা হার হিসেবে শিক্ষায় মোট সরকারি ব্যয় এবং অঞ্চলভেদে মোট সরকারি ব্যয়ের হিসাব (শতকরা), ২০০৬

সাব সাহারান আফ্রিকা	আরব রাষ্ট্রসমূহ	মধ্য এশিয়া	মধ্য এশিয়া এবং প্যাসিফিক	দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া	ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারাবিয়ান	উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ	মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপ
GNP-এর % হিসাবে শিক্ষায় মোট সরকারি ব্যয়							
৪.৪	৪.৬	...	৩.৪	৩.৩	৪.১	৫.৫	৫.৩
মোট সরকারি খরচের শতকরা হিসাবে শিক্ষায় মোট সরকারি খরচ							
১৮	২১	...	...	১৫	১৫	১২	১৩

উৎস: সারণী ৩.২ এবং পরিশিষ্ট দেখুন। EFA গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর পরিসাংখ্যিক সারণী ১১ দেখুন।

বেশির ভাগ দেশের তথ্যে দেখা যায় ডাকার এর সময় থেকে সরকারের খরচ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকটি দেশে EFA এর লক্ষ্যসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সাথে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। ইথিওপিয়া, কেনিয়া, মোজাম্বিক এবং সেনেগালে শিক্ষার বিনিয়োগে জিএনপি এর অংশ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রত্যেকটি দেশেই বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা তৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গিয়েছে।

যাহোক, ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে ১০৫টি দেশের ৪০টির তথ্যে দেখা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগে জাতীয় আয়ের অংশ হ্রাস পেয়েছে। বারটি দেশে এক শতাংশ পয়েন্টের থেকেও বেশি কমে গিয়েছে। শেষের দলগুলোর মধ্যে অনেকগুলো দেশ রয়েছে যাদের বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, যেমন কঙ্গো এবং ভারত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় অন্যান্য দেশসমূহে শিক্ষার ব্যয় অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমানে তাদের নিম্ন মানের বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে এসব দেশে শিক্ষা, দক্ষতা এবং ন্যায্যতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আফ্রিকার অনেক সাব-সাহারান অঞ্চলে বিদ্যালয়ের কি মওকুফের ফলে অনেক দরিদ্র শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারছে।

শিক্ষায় খরচের অসমতা বৈশ্বিক আয়ের অসমতায় প্রতিবিম্বিত হয়। ২০০৬ সালে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য খরচের পরিমাণ ৩০০ ডলারেরও কম ছিল। অপরদিকে বেশির ভাগ উন্নত দেশগুলোতে এ খরচ প্রায় ৫০০০ মার্কিন ডলার ছিল। (২০০৫ সালের ডলারের দাম ধরে)।

অঞ্চল হিসেবে সাব সাহারান আফ্রিকাতে ৫-২৫ বৎসর বয়সী জনগণের ১৫% বাস করে কিন্তু এদের জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষা খরচের মাত্র ২% খরচ হয়। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় এ বয়সের এক চতুর্থাংশের বেশি লোক বাস করে কিন্তু তাদের জন্য শিক্ষা খরচ হয় মাত্র ৭% (চিত্র ৯)।

কার্যকরতার উন্নয়ন এবং দুর্নীতি হ্রাসকরণ

অর্থ বাড়াতে হলে তার সাথে অর্থের উন্নত কার্যকরতা থাকতে হবে এবং অর্থানে প্রশাসনকে জোরদার করতে হবে। যদিও প্রত্যেক দেশেই শিক্ষায় সার্বিক খরচের কার্যকরতায় পরিমাপ করা বেশ কষ্টকর, তবে অর্থ বিনিয়োগ এবং তার সুনির্দিষ্ট ফলাফল যেমন, ভর্তি, সমাপ্তিকরণ এবং শিখন অর্জন তুলনা করলে এটা প্রমান হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৬ সালে সেনেগাল এবং ইথিওপিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার একই ছিল (৭১%), কিন্তু সেনেগাল প্রতি শিক্ষার্থীর

চিত্র ৯: আঞ্চলভেদে বৈশ্বিক সরকারি শিক্ষা খরচের বণ্টন, ২০০৪

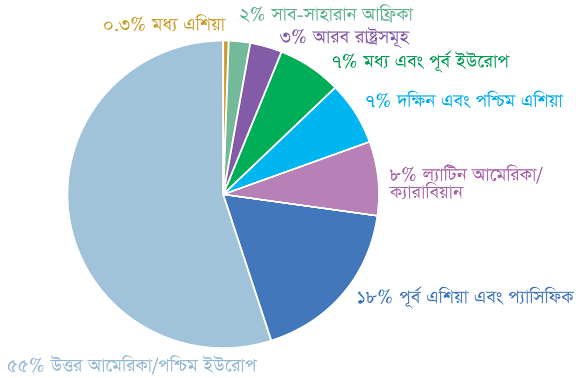

উৎস: *EFA গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ এর চিত্র ৩.৪ দেখুন।*

জন্য ইথিওপিয়ার চাইতে দ্বিগুণ এরও বেশি খরচ করেছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইথিওপিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশি দক্ষভাবে বিদ্যালয়গুলোতে সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহার করেছে। যদিও প্রত্যেক দেশের বিদ্যালয়গুলোতে গুণগত মানে কোন ভিন্নতা রয়েছে কিনা তা বলা যায় না।

শিক্ষার ওপর দুর্নীতি গভীরভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থের অপব্যবহারের মানে হলো শিক্ষায় অর্থায়নের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বিদ্যালয়ে পৌঁছে না। মেক্সিকোতে ২০০৩ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে পরিবারগুলো সরকারি শিক্ষায় প্রবেশের নিশ্চয়তার জন্য প্রায় ১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঘুষ দিয়েছে। গড়ে প্রত্যেক পরিবার ৩০ ইউ.এস. ডলার করে দিয়েছে, যেটা সেখানে আইন করে বিনামূল্যে হওয়ার কথা ছিল। সুবিধাবঞ্চিত বিশেষ করে যারা সরকারি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যাদের আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা কম এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে টাকা প্রদানে যারা কম সক্ষম, প্রায়শই তারা দুর্নীতির শিকার হয়। জাতীয়ভাবে দুর্নীতি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণের একটি উদাহরণ হলো ইন্দোনেশিয়ার বিদ্যালয় মঞ্জুরী কার্যক্রম যেটা প্রশাসনকে জোরদার এবং দুর্নীতিকে মোকাবেলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোকে সমন্বিত করেছে।

অর্থায়নে বৃহত্তর ন্যায়বিচারের জন্য কৌশলসমূহ: অসমতা দূর করে প্রতিবিধান করার জন্য শিক্ষায় সরকারি খরচের সুপ্তশক্তি রয়েছে, কিন্তু এগুলো অসমতাকে আবার বাড়াতেও পারে। সম্পদশালী অঞ্চলসমূহ এবং সুবিধাপ্রাপ্ত দলসমূহ প্রায়শই দরিদ্রতম অঞ্চলসমূহ

এবং সুবিধাবঞ্চিত দলসমূহের চাইতেও বেশি পরিমানের অর্থায়নকে আকর্ষণ করে। কয়েকটি ক্ষেত্রে, অসম তহবিল নৃতাত্ত্বিকদের নিকট যায়। উদাহরণস্বরূপ, মেসিডোনিয়ার প্রাক্তন যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষার্থীরা যারা আলবানিয়ান পটভূমি থেকে এসেছে তারা প্রতিজন মেসিডোনিয়ার পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রায় ২০% কম অর্থ পায় এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এর ব্যবধান ৩৭% এরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

ন্যায্যতাকে জোরদারকরণের জন্য সরকারসমূহ বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির উন্নয়ন করেছে। সাব-সাহারান আফ্রিকার কিছু কিছু দেশ বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ করার ফলে খরচের ক্ষেত্রে আরো ন্যায্যতা এসেছে, যার জন্য আরো দরিদ্র শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারছে। উদাহরণস্বরূপ, সেনেগাল, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়ার যুক্ত প্রজাতন্ত্র এবং জাম্বিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যালয়ের বেতন বিলুপ্ত, এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষায় খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে যা সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার জোরদার করেছে এবং ভর্তির ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

অন্য এ্যাপ্রোচটি হচ্ছে বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়সমূহে স্থানান্তর করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত অথবা ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দের মাধ্যমে তারা অসমতা কমিয়ে আনতে পারে। ঘানাতে বিদ্যালয়ে মঞ্জুরী কার্যক্রম ভর্তির অনুপাতকে দ্রুত বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণ ঃ অসমতার জন্য সম্ভাব্য এক চালিকা শক্তি

বেশ কয়েকটি দেশে অর্থনেতিক দায়িত্ব এবং পরিচালন, সরকারি ব্যবস্থার নিচের পর্যায়ে, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়ে সরবরাহকারীদের নিকট স্থানান্তর করা হয়েছে। এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সম্প্রদায়সমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পেয়েছে, যা স্থানীয় চাহিদা পূরণে এবং দরিদ্রদেরকে বলতে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

যাহোক, অর্থায়নের বিকেন্দ্রীকরণে ন্যায় বিচারের জন্য কতগুলো অনিশ্চিত তাৎপর্য রয়েছে। অনেক দেশের যেমন, চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় যে, অর্থায়নের দায়িত্ব স্থানান্তরের ফলে সম্পদশালী অঞ্চলসমূহ ভালভাবে সম্পদ স্থানান্তর করেছে যা অসমতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। নাইজেরিয়াতে সম্পদশালী রাষ্ট্র এবং অঞ্চলসমূহ যেখানে শিক্ষায় সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ রয়েছে তারা কেন্দ্রীয় সম্পদের একটি বড় অংশ পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা দরিদ্রতম এলাকাগুলোর থেকে পাঁচগুণ বেশি পায়। দরিদ্রতম অঞ্চলসমূহে স্থানীয় নিম্ন রেভিনিও সংগ্রহের মাধ্যমে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবস্থা শিক্ষার অর্থায়নের বড় ধরনের বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

এ ধরনের ফলাফল এড়ানোর জন্য দরিদ্রতম অঞ্চলসমূহ এবং সুবিধাবঞ্চিত দলসমূহের প্রতি সম্পদের পুনর্বণ্টনে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়/শক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভিয়েতনামে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে তার বিস্তৃতি বিভিন্ন। ন্যায় বিচারের বিকেন্দ্রীকরণ ভালোও নয় আবার মন্দও নয়। বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে কিনা এই প্রশ্নটির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিভাবে এবং কী বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে সেটাই মুখ্য। ন্যায়সঙ্গত বিকেন্দ্রীকরণের কৌলশসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

- বিকেন্দ্রীকৃত আয় এর জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত করা যেমন জাতীয় মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেন সরকার অর্থ সংগ্রহ না করে।
- ন্যায়সঙ্গত অর্থায়ন ব্যবস্থায় ফর্মূলা উন্নয়ন যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থ হস্তান্তর করার মাধ্যমে দারিদ্র্য, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সূচকসমূহকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা যায় এবং যেখানে জাতীয় EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সম্ভাব্য মূল্য প্রতিফলিত হয়।
- সুস্পষ্ট নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা যাতে জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যসমূহ এবং ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন এর জন্য জোড়ালো অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়।

পছন্দ, প্রতিযোগিতা এবং মতাদি প্রকাশের অধিকার ঃ বিদ্যালয় প্রশাসনের সংস্কার এবং EFA

বিদ্যালয় পরিচালন এবং অর্থায়নে সরকার, পিতামাতা, সম্প্রদায় এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা কী? নিচের আলোচনায় বিদ্যালয় প্রশাসনের তিনটি সংস্কার তুলে ধরা হয়েছে ঃ বিদ্যালয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তর; বিদ্যালয় পছন্দ এবং প্রতিযোগিতার প্রসারণ, কম বেতনের বেসরকারি বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ। এর সাহায্যে এটাই নির্ধারণ করতে চেষ্টা করা হয় যে, এই সংস্কারগুলো দরিদ্রদের বলার অধিকার এবং তাদের পছন্দসমূহকে বৃদ্ধি করে কী না।

বিদ্যালয়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ঃ এ্যাপ্রোচ এবং ফলাফলের একটি প্রশস্ত পরিসর

বিদ্যালয়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অনেকগুলি সংস্কারের বর্ণনা করে যা বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষক, মা-বাবা এবং সম্প্রদায়সমূহকে আরো বেশি স্বাধীনতা প্রদান করে। এই ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয়সমূহকে স্থানীয় চাহিদার প্রতি আরো সাড়া প্রদানের সহায়তা করে, পিতামাতাকে সত্যিকার অর্থে বলার ক্ষমতা দেয় এবং শিক্ষকদের অংশগ্রহণ, প্রেষণা এবং জবাবদিহিতা জোরদার করে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার শিখন অর্জনের উন্নয়ন এবং ন্যায্যতাকে জোরদার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এল সালভাদরের EDUCO স্কুলের শিক্ষার্থীরা যারা EDUCO বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয় তাদের তুলনায় গণিত এবং ভাষায় বেশি নম্বর পায়। তবে হণ্ডুরাসে একই ধরনের কার্যক্রমে, অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়সমূহের অভীক্ষায় স্কোরে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের স্কোর থেকে পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হয না। ল্যাটিন আমেরিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে, শিক্ষণ অনুশীলনীতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি।

"বলার" প্রভাবও বেশ অস্পষ্ট। আনুষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি যেমন, অভিভাবক শিক্ষক এসোসিয়েশন এবং বিদ্যালয় গভর্নিং বডির মাধ্যমে আরো বেশি স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষকে পিতামাতা এবং সম্প্রদায়সমূহের কাছে এনে দিতে পারে। এটার অর্থ এই নয় যে এটা আপনা আপনি ব্যাপক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পরাভূত করবে। উদাহরণস্বরূপ নেপালে, বেশিরভাগ উচ্চ গোত্রের মানুষরাই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি চালায়; অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে, সংখ্যালঘিষ্ট দলসমূহ বিদ্যালয় বোর্ডসমূহে কম প্রতিনিধিত্ব করে। বিদ্যমান সামাজিক অসমতা এবং অবস্থা যেমন দারিদ্র্য, যেটা অংশগ্রহণের মাধ্যমে ন্যায়বিচার বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয়।

শিক্ষা ব্যবস্থায় পছন্দ এবং প্রতিযোগিতা

প্রায় সকল দেশে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের। সরকারের এই দায়িত্ব সরাসরি শিক্ষার ব্যবস্থাদি থেকে শুরু করে বেসরকারি ব্যবস্থাপকদের পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ অবধি বিস্তৃত। বিদ্যালয় নির্বাচনে পিতামাতার পছন্দের বিষয়টি প্রসারিত হয়েছে যাকে বিদ্যালয়ের গুণগতমান বৃদ্ধির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। কোন কোন দেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব যেখানে সরকার বেসরকারি কর্মকর্তাদের অর্থ সহায়তা করে, সেখানে এসব স্কুল পছন্দ এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তারের প্রধান মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

কখনও কখনও উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশে বিদ্যালয় পছন্দ এবং প্রতিযোগিতা বিপরীত মুখী বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে। উন্নত শিখনফল এবং বৃহত্তর ন্যায্যতার ক্ষেত্রে মা বাবার বেশি পছন্দ কি কোন প্রভাব ফেলে? সাক্ষ্য প্রমাণে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। PISA পরিমাপে বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা শিখন ফলের ওপর কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা তা নির্দেশ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চার্টার বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং ভাউচার কার্যক্রমের ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন অথবা বৈষম্য মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। চিলির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে: পছন্দ এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সরকারি পরিচালন প্রক্রিয়ার সংস্কারকে ব্যাপকভাবে অণুকরণীয় মডেল হিসেবে উদ্ধৃতি প্রদান করা হলেও এর ফলাফল নৈরাশ্যজনক। বেসরকারি বিদ্যালয় যেগুলো রাষ্ট্রের ভর্তুকি পায়, সেগুলো আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রক্ষিতে একবার সমন্বয় করা হলে মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যালয়ের ন্যায় কোন ধরনের সুবিধা পায় না।

> উন্নত শিখনফল এবং বৃহত্তর ন্যায্যতার ক্ষেত্রে মা-বাবার বর্ধিত পছন্দ কি কোন প্রভাব ফেলে ? সাক্ষ্য প্রমাণে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

শিক্ষার মানের উন্নতি এবং ন্যায্যতার ক্ষেত্রে পছন্দ এবং প্রতিযোগিতার অনুকূলে আমেরিকান এবং চিলির অভিজ্ঞতাসমূহে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেখা যায় না। সুইডেনের অভিজ্ঞতাসমূহ বেশি ইতিবাচক। ১৯৯০ সালের প্রথম দিক থেকে দেশটি পিতামাতাকে রাষ্ট্রীয় তহবিল সহ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বেছে নিতে অনুমতি দিয়েছে। এই ব্যবস্থার জন্য সুইডেনে অনেক সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। যাহোক এ ধরনের ব্যবস্থা অন্যান্য স্থানেও প্রবর্তিত করাটা বির্তকের ব্যাপার। সব শিশুকে ভাল শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা, যেখানে কম অসমতা রয়েছে এমন একটি দেশে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করা হয়। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের তত্ত্বাবধানের বা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদৃঢ় সরকারি সামর্থ্যও রয়েছে। এ ধরনের অবস্থা অনেক উন্নত দেশেই বিদ্যমান নয়, যা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রশ্নই উঠে না।

সুবিধাবঞ্চিতদের রক্ষার জন্য নিরাপদ কোন ব্যবস্থা সৃষ্টি ছাড়াই যদি সরকারগুলো বিভিন্ন পছন্দের বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তবে এ ধরনের বিদ্যালয় ব্যবস্থা অসমতা সৃষ্টির উৎস হতে পারে। জরুরিভিত্তিতে বিশেষ করে দরিদ্রতম দেশসমূহে যথাযথভাবে অর্থায়নকৃত সরকারি ব্যবস্থা রাখা এবং সবাই যেন তা পেতে পারে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কম বেতনের বেসরকারি বিদ্যালয় ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার লক্ষণ

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে যেমন-ঘানা, ভারত কেনিয়া, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তানে কমবেতনের বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। এ ধরনের বৃদ্ধি ঘটার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিম্নমানের সরকারি ব্যবস্থাদি এবং সরকারি বিদ্যালয়ের অভাব। যদিও এ ধরনের প্রসারণে ভিন্নতা রয়েছে, কম বেতনের বেসরকারি বিদ্যালয়ের বিস্তারের ফলে বস্তি এলাকার শিশুদের সহ অন্যান্য এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য এগুলো ভাল সুযোগ সৃষ্টি করছে।

কম বেতনের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো থেকে অনেকে সরকারি শিক্ষার কার্যকর বিকল্প হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে পিতা-মাতা এসব বিদ্যালয়ের জন্য খরচ করতে পছন্দ করেন এটাতেই প্রমাণিত হয় যে এসব স্কুল কোন বাস্তব চাহিদা পূরণ করে, খরচ সাধ্যের মধ্যে এবং পিতামাতাকে সত্যিকারের পছন্দ মাফিক কিছু সরবরাহ করে।

এ ধরনের অনেক দাবির স্বপক্ষে কোন প্রমাণাদি নেই। সমাজের দরিদ্রতম সদস্যরা প্রায়শই তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় ধরনের ত্যাগ ছাড়া বিদ্যালয়ের বেতন দিতে পারে না। এ ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিম্নমানের হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাদি নেই বলেই এগুলোর প্রয়োজন দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির কোন কোন বস্তি এলাকার বাসিন্দারা তাদের শিশুদের কোন সরকারি বিদ্যালয়ে পাঠাতে স্থির করতে পারেন না-কারণ সেখনে কোন সরকারি বিদ্যালয় নেই।

কম বেতনের বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুসংহত করে কিছু পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল পাকিস্তান, যেখানে সুইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ সার্বিকভাবে কম ভর্তি এবং ব্যাপক জেন্ডার বৈষম্যসম্পন্ন প্রেক্ষাপটে কম বেতনের বেসরকারি ব্যবস্থাপকদের সহায়তা দানের জন্য ভাউচার এবং স্কুল ভর্তুকি কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে যা ইতিবাচক সুফল বয়ে এনেছে। যাহোক, যেখানে কম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার বহিসাহায্যের ওপর নির্ভরশীল রয়েছে সেখানে এ ধরনের কার্যক্রম কতটুকু টেকসই হবে সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে বেশির ভাগ দরিদ্র পরিবার রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল।

সাত্যিকারের চাহিদা, কম বেতনের বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু তারা যে শিক্ষা প্রদান করে তা যে সাধ্যের মধ্যে তাতে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে এবং তা উচ্চমানের, তার স্বপক্ষে খুব কম প্রমাণাদি রয়েছে। বেসরকারি অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাপকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সরকারকে এটা নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে যথাযথভাবে নিয়মিত জাতীয় কৌশলসমূহের সাথে এগুলো সমন্বিত হয়। যাহোক, যখন দরিদ্রতম দেশগুলোর ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষার বিষয়টি আসে, সে ক্ষেত্রে বেসরকারি অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাদি সরকারি ব্যবস্থার কোন বিকল্প নয়, যেটা প্রত্যেককে ভাল মানের শিক্ষা বেছে নেওয়ার সুযোগ প্রদান করে।

শিক্ষক প্রশাসন এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ

অনেক বিদ্যালয় ব্যবস্থা শিক্ষার মান এবং ন্যায্যতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু মৌলিক সাক্ষরতা এবং গণনার দক্ষতা ছাড়াই বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে। নিচে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং রক্ষনাবেক্ষণে প্রয়োজন এরকম দুটো দিক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে: শিক্ষক এবং পরিবীক্ষণ।

নিয়োগ, প্রসারণ এবং প্রেষণা

এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, যেখানে বেশি চাহিদা রয়েছে সেখনে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকতে হবে, যা শিক্ষায় একটি বড় পলিসি চ্যালেঞ্জ। শিক্ষকের সাথে সম্পর্কিত চারটি প্রশাসনিক বিষয়বস্তু এই রিপোর্ট পরীক্ষা করেছে ঃ বেতন এবং জীবনের যাত্রার মান, নিয়োগ, প্রসারণ এবং প্রেষণা।

মালির একটি গ্রামে একজন নিবেদিত শিক্ষক শিক্ষায় উৎসাহ/উদ্দীপনায় এবং উপকারের প্রতি শিশু মনকে উন্মোচিত করছেন।

বেতন এবং জীবনযাত্রার মান: শিক্ষকদের বেতন নির্দ্ধারণ এবং শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচের জন্য যখন ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় তখন সরকারদের নিয়োগ এবং প্রেষণার ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য উভয় সঙ্কটে পড়তে হয়।

শিক্ষক প্রেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন কোন দেশে যে বেতন নির্ধারণ করা হয় তাতে সংসারের ন্যূনতম খরচও চলে না। সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ স্থানে শিক্ষকদের বেতনের পর্যায় দারিদ্র্য সীমার কাছাকাছি অথবা তার থেকেও অনেক নিচে। নিম্ন বেতন এবং বিলম্বে বেতন প্রদান ভাল যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। এসব বিষয় শিক্ষকের নৈতিকতা/মনোবল দুর্বল করে ফেলে এবং এ কারণেই অনেকে জীবন চালাবার জন্য শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করে। এসমস্ত বিষয়ই মানসম্মত শিক্ষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মধ্য এশিয়ায় বেশির ভাগ দেশের প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে শিক্ষকগণ তাদের বেতনকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে গৃহশিক্ষকতা করেন।

মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাদি মান সম্মত কোন সরকারি ব্যবস্থাদির বিকল্প হতে পারে না।

চুক্তিভুক্ত শিক্ষকবৃন্দ: মান এবং ন্যায্যতার মূল্যে নিয়োগ বৃদ্ধি ? শিক্ষক স্বল্পতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক দেশ সরকারি কর্মব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে চুক্তিভিত্তিক নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। অনেক দেশে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এটা পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- গিনি, নাইজার এবং টোগোতে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন।

কিছু প্রমাণ রয়েছে যে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের ওপর ভরসা করলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। টোগোতে, যেখানে ৫৫% সরকারি বিদ্যালয়ে চুক্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষক রয়েছেন, সেখানে তারা শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীতে যা শেখাচ্ছেন, তা সরকারি চাকুরিরত শিক্ষকদের শেখানোর তুলনায় অনেক নিম্নমানের। ভারতে, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের কাজে লাগানো হচ্ছে। সরকারি চাকুরিরত শিক্ষকদের তুলনায় যেহেতু তারা কম যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সে জন্য সমস্ত এলাকায় সমান মানের শিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

EFA এর প্রেক্ষিতে, যখন গুণগতমানকে কমিয়ে শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়, সেটা হয় ভুল অর্থনীতি। তথাপি সীমিত বাজেটের মধ্যে সরকারের জন্য কৌশল প্রয়োগের স্থান ও সীমিত। দরিদ্রতম দেশসমূহে, শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা মেটানোর জন্য জাতীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি অতিরিক্ত সাহায্যেরও প্রয়োজন হতে পারে।

শিক্ষক বাড়াবার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা: সমতার ব্যবধানকে সামাল দিতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র এবং প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য প্রায়শই পর্যাপ্ত সংখ্যক মানসম্পন্ন শিক্ষক নেই। যেখানে শিক্ষকদের বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে যেখানে জীবনযাত্রার মান বেশ কষ্টকর সেখানে তারা যেতে ইচ্ছুক নাও হতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে স্কুলগুলোতে মানসম্মত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মরত কম সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন এবং এটাই বিশেষ করে অসমতার একটি গুরুতর উৎস। নামিবিয়ার রাজধানীতে ৯২% যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের তুলনায় উত্তর অঞ্চলে গ্রামীণ স্কুলগুলোতে মাত্র ৪০% শিক্ষক যোগ্যতাসম্পন্ন।

এ ধরনের এলাকাগুলোতে শিক্ষকদের পেতে হলে কিছু সম্ভাবনাময় নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার মধ্যে থাকবে আর্থিক উদ্দীপনা এবং স্থানীয় নিয়োগের ব্যবস্থা। যেসব ক্ষেত্রে, শিক্ষক প্রশিক্ষণে দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব কম এমন দলগুলোর জন্য কোটার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থানীয় নিয়োগের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধি, শিক্ষকদের প্রেষণা বৃদ্ধি এবং অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষকদের নিবিড় পরিবীক্ষণ। যাহোক, বাস্তবে দেখা যায়, কম প্রতিনিধিত্বমূলক দলসমূহ থেকে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ক্যাম্বোডিয়া এবং লাও গণপ্রজাতন্ত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের মধ্য থেকে আরো বেশি শিক্ষক নিতে পেরেছে। কিন্তু এর ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাদের নিজস্ব এলাকায় গিয়ে শিক্ষকতা করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ব্রাজিলে কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্রতম এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের জন্য অর্থসম্পদের পুনর্বন্টন করেছে।

যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বের কারণে নাজুক দেশসমুহ বেশ ক্ষতিগ্রস্থ, বিশেষ করে, শিক্ষক বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সমস্যা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানে যা দেখা যায় (বক্স ৬)।

পারদর্শিতার সাথে সম্পর্কিত বেতনের সীমাবদ্ধতা: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা হয়। এটি একটি এ্যাপ্রোচ যার লক্ষ্য শিক্ষকদের দুর্বল প্রেষণা এবং জবাবাদিহিতাকে মোকাবেলা করা। নীতিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বেশ কষ্টকর এবং বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করে। দ্বিমত

পোষণকারীদের মতে শিক্ষার্থীদের কৃতী পরীক্ষায় উন্নত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করার বিষয়টি বিপরীত ফল আনতে পারে, যেমন যে বিষয় শেখানো হচ্ছে সেটা সঙ্কুচিত করা এবং এমন শিশুরা যাদের উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম তাদের বাদ দেওয়া।

শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি দেশ ব্যাপকভাবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কৃতিত্ব সম্পর্কিত বেতনের সংস্কার প্রচলণ করেছে। এর প্রেক্ষিতে উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল উভয় প্রকার দেশসমূহে সাক্ষ্য প্রমাণে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমীক্ষায় কৃতিত্ব সম্পর্কিত বেতন এবং শিক্ষকের পারদর্শিতার মধ্যে কারণ এবং ফলাফলের মাঝে সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না। উপরন্তু, শিক্ষণকে অভীক্ষার প্রতি নির্ভরশীল করলে ন্যায্যতার জন্য নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চিলিতে যে সকল প্রোগ্রাম বিদ্যালয়ের উন্নতি করছে, তাদের চেয়ে পুরস্কারের কার্যক্রম সম্পন্ন বিদ্যালয়গুলোকে আরো ভাল করতে হবে। ভারত এবং কেনিয়াতে ক্ষুদ্র পরিসরের পরীক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, উন্নত অভীক্ষার ফলাফলে প্রতিফলিত হয় যে, শিক্ষকদের প্রবণতা হলো তারা শিক্ষার্থীদের অভীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়, প্রায়শই শিক্ষাক্রমের অন্যান্য দিকগুলো বাদ দেয়া হয় এবং শিক্ষকগণকে ভাল শিক্ষার্থীদেরকেই বেশি যত্ন নিতে দেখা যায়। কেনিয়ার ক্ষেত্রে, উন্নত শিখন অর্জন ক্ষণস্থায়ী বলে দেখা যায়।

যেহেতু শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উন্নয়নের জন্য অনেক উপাদানের সমন্বয় করা হয়, সে জন্য শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চ আয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে পুরস্কৃত করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। যেমন- চাকুরিক্ষেত্রে পরিতৃপ্তি, সরকারি শাখার মূল্যবোধ এবং কাজের পরিবেশ এসব আর্থিক উদ্দীপনা দেওয়ার চাইতেও শিক্ষকদের মাঝে বেশি প্রেষণা জাগাতে পারে।

গুণগত মান এবং সমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিবীক্ষণ করা

শিক্ষা পরিবীক্ষণকে উন্নত করার জন্য দুটো বড় কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ঃ ব্যাপকভাবে শিখন পরিমাপের ব্যবহার এবং বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার সংস্কারসাধন।

শিখনফলের পরিমাপ ঃ বেশি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ কিন্তু পরিকল্পনার সঙ্গে দুর্বল সংযোগ, সাম্প্রতিককালে বৃহৎ পরিসরে শিখন পরিমাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে এই বুঝায় যে, শিখনফলের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান হয়েছে। ২০০০ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দেশে, যার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা বেশি, কমপক্ষে তাদের প্রত্যেকটিতে একবার করে জাতীয়ভাবে শিখনের পরিমাপকার্য পরিচালনা করা হয়েছে।

বক্স ৬ঃ নাজুক রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধিঃ আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা

ব্যাপকভাবে ভর্তি বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়গামী শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে, দ্রুত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিয়োগ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধি এসবই অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। এ চাহিদা মেটাবার জন্য সরকার আটত্রিশটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তবে শহর অঞ্চলেই শিক্ষক বাড়াবার আধিক্য ঘটে। রাজধানী কাবুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ২০% রয়েছে যার মধ্যে মহিলা শিক্ষার্থী হচ্ছে ৮০%।

এই অসামঞ্জস্যতাকে দূর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিউনিটি স্কুলগুলোকে সরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বিত করার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বড় ধরনের উদ্যোগের মধ্যে যেটা হয়েছে, সেটা হলো যেসব শিক্ষক ইতিপূর্বে সম্প্রদায় কর্তৃক এ্যাড হক ভিত্তিতে বেতন পেতেন তাদেরকে বর্তমানে সরকারি বেতন স্কেলের মধ্যে আনা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং চারটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমবেত প্রচেষ্টা এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অতি সাম্প্রতিককালে শিখন পরিমাপসমূহের উদ্দেশ্য হলো সার্বিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার পারদর্শিতার পরিমাপ করা। অন্য ধরনের পরিমাপ যেটা বিদ্যালয় শেষের পরীক্ষায় হয়, যা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা দেখার জন্য নেওয়া হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, যে সব দেশে মাধ্যমিক পর্যায় শেষে আদর্শায়িত পরীক্ষা রয়েছে সেখানে অন্যান্য স্থানের তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ভাল ফলাফল করে। যাহোক, যদি এটাই ভাবনা হয়ে থাকে যে সর্বোচ্চ স্কোর পেতে হবে, তখন দেখা যায় যে দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে বোঝাস্বরূপ মনে করা হয়। কেনিয়ার একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ৬ থেকে গ্রেড ৭ এ উত্তরণের হার আংশিকভাবে নিচে নেমে গিয়েছে। আংশিকভাবে এর কারণ হচ্ছে সর্বশেষ প্রাথমিক পরীক্ষায় কম পারদর্শিদের অংশগ্রহণে অনুৎসাহিত করা হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলো তাদের সার্বিক গড় অর্জন লিগ টেবিলে জনসম্মুখে আনতে চায়নি পাছে কম পারদর্শি শিক্ষার্থীদের জন্য তারা নিচে নেমে আসে।

নীতিমালা উন্নত করার জন্য পরিবীক্ষণের ব্যবহার: বৃহৎ পরিসরে পরিচালিত শিখন পরিমাপের ফলাফল নীতিমালার ডিজাইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিচের উদাহরণগুলো কিছু কিছু প্রধান ক্ষেত্রকে শনাক্ত করে:

- **ন্যূনতম শিখন মান বজায় রাখার জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ:** লেসোথো এবং শ্রীলংকার ন্যূনতম

গুণগত মান কমিয়ে EFA এর প্রেক্ষাপটে শিক্ষক সরবরাহ বৃদ্ধি হলে সেটা হবে ভুল অর্থনীতি।

শিখনমান বজায় রাখার জন্য জাতীয় শিখন পরিমাপ ব্যবহার করা হয়েছে যার বিপরীতে প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন পরিবীক্ষণ করা হয়।

- **শিক্ষাক্রম সংস্কার সম্পর্কে অবহিতকরণ:** রোমানিয়ায় TIMSS এর পরিমাপের খারাপ ফলাফল সবাইকে সচেতন করেছে। এর ফলে সরকার গণিত এবং বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করেছে এবং নতুন শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিখন সামগ্রী উন্নয়ন করেছে।
- **নীতিমালা পর্যালোচনা:** সেনেগালে ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পরিমাপকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখনফলের জন্য একই গ্রেডে পুনর্বার থাকার নেতিবাচক পরিণামের ওপর আলোকপাত করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে, সরকার কিছু কিছু প্রাথমিক স্কুলের জন্য শ্রেণী পুনরাবৃত্তি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।
- **শিক্ষা পরিকল্পনা এবং সংস্কারে অবদান রাখা:** শিক্ষা সেক্টর এবং উপ-সেক্টরে সংস্কার নীতিমালা প্রণয়নের জন্য আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের SACMEQ এর শিখনের পরিমাপের ফলাফলগুলোকে মরিশাস, নামিবিয়া, জাম্বিয়া, জাঞ্জিবার এবং জিম্বাবুয়েতে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষার মান এবং ন্যায্যতার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করার জন্য সরকারগুলোকে পর্যাপ্ত অর্থ সহ কার্যকর ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে

সরকারগুলোকে কার্যকর ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত তহবিল প্রদান করতে হবে যা শিক্ষার মান এবং ন্যায্যতার/সমতার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে এবং পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা পলিসি ডিজাইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যবহার করতে পারে।

জাতীয় পরিমাপকে বিদ্যালয় পর্যায়ের পরিবীক্ষণের সাথে যুক্তকরণ

বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান, শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একমাত্র সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন তত্ত্বাবধায়কগণ বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি নীতিমালাসমূহের প্রয়োগের পরিবীক্ষণ এবং সহায়তা করেন তখন বিদ্যালয়ের বাস্তবতাসমূহকে নীতি নির্ধারকগণের দৃষ্টিগোচর করাতে পারেন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেখানে বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাপনার ওপর কম গবেষণা হয়েছে, সেখানে বাস্তব কোন ঘটনা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কাহিনীর প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় যে তারা অতি চাপের মধ্যে আছে। কিছু কিছু দেশ আছে যারা দুর্বল বিদ্যালয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়। চিলিতে, অনেক স্থাপনার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার বদলে, পরিদর্শকগণ বর্তমানে অনেক কম বিদ্যালয়ের সাথে কাজ করে এবং সহায়তা প্রদান করেন। তত্ত্ববধায়কদের আরো অনেক সহায়তাকেন্দ্রিক করার জন্য এই প্রচেষ্টাতে রয়েছে নতুন চাকুরির বিবরণসহ প্রশিক্ষণ এবং কাজের জন্য নতুন হাতিয়ার তৈরি করা।

শিক্ষা এবং দরিদ্রতা হ্রাসে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টাঃ হারানো যোগসূত্র (The missing link)

যখন সরকারসমূহ ডাকারে মিলিত হয়েছিল, তখন তারা ইএফএ নীতিমালাসমূহকে সার্বিকভাবে দরিদ্রতা নিরসন এবং উন্নয়ন কৌশলসমূহের সাথে স্পষ্টভাবে যুক্তকরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। শিক্ষাকে কোন পর্যন্ত ব্যাপক কৌশলসমূহের সাথে দারিদ্র্য এবং অসমতা দূরীকরণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পেপারসমূহের মাধ্যমে (PRSPs)?

শিক্ষা পরিকল্পনা ঃ সুদৃঢ়, কিন্তু এখনও এতটা দৃঢ় নয়

জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারগণ তাদের লক্ষ্য, প্রাধান্য এবং কৌশলসমূহকে এবং এগুলো অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক অঙ্গীকারসমূহকে প্রকাশ করেছে। দুই হাজার সাল থেকে, অনেক দেশেই পরিমাপযোগ্য ফলাফলকে আরো সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, স্পষ্ট কৌশলগত প্রাধান্যসমূহ, সেক্টরব্যাপী শক্তিশালী এ্যাপ্রোচসমূহ এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘ মেয়াদী আরো পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনাকে জোরদার করা হয়েছে।

যাহোক অনেকখানি অর্জন হলেও কমপক্ষে চারটি ক্ষেত্রে শিক্ষায় নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনার কার্যক্রমে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, কৌশলসমূহ এবং বাজেটের মধ্যে সম্পর্ক প্রায়ই দুর্বল এবং প্রকৃত বাজেট বরাদ্দ পরিকল্পনাকে সহায়তা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ডকুমেন্টের যে পরিকল্পনা তা প্রায়শই সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়ত, অনেক পরিকল্পনা ECCE এর প্রধান ক্ষেত্রসহ সাক্ষরতা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অবহেলা করে। চতুর্থত, অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন জনস্বাস্থ্য এবং শিশু পুষ্টি যেগুলো শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সেগুলোর সাথে পরিকল্পনাগুলোর পর্যাপ্ত সম্পর্ক নেই। এ ধরনের সীমাবদ্ধতার অর্থ হলো শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম নাও হতে পারে।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৌশলসমূহ ঃ নতুন প্রজন্ম, পুরানো সমস্যা

PRSPs সরকারের ব্যাপক জরুরিভিত্তিক উন্নয়নকে চালু করেছে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আংশিক কাঠামোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে চুয়ান্নটি দেশে সক্রিয় PRSPs রয়েছে। বেশির ভাগ দেশসমূহ হলো নিম্ন আয়ের- এ সবের অর্ধেকেরও বেশি সাব-সাহারান আফ্রিকাতে। রিপোর্টটি প্রথম এবং দ্বিতীয় PRSPs উন্নয়ন করেছে, এরকম আঠারটি দেশের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে। অল্প কয়েকটি সফলতার কাহিনী ছাড়া অনেক PRSPs সমূহে সবচাইতে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শিক্ষার ইস্যুগুলোকে কোন প্রকারে মোকাবেলা করার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আরো বেশি বাস্তবভাবে বলতে হলে বলতে হয়, চারটি প্রধান ক্ষেত্রে PRSPs হলো ব্যর্থ শিক্ষা ঃ EFA -এর এজেন্ডার সংযোগ, লক্ষ্য নির্ধারণ, ব্যাপক সরকারি সংস্কার এবং বিভিন্ন সেক্টরকে সমন্বিতকরণ।

ইএফএ -এর এজেন্ডার সাথে দুর্বল সংযোগ: বেশির ভাগ PRSPs অন্যান্য EFA লক্ষ্যসমূহ অর্জনের চাইতে ২০১৫ সালের মধ্যে UPE এর সংখ্যাগত লক্ষ্য অর্জনে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। ব্যাপক ইএফএ -এর লক্ষ্যসমূহ বৃহত্তর পরিসরে দারিদ্র্য হ্রাস এজেন্ডা থেকে হয় কম প্রদর্শিত হয় না হয় বিচ্ছিন্ন রয়ে যায়। ECCE এবং সাক্ষরতার সাফল্যের জন্য উভয়েরই বহুমুখী সেক্টর কর্তৃক সমন্বয়ের প্রয়োজন, তবে এখনও PRSPs এর সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। মাদাগাস্কার এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সাফল্যমণ্ডিত এ্যাপ্রোচ পরিলক্ষিত হয়, যা সরকারি এজেন্সি সমূহকে জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে, যেখানে জাতীয় PRSPs এর মধ্যে জোড়ালোভাবে সাক্ষরতার অংশ থাকবে। যাহোক, এ ধরনের সংযোগ সাধনের অভিজ্ঞতা বেশ কম।

লক্ষ্য নির্ধারণে সমস্যাসমূহ: PRSPs এ সাধারণত বাস্তবতা বর্জিত এবং সামঞ্জস্যহীন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রায়শই লক্ষ্য, কৌশল এবং অর্থায়নের অঙ্গীকারসমূহে অসঙ্গতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ক্যাম্বোডিয়ায়, বাজেট পরিকল্পনায় বর্ণিত ইচ্ছাসমূহ এবং পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে সুস্পষ্ট অসঙ্গতি বিদ্যমান। উপরন্তু, মাত্র সীমিত সংখ্যক কয়েকটি দেশ শিক্ষায় সমতা পরিবীক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদানে সুনির্দিষ্ট টার্গেট নির্ধারণ করে থাকে। জেণ্ডার সম্পর্কিত লক্ষ্য নির্ধারণ বেশ দৃঢ়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে অসমতা বিদ্যমান, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা অথবা দারিদ্র্যের সাথে সম্পর্কিত, সেখানে এটা নাজুক।

শিক্ষার কৌশলসমূহ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে বিচ্ছিন্নাবস্থা: PRSPs সমূহ প্রায়শই জাতীয় অঙ্গীকারসমূহকে ব্যাপকভাবে সরকারি প্রশাসন সংস্কারের কাজে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। যাহোক, শিক্ষার ন্যায্যতা বা সমতার সংস্কারের তাৎপর্য কদাচিৎ বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়, এমনকি তাৎপর্যপূর্ণ সম্ভাবনাময় পরিণতিসহ সংস্কারের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বিকেন্দ্রীকরণ। সাধারণভাবে, স্বল্পসংখ্যক PRSPs বাস্তবভিত্তিক কৌশলে নির্দেশ দেয় যে, নিশ্চিত ভাবে প্রশাসনিক সংস্কার, শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ব্যাপক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রচেষ্টার মধ্যকার সংযোগকে জোরদার করতে পারে।

বিভিন্ন সেক্টোরাল এ্যাপ্রোচে শিক্ষা অনুপস্থিত: শিক্ষায় অনড়ভাবে বিদ্যমান বেশি অসমতার সঙ্গে যে সব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলি হচ্ছে: দরিদ্রতা, জেণ্ডার, স্থান এবং সাংস্কৃতিক প্রান্তিক অবস্থান যার জন্য প্রয়োজন ব্যবহারিক নীতিমালা যা শিক্ষা শাখাকেও ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। PRSPs এর পয়েন্ট থেকে প্রমাণাদিতে দেখা যায়, যেখানে ক্ষেত্রসমূহে ক্ষীণ সংযোগ অথবা যার অস্তিত্ব নেই সেখানে শিক্ষার বাইরের প্রচেষ্টা EFA এর অগ্রগতিকে সঙ্কটপূর্ণ করে তোলে ঃ জেণ্ডার, শিশু পুষ্টিহীনতা, এইচআইভি/এইডস, প্রতিবন্ধী, প্রান্তীয় অবস্থা এবং দ্বন্দ্ব।

দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য সমন্বিত সামাজিক সংরক্ষণ কার্যক্রম

যখন সমন্বিত কাঠামো সরবরাহে PRSPs ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়, তখন সেখানে ইতিবাচক অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা যায়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিশু শ্রমের সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করার মাধ্যমে সামাজিক সংরক্ষণ কার্যক্রম শিক্ষায় অনেক অবদান রাখছে। নগদ অর্থ স্থানান্তরের জন্য ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ যেমন ব্রাজিল, চিলি, ইকুয়েডর এবং মেক্সিকো বিশেষভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের বোলসা ফেমিলিয়া কার্যক্রম ১১ মিলিয়ন পরিবারের কাজে পৌঁছেছে, যাদের মধ্যে অনেকেই সমাজের দরিদ্রতম। এটা শিশুসহ দরিদ্র পরিবার গুলোকে মাসে ৩৫ ইউএস ডলার পর্যন্ত নগদ প্রদান করে, এর জন্য শর্ত আরোপ করে যে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে রাখতে হবে এবং তাদেরকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়

শিক্ষায় অনড়ভাবে বিদ্যমান বেশি অসমতা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন ব্যবহারিক নীতিমালা যা শিক্ষা শাখাকেও ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

যে শিশুরা যারা শিশু সহায়তা কার্যক্রমের অধীনে ছিল তারা উন্নত পুষ্টি পেয়েছে। এই কার্যক্রম বিদ্যালয়ে ভর্তিতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখে।

এই ধরনের কার্যক্রমগুলি এত বেশি সাফল্য অর্জন করেছে যে এর একটি পাইলট প্রজেক্টের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রেও গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন খাতের কার্যক্রমে এ ধরনের সাহায্য প্রদানের জন্য বিবেচনা করার বিশেষ যুক্তি রয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক দরিদ্রতা পরিমাপ দারিদ্র্য এবং ঝুঁকিপূর্ণতার অন্তর্নিহিত কারণগুলোর প্রতি নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে।

বক্স ৭: মেক্সিকোর অপারচুনিডেডস কার্যক্রম থেকে নিউইয়র্ক শিখছে

মেক্সিকোর অপারচুনিডেডস কার্যক্রম মডেলের ভিত্তিতে নিউইয়র্ক শহর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। অপারচুনিটি NYC একটি পাইলট কার্যক্রম যা জেলাগুলোতে অত্যন্ত দরিদ্র এবং বেকার লোক রয়েছে এমন ৫০০০ পরিবারকে সাহায্য করছে। দুই বৎসরে ৫৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলারের কার্যক্রমটিকে বেসরকারিভাবে রককেলার ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য দাতাগোষ্ঠিরা সাহায্য দিয়েছে। এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত যেসব পরিবার স্বাস্থ্য, চাকুরির প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার শর্ত পূরণ করে তারা বৎসরে ৪০০০ থেকে ৬০০০ ইউএস ডলার পর্যন্ত পেতে পারে। শিক্ষার শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি, অভিভাবক শিক্ষক কনফারেন্সে পিতামাতার উপস্থিতি এবং লাইব্রেরির কার্ড সংগ্রহ। সার্বিক এ্যাপ্রোচ হলো অর্থ হস্তান্তর যা শুধু তাৎক্ষণিক কষ্টকর পরিস্থিতিকেই মোকাবেলা করবে না, বরঞ্চ উদ্দীপনারও সৃষ্টি করবে যাতে আচরনিক পরিবর্তন হবে।

সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা জোরদারকরণ

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক এবং PRSPs প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উৎসাহিত হয়ে সুশীল সমাজ সংগঠন এবং এ ধরনের জাতীয় সংস্থাসমূহের সাময়িক মিলন, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে এবং তা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তাতেও এগুলো সক্রিয় এবং উদ্দীপকের কাজ করে। যদিও দরিদ্রদের কথা বলার সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র্য পরিমাপকরণ, যার উদ্দেশ্য হলো সুবিধাবঞ্চিতদের আরো সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা, যা অনেক দেশের PRSP এর পরামর্শ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে।

দারিদ্র্য এবং ঝুঁকিপূর্ণতার অন্তর্নিহিত কারণগুলোর প্রতি তারা নতুন অর্ন্তদৃষ্টি দিয়েছে। উগাণ্ডায় সংগৃহীত প্রমাণাদি জাতীয় দারিদ্র্য হ্রাসকরণকে প্রাধান্য দিতে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। PRSPs দলিলকে আরো ব্যাপকভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য উপযোগী করে (উদাহরণস্বরূপ, নেপালে জাতীয় ভাষায় ওগুলোকে প্রকাশ করে) তৈরি করা হয়েছে।

যদিও পরামর্শ প্রক্রিয়া উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে, তবে এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেক কারণে দরিদ্র এবং প্রান্তিকদের দিয়ে কাজ করান অনেক কষ্টকর। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে নিরক্ষরতা এবং দুর্বল সাংগঠনিক ক্ষমতা। প্রকৃত পরামর্শ দরিদ্রদের চাহিদাকে গণ্য করে এবং সেগুলোকে সরকারি সংস্কারে অন্তর্ভুক্ত করে যা জাতীয় মালিকানা এবং ন্যায্যতা/সমতার প্রতি অঙ্গীকারসহ টেকসই রাজনৈতিক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

মেক্সিকোর অপারচুনিডেডস কার্যক্রম দরিদ্র এবং দেশীয় পরিবারসমূহের নিকট পৌঁছেছে

অধ্যায় ৪
সাহায্য বৃদ্ধি করা এবং প্রশাসনের উন্নয়ন

বিশ্ব যখন ২০০০ সালে শিক্ষার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তখন উন্নয়নশীল দেশগুলো জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা জোরদার, অসমতাকে মোকাবেলা এবং জবাবাদিহিতা ত্বরান্বিত করার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করে। ধনী দেশসমূহ প্রতিশ্রুতি দেয় যে কোন জাতীয় পরিকল্পনাকে অর্থের অভাবে বিফল হতে দেওয়া হবে না। EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বর্ধিত এবং আরো কার্যকর সাহায্য অপরিহার্য। দাতাগোষ্ঠী কি অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহায্য দান করছে?

শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রদত্ত সাহায্য সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যগুলো এই রিপোর্ট পর্যালোচনা করছে, এবং কিভাবে দাতাগোষ্ঠী এবং দেশসমূহ উন্নত উপায়ে সাহায্য প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখছে।

শিক্ষার জন্য সাহায্য

মোট সাহায্য প্রবাহ ঃ দাতাসংস্থাসমূহ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করছে না

আন্তর্জাতিক সাহায্য বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, ন্যায্যতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্রে, সাহায্য একটি শিক্ষা শাখার কৌশলকে সহায়তা করেছে যা ১৯৯৯ সাল থেকে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা ৩ মিলিয়ন কমিয়েছে। ইথিওপিয়ায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাজেট দেশের বাইরে থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের জন্য ১৯৯৯ সালের জাতীয় উৎপাদনের ৩.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ৬% এ উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ৭ মিলিয়ন থেকে কমে ৩.৭ মিলিয়ন হয়েছে। সাহায্য ব্যতীত অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকতো কিংবা বইপত্র এবং ডেস্ক ছাড়াই শ্রেণীকক্ষে গাদাগাদি করে বসে থাকতো।

EFA এর লক্ষ্যসমূহ পূরণ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের চাহিদা মেটাতে অনেক দেশেই সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিশ্বজুড়ে সাহায্যের ধারা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে বেশিরভাগ দাতা সংস্থাই সরকারি উন্নয়ন সহায়তায় (ওডিএ) সাহায্য বৃদ্ধিতে তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারছে না। দাতাগণ ২০১০ সালের মধ্যে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেটা পূরণে তাদেরকে নজিরবিহীন সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে।

যখন ২০০৫ সালে সাহায্যের ধারা বাড়তির দিকে ছিল, তখন দাতাগোষ্ঠী ২০০৪ সালে ৮০ বিলিয়ন ডলার ইউ এস থেকে বৃদ্ধি করে ২০১০ সালে তা ১৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার [২০০৪ সকালের ডলারের মান অনুযায়ী] করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ওডিএ ১৯৯৯ থেকে প্রতি বৎসর ৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে তা ১১০ বিলিয়ন ইউএস ডলার হয়। যাহোক, বর্তমানে পর পর দুই বৎসর এটা কমে গিয়ে ৯৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারেরও নিচে নেমে আসে। ভবিষ্যৎ ব্যায়ের পরিকল্পনায় OECD এর এক মূল্যায়নে দেখা যায় যে ২০১০ সালের জন্য দাতাগোষ্ঠী যে সকল অঙ্গীকার করেছিল প্রয়োজনের তুলনায় ODA এর পরিকল্পিত এই বৃদ্ধি অনেক কম। অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহায্য দিতে হলে আরো অতিরিক্ত ৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার লাগবে [২০০৪ সালের মূল্য অনুসারে]।

শিক্ষায় সাহায্য স্থবিরাবস্থায় পড়ে রয়েছে

যখন উন্নয়নশীল দেশসমূহ ২০০০ সালে ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন এর চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, ইএফএ এর লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য তারা প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অঙ্গীকার করে, তখন থেকে এ সকল অঙ্গীকার কয়েকবার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। অতি সাম্প্রতিককালের তথ্যে দেখা যায় শিক্ষার জন্য সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে এবং এমনকি মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি কমে গিয়েছে।

সার্বিকভাবে শিক্ষা শাখায় সাহায্যের জন্য অঙ্গীকার ব্যাপকভাবে সার্বিক সাহায্যের ধারাকে অনুসরণ করে চলেছে। ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারে সাহায্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায় [৭.৩ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১ বিলিয়ন ইউএস ডলার হয়]। কিন্তু ২০০৫ সালে এটা ২৩% কমে যায়।

অতি সাম্প্রতিককালের তথ্যে দেখা যায় শিক্ষার জন্য সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে এবং এমনকি মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি কমে গিয়েছে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের নিম্নবর্ণের মহিলারা তাদের উদ্বেগের বিষয় এবং তথ্য নিয়ে মত বিনিময়ের জন্য মিলিত হয়েছে।

মৌলিক শিক্ষার জন্য সাহায্যের অঙ্গীকার একই থাকে যা ২০০৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.২ ইউএস ডলার হয় কিন্তু পুনরায় ২০০৫ সালে তা কমে ৩.৭ বিলিয়ন ইউ এস ডলারে নেমে আসে। যদিও আবার ২০০৬ সালে এই অঙ্গীকার বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তা ২০০৪ সালের পর্যায়ের ঠিক নিচে অবস্থান করছে (চিত্র ১০)। ২০০৭ সালের রিপোর্টের আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, নিম্ন আয়ের দেশসমূহে শুধুমাত্র তিনটি ইএফএ এর লক্ষ্য পূরণে সহায়তার জন্য প্রয়োজন বাৎসরিক ১১ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার ঃ ইউপিই, বয়স্ক সাক্ষরতা এবং ইসিসিই। বর্তমানে যে পরিমান টাকার জন্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তা অনেক কম এবং এসব মেটাতে হলে এর তিনগুণ অর্থ সাহায্য বাড়াতে হবে।

চিত্র ১০: শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষায় মোট সাহায্যের অঙ্গীকার, ১৯৯৯-২০০৬

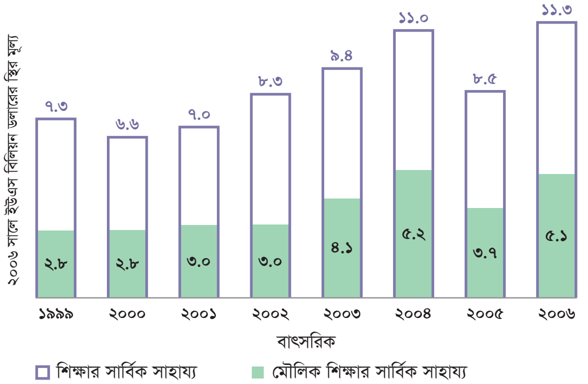

উৎস: ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯। চিত্র ৪.৩ দেখুন।

সাহায্য বিতরণ: দেশগুলিতে নির্দিষ্ট একটি বৎসরে প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যায়, তাতে পূর্ববর্তী বৎসরগুলোতে দেওয়া অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষার জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০২ সালের ৫.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে ২০০৬ সালে তা ৯.০ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলারে পৌঁছায়। মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একই হারে সাহায্য বাড়ে, ২০০২ সালে ২.১ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তা ২০০৬ সালে ৩.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হয়। যাহোক, ২০০৪ সাল থেকে সাহায্যের পরিমাণ কমে যাওয়াতে শীঘ্রই অগ্রগতি ধীর হবে এবং সাহায্য বিতরণে স্থবিরতা এসে যেতে পারে।

গুরুতর চাহিদা সম্পন্নদের প্রতি সাহায্যের বরাদ্দ ঃ ন্যায্যতার উন্নতি বিধান ঘটছে কী?

যে সকল দেশে ইএফএ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সাহায্য বেশি প্রয়োজন সে সকল দেশে কি সাহায্য পৌঁছাচ্ছে ? ২০০৬ সালে ৬৮টি নিম্ন আয়ের দেশের একটি দল শিক্ষাক্ষেত্রে ৬.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য পেয়েছে এবং সার্বিকভাবে এর ৭৫% মৌলিক শিক্ষার জন্য সরবরাহ করা হয়, যা ২০০০ সালের পরে সর্বোচ্চ সাহায্য [২০০৪ সাল ব্যতীত]। এ ধরনের ইতিবাচক ধারা ছাড়াও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে শিক্ষায় দুই-পঞ্চমাংশ এবং মৌলিক শিক্ষায় এক চতুর্থাংশের বেশি সাহায্য পাঠানো হয়। পঞ্চাশটি দরিদ্রতম দেশের জন্য মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক সাহায্য ২০০০-২০০২ এবং ২০০৩-২০০৫ সালের মধ্যে নামমাত্র বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫% থেকে ৪৬% হয়।

যে সকল দেশকে নাজুক অবস্থার দেশ বলে গণ্য করা হয়েছে বিশেষ করে সেসব দেশে শিক্ষার জন্য সাহায্য প্রযোজন। কিন্তু ২০০৬ সালে, এই পঁয়ত্রিশটি দেশে শিক্ষায় সাহায্য পাওয়ার পরিমাণ ছিল ১.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যার মধ্যে মৌলিক শিক্ষার জন্য ০.৯ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার বরাদ্দ ছিল। জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষায় তাদের জন্য সাহায্যের পরিমাণ অন্যান্য নিম্ন আয়ের সব দেশের তুলনায় সামান্য বেশি।

যে সকল দেশ বেশি কার্যকরভাবে এটাকে ব্যবহার করছে তাদের জন্য কি বেশি সাহায্য বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে? যদিও কিছু প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, যে সকল দেশে সাহায্য বেশি প্রয়োজন এবং যারা বেশ কার্যকরভাবে এটাকে ব্যবহার করছে, তাদেরকে বেশি সাহায্য দেওয়ার জন্য ফোকাস করা হয়, তবে এসবের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ক্ষীণ। যে সকল দেশের সাহায্য বেশি প্রয়োজন এবং যাদের অগ্রগতি প্রতীয়মান হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সাহায্য বৃদ্ধি করার দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে।

দাতাগোষ্ঠীর কার্যসম্পাদন ঃ একটি মিশ্র বিবরণ

ইএফএ এর লক্ষ্য অর্জনে তাদের নিজস্ব কার্যক্রম অথবা দ্রুতলয়ের উদ্যোগের (FTI) অনুঘটক তহবিলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক দাতাগোষ্ঠী বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন না। যখন ২০০৫ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপকভিত্তিক প্রচেষ্টার চাইতেও এটা সম্ভব হয়েছিল খুব কম সংখ্যক দাতাগোষ্ঠীর কর্মোদ্যোগের ফল হিসাবে।

শিক্ষার জন্য সার্বিক অর্থায়নে ২০০৬ সালে স্বল্পসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দাতাগোষ্ঠী কর্তৃত্ব করে: ফ্রান্স [১.৯ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার], জার্মানি [১.৪ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার], নেদারল্যান্ডস [১.৪ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার], যুক্তরাজ্য [১.২ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার], এবং বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এসোসিয়েশন (আইডিএ ১.০ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার]। মৌলিক শিক্ষারক্ষেত্রে অর্দ্ধেক অঙ্গীকার শুধুমাত্র তিনটি দাতাসংস্থা থেকে আসে-নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য এবং আইডিএ। নেদারল্যান্ডস ১.১ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার দিয়ে মৌলিক শিক্ষায় সবচাইতে বড় সাহায্যদাতা ছিল যা মোট বৈশ্বিক সাহায্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ। এই তিনটি দেশ নিম্ন আয়ের দেশসমূহের মৌলিক শিক্ষার সাহায্যের ৬০% এর জন্য দায়িত্ব পালন করে। অপরদিকে মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রান্স শিক্ষার মোট সাহায্যের মাত্র ১৭% এবং জার্মানি ১১% বরাদ্দ করে। তাদের বেশির ভাগ তহবিল শিক্ষার উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া হয়। মৌলিক শিক্ষাকে এসব দেশ এবং জাপান নিম্ন আয়ের দেশসমূহে, যাদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন তাদেরকে বেশি অবহেলা করে [চিত্র ১১ ঃ ২০০৫-২০০৬ সালের জন্য বাৎসরিক গড় উপস্থাপন করছে]।

যদিও বেশির ভাগ দ্বিপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠী ২০০৬ সালে শিক্ষায় তাদের সার্বিক সাহায্য বৃদ্ধি করেছে, তবে মৌলিক শিক্ষার জন্য একুশটির মধ্যে মাত্র সাতটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাহায্য বৃদ্ধি করে। অল্প সংখ্যক দাতাগোষ্ঠী থেকে বেশি সাহায্য ২০০৫ সালের তাৎপর্যপূর্ণ কম সাহায্যের ধাক্কা কাটিয়ে উঠায় জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ডাকার প্রতিশ্রুতি পুরণ করার লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার সাহায্যের জন্য অল্পসংখ্যক দাতাগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা পূর্ণ মনোযোগদান বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে OECD উন্নয়ন সহায়তা কমিটির (DAC) বাইরে দ্বিপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠীরাও সহায়তা প্রাদান করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ মৌলিক শিক্ষায় সহযোগিতাদান করে যেমন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য Hewlett and Gates ফাউন্ডেশণ ৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করে। ইউনিসেফ এবং

মৌলিক শিক্ষার সাহায্যের জন্য অল্পসংখ্যক দাতাগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, দাতাগোষ্ঠিরা ডাকার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে কি না।

চিত্র ১১ ঃ নিম্ন আয়ের দেশসমূহ এবং মৌলিক শিক্ষার প্রতি প্রাধান্য দেওয়া, প্রধান দাতাগোষ্ঠী এবং অঙ্গীকারসমূহ, ২০০৫-২০০৬ এর বাৎসরিক গড়।

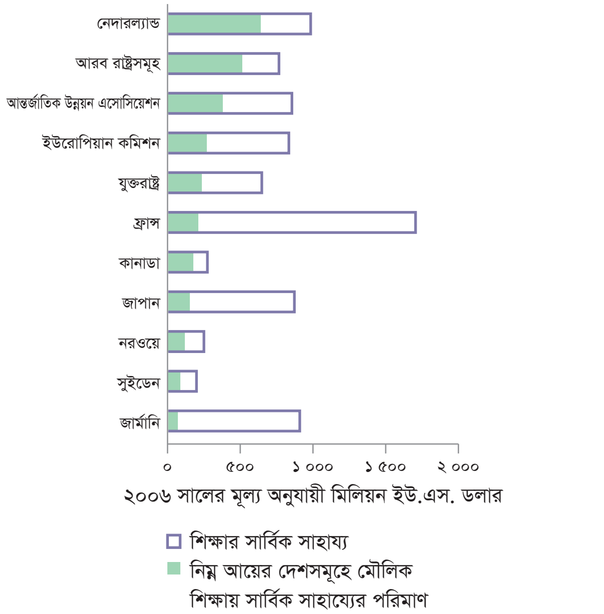

উৎস ঃ ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৮ এর ৪.১৩ এর চিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার সেক্টর পরিকল্পনা এবং জাতীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একমত হওয়ায় সাহায্য ইতিবাচক ফল লাভে সহায়ক।

সেভ দ্য চিলড্রেন এর সাথে অংশীদারিত্বে Dubai Cares ফাউন্ডেশন শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার সংগ্রহ করেছে।

দ্রুতলয়ে উদ্যোগ গ্রহণ ঃ প্রত্যাশা পূরণ করছে না

বেশ কয়েকটি নিম্ন আয়ের দেশে দ্রুতলয়ের উদ্যোগ গ্রহণের অনুঘটক তহবিল তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। যাহোক, এটা পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল দিতে পারেনি এবং গুরুতর ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। সতেরোটি দাতাসংস্থা ২০০৪-২০১১ সালের জন্য ১.৩ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করে, কিন্তু এর বেশির ভাগই আসে নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয়ান কমিশন এবং স্পেন থেকে। সমঝোতার মাধ্যমে পরামর্শের ফলে মোট সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩২৯ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার এবং ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে দেশগুলো পায় মাত্র ২৭০ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার। অনুদানের সবচাইতে বেশি পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয় শুধুমাত্র পাঁচটি দেশকে[৭] এবং অন্যান্য তেরটি দেশ ১০ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলারের বেশি পায়নি।

বর্তমান হারে সাহায্য দিলে প্রক্ষেপিত চাহিদা মিটবে না। আটটি দেশ, যারা বর্তমানে এফ.টি.আই এর আওতায় ৩৫টি দেশের সাথে যোগদান করবে, সেখানেও যে সকল দেশ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সে সকল ক্ষেত্রে ১ বিলিয়ন ইউ এস ডলার কম পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। দুই হাজার দশ সাল নাগাদ আরো ১৩টি দেশ এফ.টি.আই এ যোগ দিলে উপরোক্ত ফান্ড বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২.২ বিলিয়ন ইউ এস ডলার। যদি ধরে নেওয়া হয় যে ক্যাটালিটিক ফান্ড অর্থায়নের ৪০% থেকে ৫০% ঘাটতি পূরণ করবে তবু ভয়াবহভাবে প্রায় ১ বিলিয়ন ইউ এস ডলারের কমতি পড়বে। যদি এই ঘাটতি চলতে থাকে, তবে বর্তমানে সহায়তা প্রাপ্ত কিছু দেশ বাধাগ্রস্ত হবে এবং অন্যান্যরা একেবারেই কোন সহায়তা পাবে না।

প্রশাসন এবং কার্যকর সাহায্য

কতটুকু সাহায্য প্রদান করা হয় তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কিভাবে সাহায্য বিতরণ করা হচ্ছে তা তেমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাহায্য যার সম্পর্কে ভবিস্যৎবাণী করা যায় না বা অপ্রত্যাশিত সাহায্য, রাতারাতি দাতাগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্বলভাবে এগুলোর সমন্বয় সাধন, এ সমস্ত বিষয় সাহায্যগ্রহণকারী দেশ এবং দাতাদের নাজেহাল করে ফেলেছে। দুই হাজার পাঁচ সালে সাহায্যের ফলপ্রসূতার ওপর প্যারিস ঘোষণার সাহায্যে একই সমস্যার সম্মুখীন একথা বুঝতে পেরে গ্রহীতা দেশসমূহের সাথে দাতাগণ একসাথে একটি নতুন স্বপ্ন বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে প্রধান নীতিমালা, জাতীয় মালিকানা, সারিবদ্ধ করা এবং সমন্বয় সাধন। OECD – DAC এর সদস্যগণ যেসব টার্গেটের জন্য একমত হন তা হচ্ছে: সাহায্য বৃদ্ধি করা এবং ভবিষৎবাণী করা যায় এমন সাহায্য, জাতীয় ইনস্টিটিউটসমূহ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে এবং দাতাসংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের মূল্য হ্রাসকরণ।

সব ক্ষেত্রেই অগ্রগতি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। সাম্প্রতিক এক OECD সমীক্ষায় সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখনও সাহায্যের সম্পর্কের মাঝে গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

অপেক্ষাকৃত ভাল সাহায্য প্রশাসনের চারটি প্রধান বিষয়বস্তু

এই প্রতিবেদনটি সাহায্য প্রশাসনে ৪টি বিষয়ে সংস্কার এবং শিক্ষায় সাহায্যের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছে।

একক প্রকল্প থেকে পরিবর্তিত করে ব্যাপক ব্যবস্থা কার্যক্রমে স্থানান্তর। যেখানে দাতাগোষ্ঠী ব্যাপক সেক্টর কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানে সহায়তার জন্য একত্রে কাজ করে, সেক্ষেত্রে বলা যায় যে জাতীয় মালিকানা জোরদার করা হয় এবং তৃণমূলে ফলাফল পৌঁছে দেওয়া হয়। প্যারিস ঘোষণার লক্ষ্য হলো সংগৃহীত ফান্ডিং বাজেট সহায়তা হিসাবে সাহায্যের দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ানো

৭. ঘানা, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, নিকারাগুয়া এবং ইয়েমেন।

এবং ২০১০ সালের মধ্যে সেক্টরব্যাপী পদ্ধতিতে সেক্টরের মধ্যে বিতরণ করা। শিক্ষায় এ ধরনের কার্যক্রমভিত্তিক সহায়তা ১৯৯৯-২০০০ সালের ৩৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫-২০০৬ সালে ৫৪% এ উন্নীত হয়েছে। নিম্ন আয়ের এবং সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোতে এই স্থানান্তর বেশি জোড়ালো হয়েছে। অন্যান্য দেশে এর ব্যাপকতা কম ঃ মধ্যম আয়ের দেশগুলো দাতাদের সাথে পৃথকভাবে ঐক্য মতে আসতে পছন্দ করে এবং নেতৃত্ব প্রদানে দুর্বল দেশগুলোতে প্রায়শই সরকারি সামর্থ্যের অভাব দেখা যায়।

শিক্ষায় সেক্টরব্যাপী পদ্ধতির (SWAPS) সাথে অনেক সফলতার কাহিনী জড়িত আছে, যেমন, যারা এই মডেল গ্রহণ করেছে এ রকম কয়েকটি দেশে ভর্তির হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- বুরকিনা ফাসো, ইথিওপিয়া, ভারত, নেপাল, উগান্ডা, ইউনাইটেড রিপাবলিক অব তাঞ্জানিয়া এবং জাম্বিয়া। তবে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো রয়ে গেছে এবং সঠিক পথ থেকে এই এ্যাপ্রোচ এখনও অনেক দূরে রয়েছে। SWAPS কে সফলতা অর্জন করতে হলে তাদের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি বিভাগগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়।

জাতীয় মালিকানা: শক্তিশালী জাতীয় মালিকানা জাতীয় সরকার এবং দাতাগণের মধ্যে একটি দ্বিমুখী অংশীদারিত্বের ওপর নির্ভর করে। থিওরী অনুযায়ী সরকারগণ জাতীয় উন্নয়ন কৌশলসমূহ তৈরি এবং প্রয়োগ করতে নেতৃত্বদান করে যেখানে দাতাগণ দেশের নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাস্তবে সরকারি নেতৃত্বের অবস্থা ভিন্ন হয়, ভারতে ও মোজাম্বিকের বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতায় তা দেখা যায়। ভারত সাহায্যের ওপর কম নির্ভরশীল, উঁচু স্তরে তার সরকারি ক্ষমতা রয়েছে এবং ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য রয়েছে উঁচু স্তরের শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ইউপিই অর্জনে জাতীয় কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে নির্ধারণ ও প্রয়োগে ভারতের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ আছে । মোজাম্বিক দুর্বল প্রশাসন সহকারে গৃহযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং প্রক্রিয়া চালানোর ক্ষমতা তার নেই। শিক্ষায় বর্তমান SWAP প্রস্তুতির জন্য সরকারের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে এবং দাতাগণের সঙ্গে ঐক্যমতে পৌঁছতে তিন বৎসর সময় লেগেছিল। উভয়পক্ষের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সময়ের সাথে SWAP জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য মোজাম্বিক সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে।

জাতীয় প্রাধান্য সমূহ এবং সরকারি ব্যবস্থার সাথে সাহায্যের সঙ্গতি: নতুন সাহায্যের এজেণ্ডায় দাতাগণকে গ্রহীতা দেশের প্রাধান্য এবং পদ্ধতিকে গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু অপর পক্ষকে নয়। যদিও প্রক্রিয়াসমূহ এত সহজ নয়, জাতীয় শিক্ষা সেক্টর পরিকল্পনায় সাহায্য এবং জাতীয় ব্যবস্থাপনা এক সারিতে রাখলে ইতিবাচক ফল লাভ হতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর সেক্টর সঙ্গতি, দাতাগোষ্ঠীর কার্যক্রমের ভুলত্রুটি অবলম্বনে সতর্ক দৃষ্টি রাখার সুযোগ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বেশি নমনীয়তা যাতে রয়েছে উন্নয়ন এবং রেকারেন্ট মূল্যের সাহায্য। ক্যাম্বোডিয়াতে ২০০১ সালে শিক্ষা কৌশল পরিকল্পনা শুরু করায় সরকার ও দাতাদের মাঝে ঘনিষ্ট সহযোগিতার সুচনা হয়। সেক্টরগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা বাহক হিসেবে কাজ করেছে এবং দাতাগণের কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্ঞান ও প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বুরকিনা ফাসোতে, সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাহায্য সরবরাহের ফলে মৌলিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আরো বেশি কার্যকর বাজেট এবং অর্থনৈতিক রিপোর্ট আরো বেশি করে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত তহবিল এবং নির্ধারিত সময়ের পরে হলেও, সাধারন তহবিলের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্যসহ কিছু দাতাগোষ্ঠী ঘাটতি শনাক্ত করে জাতীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাহায্য সরবরাহ করতে চায়। অন্যান্যরা অষ্ট্রেলিয়া, পর্তুগাল এবং যুক্তরাষ্ট্র, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের জাতীয় পদ্ধতিসমূহ ভালভাবে কাজ না করে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পছন্দ করে। সাহায্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য দেশগুলোর জানা প্রয়োজন যে তারা কতটুকু সাহায্য পাবে এবং কখন পাবে? ভবিষ্যতে সাহায্য কতটুকু দেওয়া হবে তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা দেখা গিয়েছে। অল্প সময়ের জন্য অগ্রিম দেওয়ার কথা অনেক বেশি হলেও মধ্যম অথবা বেশি সময়ের জন্য সেক্টর বাজেট সহায়তার ভবিষ্যত নিশ্চয়তা সম্পর্কে অগ্রগতি বেশি নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্বল প্রশাসন আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী আবার এটাও কোন কারণ নয়। সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয়ান কমিশনের এমডিজি চুক্তিসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ করপোরেশন বহু বৎসরের জন্য অঙ্গীকার করে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এটার মোকাবেলা করছে।

দাতাগণের মাঝে সমন্বয়ের উন্নতিসাধন: দাতাদের মাঝে উন্নত সমন্বয়ের ব্যাপার যার লক্ষ্য হচ্ছে অদক্ষতা এবং চুক্তি সম্পাদনে মূল্য হ্রাস করা। এই বিষয়টি প্যারিস ঘোষণায় স্বীকৃতি পেয়েছে।

- **যৌথ মিশন বাড়ানো:** কোন দেশের দাতা মিশনদের দলভুক্ত করলে চুক্তি সম্পাদনের জন্য মূল্য কমে যায় এবং সরকার তার সিনিয়র স্টাফদের আরও ভালভাবে কাজ করাতে পারেন। দুই হাজার সাত সালে মাত্র ২০% দাতা মিশন যৌথভাবে কাজ করে যা নাকি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৪০% এরও অনেক কম। তবুও শিক্ষা সেক্টরে বোধ করি অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রগতি অনেক বেশি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হণ্ডুরাজে ২০০৭ সালে সব দাতাসংস্থার ৭৩% যৌথ মিশনে ছিল।

- **দাতা দলের সৃষ্টি:** অনেক দেশে, শিক্ষা শাখায় অগ্রসর দাতাদের নিয়ে দাতা দল গঠন করা হয়। FTI অনুঘটক তহবিল থেকে যে সকল দেশ তহবিল গ্রহণ করে, একটি বাদে সকলে এ ধরনের দল গঠন করেছে। যাহোক, দাতারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির এবং সবাই একই গতিতে কাজ করছে না। উদাহরণস্বরূপ, নেদারল্যান্ডস যুক্তরাজ্য এবং কিছু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ পরস্পরের সাথে আচরণের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করছে, কিন্তু অন্যরা যেমন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান, সমান্তরাল কাঠামো অনুযায়ী কাজ করতে পছন্দ করে।

- যুক্তিসঙ্গভাবে সাহায্য সরবরাহ। একটি বড় সংখ্যক দাতাগোষ্ঠী উচ্চ মূল্যে স্বল্প পরিমাণ সাহায্য প্রদান করছে যা একেবারেই অকার্যকর। তবে অল্প সংখ্যক দেশ যাদের এতদিন অল্প সাহায্য দেয়া হয়েছে দাতাগণ তাদের বড় মাপের সাহায্য প্রদানে মনোনিবেশ করছে। মৌলিক শিক্ষার জন্য আঠারোটি দেশের প্রত্যেককে ২০০৫-২০০৬ সালে সাহায্য পরিচালনার জন্য কমপক্ষে বারটি দাতাদেশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। বেশির ভাগ দাতা যেমন ২০০২ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তেমনি একই সময় তারা সাহায্য গ্রহণকারী দেশের সংখ্যাও বাড়িয়েছে। অনেক দাতাগোষ্ঠী, যেমন, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, আয়ারল্যাণ্ড, জাপান এবং স্পেন সাহায্যর পরিমাণের চাইতেও সাহায্য গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করেছিল। তাতে সত্যিকার অর্থে প্রতি দেশের জন্য সাহায্যের পরিমাণ কমে গেছে। অপরদিকে নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহীতা দেশসমূহের সংখ্যা কমিয়ে তাদের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ এরও বেশি করেছে।

সাহায্যের মাধ্যমে প্রশাসন উন্নতকরণ

যে দেশে ভাল প্রশাসন রয়েছে সেখানে দাতাগোষ্ঠী আরো বেশি বিনিয়োগ করছে। সাহায্যের প্রশাসনিক কার্যক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইস্যুসমূহের প্রোফাইলে অর্থায়নের পরিমাণের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। দাতাগোষ্ঠী ২০০৬ সালে মোট সেক্টরের ৯% প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সুশীল সমাজকে বরাদ্দ করে- যা অন্য যে কোন সেক্টর অপেক্ষা বেশি। কয়েকজন প্রধান দাতা ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে প্রশাসন ব্যবস্থায় নতুন কৌশলসমূহ গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপীয়ান কমিশন তাদের সাহায্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষ করে ভাল প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নয়নে সক্রিয় থেকেছে। তাদের ফোকাসের মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো হলো ঃ সরকারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, বিকেন্দ্রীকরণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সরকারি চাকুরি। একটি দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতির পরিমাপ করার জন্যও দাতাগোষ্ঠী চেষ্টা করেছিল, উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নের বিভাগ দ্বারা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করা যায়।

দাতাগোষ্ঠী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের দেশে প্রচলিত এ্যাপ্রোচের ওপর ভিত্তি করে যদি ভাল পরিচালন প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তার মাধ্যমে অগ্রাধিকার দেয়ার চেষ্টা করে, তবে তারা নিজেরাই ঝুঁকির মধ্যে পতিত হবে।

প্রশাসনে দাতাগোষ্ঠীর বেশি আগ্রহ কি গ্রহীতা দেশসমূহের শিক্ষা সেক্টরের নীতিমালা এবং কার্যক্রমে কোন প্রভাব ফেলেছে ? সাম্প্রতিককালে মৌলিক শিক্ষায় বিশ্বব্যাংক প্রকল্প এবং কার্যক্রমের ওপর এক পর্যালোচনায় গভীরতর প্রশাসন এজেন্ডাতে তাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আগ্রহ দেখা যায়। হণ্ডুরাসের বিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক ইস্যুতে বৃহত্তর সামাজিক অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ, প্রসারণ এবং পরিবীক্ষণ এবং ফিলিপাইনে বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিচালনায় উন্নতি হয়েছে। অল্প কয়েকটির মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য। SWAPS বাংলাদেশ, কেনিয়া এবং পাকিস্তানে আরো বেশি উচ্চাকাঙ্খার প্রশাসনিক এজেন্ডা তৈরি করেছে। এদের কতকগুলো হচ্ছে শিক্ষকের ওপর গুরুত্ব প্রদান, বৃহত্তর কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ। দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কোনটি সবচাইতে ভাল বা সংশ্লিষ্ট তা চিন্তা না করেই দাতাগণ যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের দেশের প্রচলিত এ্যাপ্রোচের ওপর ভিত্তি করে এগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতে এবং অগ্রাধিকার দেয়ার চেষ্টা করে তবে তারা নিজেরাই ঝুঁকির মধ্যে পতিত হবে। যদিও শিক্ষায় ভাল প্রশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, বিষয়টা যে কী, সে সম্পর্কে দাতাদের একচ্ছত্র কোন অর্ন্তদৃষ্টি নেই।

সার্বিকভাবে, শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য যা স্থবিরতার পর্যায়ে রয়েছে তাতে, ইএফএ-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ হচ্ছে না এবং এভাবে হওয়াও সম্ভব নয়। দাতাগোষ্ঠী এবং দেশসমূহ সাহায্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় হয়তো কতগুলো উন্নত উপায় শনাক্ত করেছে, কিন্তু অগ্রগতি বেশ মন্থর। ইএফএ-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে কাজ করা সম্ভব হবে না, যদি না সার্বিক সাহায্য বৃদ্ধি এবং তাকে আরও কার্যকর করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি জোরদার করা হয়।

অধ্যায় ৫

নীতিমালার উপসংহার এবং সুপারিশমালা

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজন অনেক পর্যায়ে পরিবর্তন এবং সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সরকারকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের সুযোগ বাড়াতে হবে। লক্ষ লক্ষ শিশুদের স্কুলে আনতে হবে, সেখানে তাদের রাখতে হবে, শিখনের মান বাড়াতে হবে, তরুণ ও বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এখনে শুধু কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হল। অগ্রগতিতে প্রশাসনের সংস্কার চরম সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

রিপোর্টটিতে EFA এর লক্ষ্যসমূহের পরিবীক্ষণ এবং প্রশাসনিক সংস্কার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে নীতিমালার সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশমালা একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অগ্রগতি

EFA এর লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি অর্জনে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে এর একটি মিশ্র চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশ্বের কয়েকটি দরিদ্রতম দেশে স্কুলে প্রবেশ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে দ্রুত অগ্রগতি, এবং জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসকরণে অপ্রত্যাশিত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে, সার্বিকভাবে ডাকারের অঙ্গীকারসমূহ পূরণে অগ্রগতি এখনও অনেক মন্থর এবং অসম।

অধিক মাত্রায় অসমতা, শিক্ষা এবং ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। EFA এর অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারসমূহ যদি আন্তরিক হয়, তবে তাদেরকে সমতা/ন্যায্যতা এবং একীভূত শিক্ষার অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। রিপোর্টে জরুরিভিত্তিক মূল বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষা

ECCE এর অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক এবং ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য বিভিন্ন দেশের মাঝে এবং

শিক্ষায় দীর্ঘ পথ : ইয়েমেনের একটি স্কুলে মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে

একই দেশের অভ্যন্তরে উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই রিপোর্টটিতে সরকারদের এবং দাতা সংস্থাদের কাছে যেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে জোর দাবি জানানো হচ্ছে তা হলো ঃ

- ক্যাশ ট্রান্সফার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে, স্বাস্থ্য সুবিধাদি টার্গেট করে এবং স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়কে সমতার মধ্যে রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাঝে **যোগসূত্র জোরদারকরণ**।
- সকল শিশুর জন্য পরিকল্পনা করে বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিতদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে **প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা ও যত্নকে অগ্রাধিকার দেয়া**।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে উদ্ভাবনীমূলক সামাজিক কল্যাণকর কর্মসূচিসমূহ ব্যবহার করে শিশু অপুষ্টি দূরীকরণ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করে **ব্যাপক আকারে দারিদ্র্য বিরোধী অঙ্গীকারকে জোরদার করা**।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে তরান্বিত করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব হচ্ছে মুল চাবিকাঠি। রিপোর্টটিতে শক্তিশালী রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের (Performers) কাজ থেকে প্রাপ্ত তিনটি বৃহত্তর শিক্ষা বিষয় শনাক্ত করা হয়েছে।

- বাস্তবমুখী পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদী থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজেট বরাদ্দ করে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণ এবং সমাপ্তকরণে অগ্রগতি নিশ্চিত করে **উচ্চাকাঙ্খী দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা**।
- বাস্তবমুখী কৌশলের সাহায্যে মেয়ে, সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী এবং অবহেলিত অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার জন্য সুস্পষ্ট টার্গেট স্থির করা, যা নাকি **ন্যায্যতা সহ শিক্ষাকে সমর্থন করে**। বাস্তবভিত্তিক কৌশলসমূহে বেতন মওকুফ করা হয় এবং যে সব এলাকাতে চাহিদা বেশি সেখানে সরকারি অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়।
- বিদ্যালয়ে সাবলীল গতিতে গুণগতমানের শিখন অর্জন, উন্নতমানের বর্ধিত সংখ্যায় পাঠ্যবই সরবরাহ, শিক্ষণ প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং শিখন উপযোগী ক্লাস-সাইজ নিশ্চিত করে **প্রবেশাধিকার বাড়ানোর সাথে শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধি করা**।

শিক্ষার মান

শিশুদের অতীত অভিজ্ঞতা যাই হোকনা কেন যেখানেই তাদের বাসস্থান হোক না কেন, শিশুদের শিখন ঘাটতি কমাতে এবং সকল শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জাতীয় কর্তৃপক্ষ, সম্প্রদায়ের অফিসারবৃন্দ এবং স্থানীয় বিদ্যালয় নেতাদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে যাতে শিশুরা তাদের সম্ভাবনাকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য বিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা নিয়ে বের হতে পারে। রিপোর্টটি কাজের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে শনাক্ত করেছে।

- গুণগত মানের শিক্ষার প্রতি **নীতিবিষক অঙ্গীকার জোরদারকরণ**। সকল শিশুদের জন্য কার্যকর শিখন পরিবেশ তৈরি যাতে থাকবে পর্যাপ্ত ভৌত সুযোগ সুবিধা, ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাসঙ্গিক কারিকুলাম এবং সুনির্ধারিত শিখনফল। এই অঙ্গীকারের কেন্দ্রে থাকবে শিক্ষক এবং শিখন।
- নিশ্চিত করতে হবে যে সকল শিশু ন্যূনতম ৪ থেকে ৫ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে **মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনার দক্ষতা অর্জন** করে যা তাদের সম্ভাবনা বিকাশের জন্য প্রয়োজন।
- **শিক্ষার গুণগতমান পরিমাপ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের** জন্য ক্ষমতা (capacity) উন্নয়ন করা। এতে থাকবে শিখন পরিবেশ (ভৌত সুবিধাদি, পাঠ্যবই, ক্লাশ সাইজ), প্রক্রিয়াসমূহ (ভাষা, শিখন-শেখানোর জন্য প্রদত্ত সময়), ফলাফল এবং অঞ্চল, কমিউনিটি এবং বিদ্যালয়সমূহের মাঝে পার্থক্য।
- প্রচলিত নীতিমালা ও নিয়মকানুন পুনর্বিবেচনা করা যাতে শিশুদের জন্য **পর্যাপ্ত শিখন-সময়** থাকে এবং সব বিদ্যালয়ের প্রত্যাশিত এবং প্রকৃত শিখন-শেখানো সময়ের ব্যবধান কমানো যায়।
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তুলনামূলক শিখন পরিমাপ মূল্যায়নে অংশগ্রহণ এবং এ থেকে অর্জিত শিক্ষা তথা অভিজ্ঞতা জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট চাহিদা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে **জাতীয় পরিমাপ পদ্ধতি** তৈরি করা।

অসমতা অতিক্রমণ: জাতীয় প্রশাসন সংস্কারের জন্য শিক্ষা

EFA এর লক্ষ্যসমূহে পৌঁছানো, শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন উন্নতকরণ এবং সুযোগের সমতা অর্জনের চাবিকাঠি হলো শিক্ষায় ভাল প্রশাসন। কিন্তু অনেক দেশেই প্রশাসন সংস্কারের দুটো প্রধান ত্রুটি রয়েছে ঃ অসমতাকে মোকাবেলা করার প্রতি মনোযোগের অভাব এবং নীলনকশা প্রণয়নের প্রবণতা বিশেষ করে সরকারি সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বেসরকারি শাখার প্রতি মনোনিবেশ করা। শিক্ষা প্রশাসনে নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন। যেসব বিষয়ে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন সে সকল বিষয়ের প্রতি রিপোর্টটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে:

- সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, জেন্ডার এবং অন্যান্য অসুবিধাজনিত সূচকের ভিত্তিতে যে **অসমতা রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য অঙ্গীকার**। অসমতা কমানোর জন্য সরকারগুলোকে সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনের অগ্রগতি মনিটর করতে হবে।

- শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য এবং সুস্পষ্ট নীতিবিষয়ক উদ্দেশ্যের মাধ্যমে অসমতা মোকাবেলা, সরকারি এবং বাইরের সংস্থাগুলোর (সুশীল সমাজ, ব্যক্তিগত খাত এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহ) মধ্যে উন্নতমানের সমন্বয় সাধন। এসবের জন্য **টেকসই রাজনৈতিক নেতৃত্বের** প্রয়োজন।

- সবার জন্য শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ ব্যাপক সামাজিক অসমতা এবং **দারিদ্র্য কমানোর নীতি জোরদার করা**। সরকারের উচিত ব্যাপকভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলের সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা।

- শিক্ষা এবং কাজের **গুণগত মান বাড়ানো** যাতে বিভিন্ন অঞ্চল, সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন ফলাফল অর্জনের তারতম্য কমে যায়।

- **শিক্ষায় জাতীয় ব্যয় বাড়ানো,** বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে শিক্ষায় ক্রমাগতভাবে কম বিনিয়োগ হয়ে থাকে।

- অসমতা দূর করার জন্য ব্যয়ের আরো সঠিক হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নাগালের মধ্যে আনা এবং সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য আগ্রহ তৈরি করার লক্ষ্যে **অর্থায়নের কৌশলগুলোর কেন্দ্রে নায্যতা রাখা**।

- অর্থায়নের ফর্মূলা যেখানে সম্পদ দারিদ্র্যের স্তরের এবং শিক্ষার বঞ্চনার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে, তার মাধ্যমে **বিকেন্দ্রীকরণের নিশ্চয়তা বিধান** যাতে ন্যায্যতা অন্তর্নিহিত থাকে।

- **স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পছন্দ,** সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে **তা বুঝতে হবে**। যদি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভালভাবে কাজ না করে তাহলে জরুরিভিত্তিতে তা ঠিক করতে হবে।

- সব অঞ্চল ও বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং কম শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে এমন কমিউনিটিগুলোতে **শিক্ষক নিয়োগ, প্রসারন (deployment) এবং প্রেষণা জোরদার করতে হবে**।

দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য ঃ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য প্রদান

EFA এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলো অবশ্যই প্রধান দায়িত্ব পালন করে। অধিক অর্থায়নের অঙ্গীকার, সাহায্য প্রদানের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং জাতীয় প্রাধান্যকে অগ্রাধিকার প্রদানের সমর্থনে এবং সাহায্যের সঠিক ব্যবহারের নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ তাদেরকে সমর্থন করতে পারে। রিপোর্টে কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রে কার্যক্রমের প্রস্তাবনা রয়েছে ঃ

- **মৌলিক শিক্ষার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা** বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সাহায্য বাড়ানো। সবার জন্য শিক্ষায় অগ্রগণ্য ক্ষেত্রগুলোতে অর্থায়নের বর্তমান ব্যবধান দূর করার জন্য ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য প্রদান।

- EFA এর লক্ষ্যসমূহ টেকসই করার জন্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক শিক্ষায় সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ **দাতা দেশের সংখ্যা বাড়ানো**।

- নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মৌলিক শিক্ষায় বেশি পরিমাণে অর্থ দেয়ার লক্ষ্যে **শিক্ষায় সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ** থাকা। ফ্রান্স ও জার্মানিসহ কতকগুলো দাতা দেশের উচিত জরুরি ভিত্তিতে তাদের বর্তমান সাহায্য বরাদ্দ পুনর্বিবেচনা করা।

EFA লক্ষ্যসমূহে পৌঁছানো, শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন উন্নতকরণ এবং সুযোগের সমতা অর্জনের চাবিকাঠি হলো শিক্ষায় ভাল পরিচালন প্রক্রিয়া।

বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশ সমূহের প্রতি দাতা দেশসমূহকে অবশ্যই মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে।

- **দ্রুতলয়ে চলার উদ্যোগের (FTI) সঙ্গে সংহতি** রেখে এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা রয়েছে এমন দেশগুলোর জন্য অর্থায়নের ঘাটতি যা ২০১০ সালে বার্ষিক ২.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার হবে তা কমিয়ে আনা।
- জাতীয় প্রাধান্যের সঙ্গে সাহায্যকে অধিক মিলিয়ে, উন্নতমাত্রায় সমন্বয় সাধন, অধিক মাত্রায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে সাহায্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে **সাহায্যের ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিকরণ** এবং চুক্তি সম্পাদনের খরচ কমানো যা প্যারিস ঘোষণায় নির্ধারিত হয়েছিল।

বেসরকারি কর্মকর্তাগণ ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রিপোর্টটি সরকারি নেতৃত্ব এবং শিক্ষায় সরকারি নীতিমালার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। তাই বলে বেসরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকাকে কম গুরুত্ব দেয় না। ইএফএ অর্জনের জন্য প্রয়োজন অনেক পর্যায়ের অংশীদারিত্ব- বিদ্যালয় এবং মা-বাবার মধ্যে, সুশীল সমাজের সংস্থাসমূহ এবং সরকারি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবং রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় নন এসব শিক্ষা যোগানদারদের মধ্যে। সুশীল সমাজের সংস্থাসমূহ এবং সাময়িকভাবে যারা তাদের সাথে মিলিত হয় তাদের উচিত ঃ

- **যাদের কোন কিছু বলার ক্ষমতা নেই** যেমন প্রান্তিক, বস্তিবাসী, শিশু শ্রমিক এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের এবং স্বজাতী লোক **এদের শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টায় প্রতিনিধিত্ব করা**।
- শিক্ষায় সহায়তা দান এবং সামর্থ্য গড়ে তোলা এসবের **সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা**।

অসমতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভাল প্রশাসন ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এটাকে অবশ্যই সব ধরনের সরকারি নীতিমালার কেন্দ্রে রাখা উচিত। অধিক একীভূত এবং সকল শিশুদের চাহিদা মেটানো যায় বিশেষ করে, যারা সুবিধাবঞ্চিত, তাদের জন্য এমন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে যা জীবন সম্পৃক্ত। যদি বিশ্বকে ২০১৫ সালের মধ্যে ইএফএ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হয়, তবে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে যেখানে ন্যায্যতা বা সমতা হবে জরুরি।

অসমতা অতিক্রমণ ঃ কেন প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। তবু সারা বিশ্বে শিক্ষায় ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে যার ভিত্তি হচ্ছে সম্পদ, জেণ্ডার, স্থান, ভাষা এবং অসুবিধাকে চিহ্নিতকারী অন্যান্য বিষয়াদি। দুই হাজার সালে ১৬০টিরও বেশি সরকার সবার জন্য শিক্ষার যে ছয়টি লক্ষ্য অর্জনে সম্মত হয়েছে, এসব বৈষম্য তাদের সে প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ। ন্যায্যতা/সমতা অর্জনের কৌশলসমূহ ইএফএ এর এজেন্ডার কেন্দ্রে প্রয়োগ করতে না পারার কারণে লক্ষ লক্ষ শিশু, যুবা এবং বয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষা এবং শিখন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, যা তাদের সম্ভাবনা বাস্তবায়নে, দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সমাজে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করবে।

এটা *ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট* এর সপ্তম সংস্করণের সারসংক্ষেপ। যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে ফোকাস করে এই রিপোর্ট, শিক্ষা প্রশাসন সংস্কারের বর্তমান এ্যাপ্রোচসমূহ এবং এগুলো বিদ্যালয়ে প্রবেশ, গুণগত মান, অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক কি না তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। সাহায্যের পরিচালন প্রক্রিয়াকেও এটা পরীক্ষা করে। ধনী দেশসমূহ অঙ্গীকার করেছে যে, কোন জাতীয় শিক্ষা কৌশলকেই অর্থের অভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। তবু এ অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে না।

সম্পূর্ণ রিপোর্টটি, এর সাথে সম্পূরক শিক্ষা পরিসংখ্যান এবং সূচকসমূহ এবং অন্যান্য ভাষার সংস্কার অনলাইনে www.efareport.unesco.org. -এ পাওয়া যাবে।

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO
Publishing

EFA GMR
EDUCATION FOR ALL GLOBAL MONITORING REPORT

প্রচ্ছদের চিত্র
দরিদ্র পরিবারের তার বয়সের অনেক শিশুর চেয়ে ভিন্ন, ইন্দোনেশিয়ার এই বালকটি বিদ্যালয়ে পড়তে এবং লিখতে শিখছে।

© বডি ফিলিপ/ হোয়া-কুই